মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২০তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা
জুন ২০১৭

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ যাকে সম্পদ দান করেছেন, অথচ সে তার যাকাত আদায় করেনি, ক্বিয়ামতের দিন তার সেই সম্পদকে টেকো মাথা বিষাক্ত সাপে রূপান্তরিত করা হবে। যার দু'চোখে দু'টি কালো বিন্দু থাকবে। ক্বিয়ামতের দিন ঐ সাপ তার গলা পেঁচিয়ে ধরবে এবং দু'চোয়াল কামড়ে ধরে বলতে থাকবে, আমি তোমার সম্পদ। আমি তোমার সঞ্চিত ধন' *(বুখারী হা/১৪০৩, মিশকাত হা/১৭৭৪)*।

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২০তম বর্ষ	৯ম সংখ্যা
রামাযান-শাওয়াল	১৪৩৮ হিঃ
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	১৪২৪ বাং
জুন	২০১৭ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

সূচীপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** ০২

◈ **দরসে কুরআন :**

♦ দ্বন্দ্ব নিরসন ০৩
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

◈ **প্রবন্ধ :**

♦ আদর্শ পরিবার গঠনে করণীয় *(৪র্থ কিস্তি)* ১০
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

♦ ইখলাছ *(শেষ কিস্তি) -অনুবাদ : আব্দুল মালেক* ১৬

♦ এক হাতে মুছাফাহা : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ১৯
-অনুবাদ : তানযীলুর রহমান

♦ শারঈ ঝাড়-ফুঁক : একটি পর্যালোচনা ২৩
-ড. মুহাম্মাদ আবু তাহের

♦ যাকাত-ছাদাক্বা *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২৮

♦ ঈদায়নের মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২৯

◈ **মহিলাদের পাতা :** ৩১

♦ নিষিদ্ধ সাজসজ্জা *-কানীয ফাতেমা*

◈ **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :** ৩৭

♦ সালাফী বা আহলেহাদীছ নামকরণ
-আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

◈ **কবিতা :** ৩৯

♦ রামাযানের শিক্ষা ♦ এইতো রামাযান মাস
♦ কর্মই জীবন

◈ **সোনামণিদের পাতা** ৪০

◈ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪১

◈ **মুসলিম জাহান** ৪৩

◈ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৪

◈ **সংগঠন সংবাদ** ৪৫

◈ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

Contents

মূল্যবোধের অবক্ষয় ও আসন্ন রামাযান

মানুষ আর পশুতে পার্থক্য হ'ল নৈতিক মূল্যবোধ। মানুষ বড়-ছোট হিসাব করে ও মা-বোন তারতম্য করে চলে। পশুরা তা করে না এবং তাদের কোন বিচার হয় না। কিন্তু মানুষ তা পারে না। ফলে যখনই তার নৈতিক মূল্যবোধ হারিয়ে যায় বা শিথিল হয়ে যায়, তখনই তার পশু প্রবণতা জেগে ওঠে। অতঃপর সুযোগ পেলে সে পশুর চাইতে ভয়ংকর হয়ে যায়। গত ২৮শে মার্চ মঙ্গলবার দিবাগত রাতে রাজধানীতে বনানীর 'রেইনট্রি' হোটেলে দুই ধনীর দুলাল ও তাদের সহযোগীরা পাঁচ জনে মিলে দু'জন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী বন্ধুকে ডেকে নিয়ে রাত ভর যে ধর্ষণ লীলা চালিয়েছে, তাতে হঠাৎ নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। এর চাইতে লোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছে খুলনা শহরে দু'জন স্বামী-স্ত্রীর উপর। যা সমস্ত নৃশংসতাকে ছাড়িয়ে গেছে। মিডিয়ার বদৌলতে কুম্ভকর্ণরা কেউ কেউ এখন হাই তুলছে। চারদিক মূল্যবোধ নিয়ে কথা উঠছে। প্রশ্ন হ'ল, এটা কি প্রথম ঘটনা? বরং এটাতো দূষিত স্রোতে ভাসমান পঙ্ক সমূহের অংশ। ইতিপূর্বে ১৯৯৮ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণের সেঞ্চুরী করে প্রকাশ্যে মিষ্টি বিতরণ করেছিল তৎকালীন ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের সেক্রেটারী জসিম উদ্দীন মানিক। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনের মুখে তার কেবল ছাত্রত্ব বাতিল হয়। কিন্তু আর কোন শাস্তি হয়েছিল কি-না জানা যায়নি। এরূপ হাযারো ঘটনা আড়ালে রয়েছে, যার হিসাব কে রাখে?

প্রধান কারণ সমূহ :

(১) ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা (২) নিয়ন্ত্রণহীন পারিবারিক ব্যবস্থা (৩) বিচারহীনতা (৪) প্রচার মাধ্যম (৫) পর্ণোগ্রাফী। প্রথমটি সম্বন্ধে বলা যায় যে, প্রত্যেক দেশ তার নাগরিকদের ধর্ম ও সংস্কৃতির আলোকে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে। কিন্তু বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্ম ও সংস্কৃতির বিরোধী। সরকার শিক্ষার্থীদের ইসলাম থেকে সরিয়ে সেক্যুলার বানানোর কোশেশ করতে যাওয়ায় তার বিষময় ফল ভোগ করছে দেশ। মানুষের জান-মাল ও ইযযতের নিরাপত্তা যদি না থাকে, তাহ'লে আর কোনকিছুরই প্রয়োজন থাকে না। সেটাই এদেশ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। এমনকি এখন আর কেউ অভিযোগটুকুও করে না লাজ-লজ্জার ভয়ে। কারণ রক্ষকরাই এদেশে ভক্ষক। ঢাবি-র এক গবেষণা মতে বিগত ৬০-এর দশকের তুলনায় বর্তমানে বিবাহ-পূর্ব ও বিবাহ বহির্ভূত অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার হার তিনগুণ বেশী। এখন প্রতি ১০ জনের ৩ জন অবৈধ সম্পর্কে জড়িত। এরপরেও সরকার সহশিক্ষা অপরিহার্য করে দিতে চাচ্ছে এবং লিঙ্গ বৈষম্য বিলুপ্ত করতে চাচ্ছে। যা মানুষের স্বভাবধর্মের বিরোধী।

(২) নিয়ন্ত্রণহীন পারিবারিক ব্যবস্থা : পরিবার হ'ল জাতির ভিত্তিমূল। এই ভিত্তি যত বেশী আল্লাহভীরু হবে, জাতি তত বেশী দৃঢ় ও অগ্রগতিশীল হবে। অপচয়, ভোগবাদিতা, বেহিসাব খরচ, পর্ণোগ্রাফীর নীল দংশন, অসৎ সঙ্গ, অলসতা, বিলাসিতা প্রভৃতি কুঅভ্যাস পরিবার থেকেই কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। যেকোন ছোট-খাট ত্রুটি শিশুকাল থেকেই শুধরে দিতে হবে। বড় হ'লে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে, এই চিন্তা ছাড়তে হবে। সন্তানকে পরিবারেই শাসন করতে হবে। সন্তানের দুষ্কর্মে ছাফাই গাওয়া চলবে না। সদা সত্যকথা বল, মিথ্যা বলা মহাপাপ, আল্লাহ আমাদের প্রভু। তিনি আমাদের সবকিছু দেখছেন ও সবকথা শুনছেন। বড়কে সম্মান করা ও ছোটকে স্নেহ করা, যেকোন নেকীর কাজ আল্লাহ্র জন্য করা, নিজের কাজ নিজে করা, অল্পে তুষ্ট থাকা, সৎকর্মে জান্নাত ও অসৎকর্মে জাহান্নাম। বেগানা নারী-পুরুষে পর্দা করা ফরয। নিজের মা-বোন ছাড়া অন্য নারীর দিকে তাকানো মহাপাপ। খালা-ফুফু-চাচী-মামী মায়ের সমান। পিতা-মাতার পায়ের নীচে সন্তানের জান্নাত। এমনকি বড় ভাই পিতার সমান ও বড় ভাবী মায়ের সমান ইত্যাদি নীতিকথা ও সদাচরণ পরিবার থেকেই রপ্ত করাতে হবে। কেননা পারিবারিকভাবে নৈতিকতার চর্চা না থাকলে মানবিক মূল্যবোধ কখনোই জাগ্রত হবে না এবং তার দ্বারা সমাজ গড়বে না। অতএব কেবল ডিগ্রী ও সম্পদ দেখলে হবে না, তার পারিবারিক ঐতিহ্য ও আল্লাহভীরুতা দেখে মূল্যায়ন করতে হবে। নইলে দেশ ধ্বংস করার জন্য উচ্চ শিক্ষিত ভোগবাদীরাই যথেষ্ট হবে।

(৩) বিচারহীনতা : এক্ষেত্রে দু'টি ব্যবস্থা রয়েছে। (ক) মহল্লা ও গ্রাম্য শালিশী ব্যবস্থা। যা সামাজিক ঐক্য ও শৃংখলার প্রধান রক্ষাকবচ। বিগত দিনে গ্রাম্য মুন্সী ও মাতব্বরগণ ন্যায়বিচার করতেন। ফলে তাদের সম্মান ছিল অতি উচ্চে। বর্তমানে নিরপেক্ষ ও আল্লাহভীরু সমাজনেতাদের মাধ্যমে সামাজিক শালিশী ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করলে ও তাদেরকে কিছুটা ক্ষমতা দিলে আদালতের চাইতে ভাল বিচার সেখানেই হ'তে পারত। কেননা প্রতিবেশীরা পরস্পরকে ভালভাবে চিনে ও জানে। যা অন্যদের পক্ষে সম্ভব নয়। (খ) সরকারী আদালত : এখানে বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা প্রকারান্তরে বিচারহীনতায় পর্যবসিত হয়েছে। তাছাড়া এখানে আইনের নানা ফাঁক-ফোকর দিয়ে দুর্ধর্ষ ও শক্তিমানরা পার পেয়ে যায়। নিরীহ-নিরপরাধ লোকেরা কারাভোগ করে। খুনী ও ধর্ষকরা স্বীকারোক্তি দেওয়ার সাথে সাথে শাস্তি কার্যকর হ'লে এর গতি স্তিমিত হয়ে যেত। কিন্তু সেটা হয় না।

(৪) প্রচার মাধ্যম : এ বিষয়েও একই কথা। মিডিয়া কর্মীরা যদি বস্তুবাদী ও নগ্নতাবাদী হন এবং আল্লাহভীরু না হন, তাহ'লে তারাই মূল্যবোধ ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। ভুক্তভোগীরা যা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেন।

(৫) পর্ণোগ্রাফী : বর্তমান যুগে এটাই মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংসের প্রধান হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। ফেব্রুয়ারী'১৬-এর সম্পাদকীয়তে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। পরে যেটি হাযার হাযার কপি ফ্রি বিতরণ করেছি। এখনও বিতরণ চলছে। সেখানে নোংরা পর্ণো সাইটগুলি বন্ধ করার ব্যাপারে দাবী জানিয়েছি। কিন্তু এযাবত কোন কার্যকর ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়নি। ফলে বেড়ে চলেছে ইভটিজিং-অপহরণ-ধর্ষণ-খুন। জানিনা আল্লাহ্র কাছে কি কৈফিয়ত দিবেন সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলগণ!

রামাযানের আহ্বান :

এ মাসে প্রতি রাতে আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন, 'হে কল্যাণের অভিযাত্রী এগিয়ে চল! হে অকল্যাণের অভিসারী থেমে যাও! এ মাসে বহু জাহান্নামীকে মুক্ত করা হয়' *(তিরমিযী হা/৬৮২)*। রামাযানে কেবল খানাপিনা বন্ধের জন্য ছিয়াম নয়, বরং এটি পুরা মানবসত্তার ছিয়াম। দেহ ও মনকে নিয়ন্ত্রিত করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও ছওয়াব অর্জনের নিয়তে ছিয়াম রাখতে হবে। নিজকে মিথ্যা ও অন্যায় থেকে বিরত রাখতে ব্যর্থ হ'লে ছিয়ামও ব্যর্থ হবে। নৈতিক মূল্যবোধের উন্নয়নের জন্য মাসব্যাপী রামাযানের ছিয়াম একটি মোক্ষম সুযোগ। অতএব আসুন! সংযম সাধনার এ মাসে আমরা আমাদের নৈতিক মূল্যবোধকে উন্নত করি এবং অনৈতিকতার সকল উৎসমুখ বন্ধ করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

Contents

দ্বন্দ্ব নিরসন

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ- (الحجرات ٩-١٠)-

‘যদি মুমিনদের দুই দল পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহ’লে তোমরা তাদের মধ্যে সন্ধি করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর সীমালংঘন করে, তাহ’লে তোমরা ঐদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যে সীমালংঘন করে। যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের (সন্ধির) দিকে ফিরে আসে। অতঃপর যদি তারা ফিরে আসে তাহ’লে তোমরা উভয় দলের মধ্যে ন্যায়ানুগভাবে মীমাংসা করে দাও এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালবাসেন’। ‘মুমিনগণ পরস্পরে ভাই ব্যতীত নয়। অতএব তোমরা তোমাদের দু’ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি করে দাও। আর আল্লাহকে ভয় কর। তাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে’ *(হুজুরাত ৪৯/৯-১০)*।

উপরের আয়াত দু’টি ইসলামী সমাজ পরিচালনায় স্থায়ী মূলনীতি ও চিরন্তন দিগদর্শন সমতুল্য। কারণ সমাজবদ্ধ জীবনে পরস্পরে দ্বন্দ্ব হওয়াটা স্বাভাবিক। সঙ্গে সঙ্গে সেই দ্বন্দ্ব নিরসনের পন্থা থাকাটাও আবশ্যিক। সব সমাজেই এটা আছে। তবে ইসলামী সমাজে এর জন্য কিছু বিশেষ নীতিমালা রয়েছে। যা মেনে চলা সকল মুমিনের জন্য অপরিহার্য।

আয়াতটির সর্বাধিক সম্ভাব্য শানে নুযূল :

হযরত সাহল বিন সা‘দ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, ক্বোবাবাসী বনু ‘আমর বিন ‘আওফ-এর (মুসলমানেরা) পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হ’ল। এক পর্যায়ে তারা পরস্পরের প্রতি পাথর নিক্ষেপ শুরু করল। খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবাইকে বললেন, اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ بَيْنَهُمْ ‘তোমরা আমাদের সাথে চল। আমরা তাদের মধ্যে সন্ধি করে দেব’ *(বুখারী হা/২৬৯৩)*। অতঃপর তিনি গেলেন ও তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিলেন। অতঃপর ফিরে এলেন। তাতে ছালাত ফউত হওয়ার উপক্রম হ’ল। তখন মুছল্লীরা আবু বকরকে ইমামতির জন্য এগিয়ে দিল’ *(বুখারী হা/৬৮৪)*। এর বাইরে শানে নুযূল হিসাবে ছহীহ বুখারীতে হযরত আনাস (হা/২৬৯১) ও উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হ’তে (হা/৬২০৭) আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের নিকট রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর গমন ও তার তাচ্ছিল্যকরণ অতঃপর দু’পক্ষের মারামারি প্রসঙ্গে অত্র আয়াত নাযিল হয়েছে বলে যা বর্ণিত হয়েছে, তা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা অত্র আয়াতে বলা হয়েছে طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ‘মুমিনদের মধ্যকার দু’টি দল’। অথচ আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের সাথে ঝগড়ার ঘটনা বদর যুদ্ধের আগেকার। যখন ইবনু উবাই ও তার দল মুসলমান হয়নি। যা উক্ত হাদীছেই বলা হয়েছে। অথচ ক্বোবার ঝগড়া ও তার মীমাংসার ঘটনায় উভয় পক্ষ ছিল মুসলমান। যা আলোচ্য আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[১] আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

তবে ঘটনা যেটাই হৌক না কেন এটি সর্বযুগে সম্ভব এবং সর্বযুগেই সন্ধি ও মীমাংসা থাকতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا. فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ قَالَ : تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ- ‘তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর সে যালেম হৌক বা মযলূম হৌক। লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা মযলূমকে সাহায্য করব। কিন্তু যালেমকে কিভাবে সাহায্য করব? জবাবে তিনি বললেন, তাকে যুলুম থেকে বাধা দাও। আর এটাই হ’ল তাকে সাহায্য করা’।[২]

পারস্পরিক সন্ধির মূলনীতি সমূহ

১. সন্ধিকে লক্ষ্য নির্ধারণ করা ২. সন্ধিকালে ন্যায়নীতি ও সুবিচার নিশ্চিত করা ৩. ইসলামী ভ্রাতৃত্ব সমুন্নত রাখা।

১. সন্ধিকে লক্ষ্য নির্ধারণ করা :

ইসলামী সমাজে পারস্পরিক সন্ধিকে অপরিহার্য কর্তব্য হিসাবে গণ্য করা প্রত্যেকের জীবনে অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করা। যার মধ্যে আল্লাহ্র সন্তোষলাভ ও উভয়পক্ষের সন্তুষ্টি লক্ষ্য থাকবে। সন্ধিকারীকে অবশ্যই বিবাদীয় বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল হ’তে হবে। তখন এই ব্যক্তির মর্যাদা হবে নিয়মিত ছায়েম ও ক্বায়েম তথা ছিয়াম পালনকারী ও রাত্রি জাগরণকারী মুমিনের চাইতে উত্তম। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ؟ صَلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ- ‘আমি তোমাদেরকে ছিয়াম-ছালাত ও ছাদাক্বার চেয়েও উত্তম কোন বিষয়ের খবর দিব কি? আর তা হ’ল পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসা করে দেওয়া। কেননা পরস্পরের বিবাদ দ্বীনকে ছাফকারী’।[৩] অর্থাৎ বিবদমান পক্ষ দ্বয়ের মধ্যে দ্বীন গৌণ হয়ে যায়। সেকারণ পারস্পরিক সন্ধির গুরুত্ব এত বেশী দেওয়া হয়েছে যে, সন্ধিকারীকে মিথ্যা বলারও অনুমতি দেওয়া হয়েছে কেবল সন্ধির স্বার্থে। যেমন রাসূল (ছাঃ)

১. বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/২৬৯১-এর আলোচনা দ্রঃ ৫/২৯৮-৯৯ পৃ. ‘সন্ধি’ অধ্যায়।
২. বুখারী হা/৬৯৫২; মিশকাত হা/৪৯৫৭।
৩. তিরমিযী হা/২৫০৯; আবুদাঊদ হা/৪৯১৯; মিশকাত হা/৫০৩৮।

বলেন, لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِى يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِى خَيْرًا، أَوْ يَقُولُ خَيْرًا– ‘ঐ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়। অতঃপর উত্তম কথা বলে’।[৪] তবে এই মিথ্যা হ’তে হবে পারস্পরে কল্যাণের উদ্দেশ্যে। ক্ষতির উদ্দেশ্যে নয়। এটাকে তাওরিয়া বা তা‘রীয বলা হয় *(ফাৎহুল বারী)*। যেভাবে ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন, إِنِّي سَقِيمٌ ‘আমি অসুস্থ’ *(ছাফফাত ৩৭/৮৯)*। এর দ্বারা তিনি নিজেকে মানসিকভাবে অসুস্থ বুঝিয়ে বলেছিলেন। قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ‘ওদের মধ্যকার এই বড় মূর্তিটাই একাজ করেছে’ অর্থাৎ অন্য মূর্তিগুলিকে ভেঙ্গেছে *(আম্বিয়া ২১/৬৩)*। এর দ্বারা তিনি বড় মূর্তিটার প্রতি কওমের অন্ধ বিশ্বাস ভাঙতে চেয়েছিলেন। এছাড়া মদীনায় হিজরতকালে রাস্তায় পথিকদের প্রশ্নের উত্তরে সামনে বসা রাসূল (ছাঃ)-এর পরিচয় সম্পর্কে আবুবকর (রাঃ) বলতেন, هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِينِى السَّبِيلَ ‘এ ব্যক্তি আমাকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন’ *(বুখারী হা/৩৯১১)*। এর দ্বারা তিনি হেদায়াতের রাস্তা বুঝাতেন। কিন্তু লোকেরা ভাবত রাস্তা দেখানো কোন দক্ষ ব্যক্তি হবেন। আরবী অলংকার শাস্ত্রে এই দ্ব্যর্থবোধক বক্তব্যকে ‘তাওরিয়া’ বলা হয়। যাতে একদিকে সত্য বলা হয়। অন্যদিকে শ্রোতাকেও বুঝানো যায়। *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ২৩৪ পৃ.)*।

২. সন্ধিকালে ন্যায়নীতি ও সুবিচার নিশ্চিত করা :

এটি খুবই কঠিন। অথচ এটিই হ’ল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় সাধ্যমত ও সর্বোচ্চ সহনশীলতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে এবং উভয় পক্ষকে সর্বোচ্চ ছাড় দিয়ে হ’লেও সন্ধি করতে হবে। যেভাবে রাসূল (ছাঃ) হোদায়বিয়ার সন্ধিকালে ছাড় দিয়েছিলেন। সেখানে চারটি শর্তের তিনটিই ছিল বাহ্যিকভাবে তাঁর বিপক্ষে। অথচ কেবল ‘দশ বছর যুদ্ধ নয়’ শর্তটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি সন্ধি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। যদিও সাথীরা সবাই ছিলেন এর বিপক্ষে। কিন্তু পরে সবাই মেনে নিয়েছিলেন এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে। কারণ রাসূল (ছাঃ) সন্ধিকেই লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন এবং যুদ্ধের বদলে শান্তিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্য দানে অবিচল থাক এবং কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার কর, যা আল্লাহভীতির অধিকতর নিকটবর্তী। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত’ *(মায়েদাহ ৫/৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِى حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا ‘ন্যায়বিচারকারীরা ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট আরশের ডান পার্শ্বে নূরের আসনে বসবে। যারা দুনিয়াতে তাদের শাসনে ও পরিবারে, যাদের উপর তারা নেতৃত্ব দেয়, সর্বদা ন্যায়বিচার করেছে’।[৫]

৩. ইসলামী ভ্রাতৃত্ব সমুন্নত রাখা :

এটাই হ’ল ইসলামী দাওয়াতের রূহ এবং ইসলামী সমাজের ভিত্তি। যার উপরে এই সমাজের সৌধ নির্মিত হয়। এই চেতনা হারিয়ে গেলে ইসলামী সমাজের সবকিছু হারিয়ে যাবে। মুসলমানের কেবল নাম বাকী থাকবে। বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হবে। প্রাণহীন লাশ যেমন কবরে আশ্রয় নেয়। চেতনাহীন জাতি তেমনি ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়। অতএব সন্ধিকালে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের চেতনা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারে রাখতে হবে। যেন কেউ পরস্পরের ক্ষতি ও অকল্যাণের চিন্তা না করে। এ সময় কোন ব্যক্তি নয়, বরং আল্লাহর রজ্জু কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহকে মযবূত হাতল হিসাবে হাতে-দাঁতে আঁকড়ে ধরতে হবে।

আল্লাহ বলেন, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا، ‘তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ কর এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না’ *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। হযরত নু‘মান বিন বাশীর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِى تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى– ‘তুমি ঈমানদারগণকে পারস্পরিক সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ও দয়াশীলতার ক্ষেত্রে একটি দেহের মত দেখবে। যখন দেহের কোন অঙ্গ আক্রান্ত হয়, তখন সমস্ত দেহ নিদ্রাহীনতা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়’।[৬] রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ– ‘এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য ভবন স্বরূপ, যার এক অংশ অপর অংশকে দৃঢ় রাখে। অতঃপর তিনি তাঁর এক হাতের আঙ্গুল সমূহ অন্য হাতের আঙ্গুল সমূহের মধ্যে প্রবেশ করালেন’।[৭] তিনি বলেন, الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ ‘এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই। সে তাকে যুলুম করে না, লজ্জিত করে না, লাঞ্ছিত করে না’।[৮]

তৃতীয় পক্ষ :

আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ‘মুমিনগণ পরস্পরে ভাই ব্যতীত

৪. বুখারী হা/২৬৯২; মুসলিম হা/২৬০৫; মিশকাত হা/৪৮২৫।

৫. মুসলিম হা/১৮২৭ ‘ইমারত’ অধ্যায় ‘ন্যায়বিচারক নেতার মর্যাদা’ অনুচ্ছেদ।

৬. বুখারী হা/৬০১১; মুসলিম হা/২৫৮৬; মিশকাত হা/৪৯৫৩ ‘শিষ্টাচার সমূহ’ অধ্যায়, ‘সৃষ্টির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ’ অনুচ্ছেদ।

৭. বুখারী হা/৬০২৬; মুসলিম হা/২৫৮৫; মিশকাত হা/৪৯৫৫।

৮. মুসলিম হা/২৫৬৪; মিশকাত হা/৪৯৫৯।

নয়। অতএব তোমরা তোমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি করে দাও। আর আল্লাহকে ভয় কর। তাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে' *(হুজুরাত ১০)*। অত্র আয়াতে দু'ভাইয়ের মধ্যে সন্ধিকারী একটি আল্লাহভীরু ও ন্যায়নিষ্ঠ তৃতীয় পক্ষ থাকার অপরিহার্যতা বর্ণিত হয়েছে। যাদের কর্তব্য সম্পর্কে পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে যে, দু'পক্ষের কোন পক্ষ যদি অপর পক্ষের উপর সীমালংঘন করে, তাহ'লে তোমরা ঐ পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর'। এতে প্রয়োজনে অস্ত্র ধারণের কথা বলা হয়েছে। যেটা হযরত আবুবকর (রাঃ) করেছিলেন যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে এবং হযরত আলী (রাঃ) করেছিলেন বিদ্রোহী খারেজী ও অন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে। কিন্তু সাধ্যমত এটি এড়িয়ে যেতে হবে। কেননা মুসলমানের রক্ত পরস্পরের জন্য হারাম। তাছাড়া আয়াতটি নাযিল হয়েছিল ক্বোবার দু'দল বিবাদকারী মুসলমানদের লড়াই উপলক্ষে। যারা কেবল হাত, পাথর ইত্যাদি নিয়ে পরস্পরে মারামারিতে লিপ্ত হয়েছিল *(বুখারী হা/২৬৯৩)* এবং রাসূল (ছাঃ) তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেননি।

তাছাড়া তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে উম্মতকে সাবধান করে গেছেন, لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ 'তোমরা আমার পরে কুফরীতে ফিরে যেয়ো না। তোমরা একে অপরের গর্দান মেরো না'।[৯] তিনি বলেছেন, سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ 'মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরী'।[১০]

আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করে, তার শাস্তি হ'ল জাহান্নাম। সেখানেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাৎ করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন' *(নিসা ৪/৯৩)*। কিন্তু এর দ্বারা বিদ্রোহী ও সমাজ বিরোধীদের ছাড় দেওয়া বুঝায় না। কেননা অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا 'যে জাতি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।[১১] অর্থাৎ অন্যায়ভাবে যে বিদ্রোহ করে, সে আর মুসলিম সমাজভুক্ত থাকে না। তাকে শাস্তি পেতেই হবে। আর এটা না থাকলে তো পাপীরা পাপ করেই যাবে। তাদের উপর দণ্ডবিধি কার্যকর করা যাবে না। অতএব সামাজিক শৃংখলা রক্ষার জন্য 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন' নীতি বজায় রাখতে হবে।

এজন্য প্রয়োজন তৃতীয় পক্ষকে শক্তিশালী ও ন্যায়বিচারক হওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাদানী জীবনে এটি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অথচ মাক্কী জীবনে তিনি দুর্বল থাকায় সক্ষম হননি। যুগে যুগে প্রতি সমাজে শৃংখলা রক্ষার জন্য সামাজিক শালিশী ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় আদালতের ব্যবস্থা রয়েছে। এ যুগে জাতিসংঘ, ওআইসি প্রভৃতি সংস্থা রয়েছে। কিন্তু দুর্বলতার কারণে তারা তাদের যথার্থ ভূমিকা পালনে সবসময় সক্ষম হয় না। অথচ ইসলামী সমাজে এটি অপরিহার্য বিষয়। ক্বোবায় মসজিদে যেরার ধ্বংস করার ঘটনা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে এসে প্রথম ক্বোবার বনু 'আমর বিন 'আওফ গোত্রের নেতা কুলছূম বিন হিদাম-এর বাড়ীতে আশ্রয় নেন। অতঃপর তাদের দেওয়া মাটিতে 'মসজিদে ক্বোবা' নির্মাণ করেন। যা অদ্যাবধি বর্তমান আছে। কিন্তু বনু 'আমরের ভাইদের গোত্র বনু গুনুম বিন 'আওফ-এর লোকেরা এতে হিংসায় জ্বলে ওঠে। তারা 'মদীনার দরবেশ' বলে খ্যাত বনু আবু 'আমের আর-রাহেব-এর কুপরামর্শে ৯ম হিজরীতে ক্বোবায় উক্ত মসজিদের অনতিদূরে আরেকটি মসজিদ নির্মাণ করে। একাজে ১২জন মুনাফিক তাদেরকে সহযোগিতা করে। তারা এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে উক্ত মসজিদে এক ওয়াক্ত ছালাত আদায় করার ও বরকতের দো'আ করার আবেদন জানায়। এ সময় তারা পৃথক মসজিদ করার অজুহাত হিসাবে লোকদের কর্মব্যস্ততা, অসুখ-বিসুখ এবং বর্ষা-বৃষ্টি ইত্যাদির কথা বলে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের বলেন, إِنِّي عَلَى جَنَاحِ سَفَرٍ وَحَالِ شُغْلٍ وَلَوْ قَدْ قَدِمْنَا لأَتَيْنَاكُمْ إِنَّ شَاءَ اللهُ فَصَلَّيْنَا لَكُمْ فِيهِ– 'আমি এখন সফরের মুখে এবং অত্যন্ত ব্যস্ত অবস্থায় আছি। যদি আমরা ফিরে আসি, তাহ'লে ইনশাআল্লাহ তোমাদের ওখানে যাব এবং সেখানে ছালাত আদায় করব'।

আবু 'আমের আর-রাহেব-এর প্ররোচনায় রোম সম্রাট মদীনায় হামলা করার প্রস্তুতি নিলেও পরে তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। ফলে বিনা যুদ্ধে বিজয়ীর বেশে দেড় মাসাধিক কাল পর রাসূল (ছাঃ) তাবূক থেকে ফিরে আসেন। অতঃপর সেখানে যাওয়ার মনস্থ করলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সূরা তওবা ১০৭-০৮ আয়াত নাযিল হয়। যেখানে বলা হয়, 'আরেক দল লোক রয়েছে যারা মসজিদ নির্মাণ করে (ইসলামের) ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে, যিদ ও কুফরীর তাড়নায়, মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে পূর্ব থেকেই যুদ্ধকারীদের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহারের জন্য। অথচ তারা কসম করে বলে যে, কল্যাণ ব্যতীত আমরা অন্য কিছুই কামনা করি না। পক্ষান্তরে আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, ওরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী'। 'তুমি সেখানে কখনো দাঁড়াবে না। অবশ্যই যে মসজিদ প্রথম দিন থেকে তাক্বওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সেটাই তোমার (ছালাতের জন্য) দাঁড়াবার যথাযোগ্য স্থান। সেখানে এমন সব লোক রয়েছে, যারা উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হওয়াকে ভালবাসে। বস্তুতঃ আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন' *(তওবা ৯/১০৭-০৮)*। ইতিহাসে এটি 'মসজিদে যেরার' (مَسْجِدُ

৯. বুখারী হা/১৭৩৯; মিশকাত হা/৩৫৩৭।
১০. বুখারী হা/৭০৭৬; মুসলিম হা/৬৪; মিশকাত হা/৪৮১৪।
১১. মুসলিম হা/১০১; মিশকাত হা/৩৫২০।

الضِّرَار) বা 'ক্ষতিকর মসজিদ' নামে প্রসিদ্ধ।

উক্ত আয়াত নাযিলের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মালেক বিন দুখশুম ও মা'আন বিন 'আদী, অন্য বর্ণনায় 'আমের বিন সাকান ও হামযা (রাঃ)-এর হত্যাকারী ওয়াহশী সহ মোট চারজনকে ডাকলেন এবং বললেন, انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ الظَّالِمِ أَهْلُهُ فَاهْدِمُوهُ وَأَحْرِقُوهُ 'তোমরা ঐ মসজিদের দিকে যাও, যার অধিবাসীরা যালেম। তোমরা ওটাকে গুঁড়িয়ে দাও ও জ্বালিয়ে দাও'। যা সঙ্গে সঙ্গে পালিত হয়। উক্ত ১২ জন মুনাফিকের নামও ইতিহাসে এসেছে।[১২] অভিশপ্ত ঐ মসজিদের স্থানটি অদ্যাবধি অনাবাদী ও পরিত্যক্ত হিসাবে রয়েছে। সেখানে কোন ঘাস পর্যন্ত জন্মে না।

উল্লেখ্য যে, ঐ যেরার মসজিদ নির্মাণের মূল নায়ক ছিলেন মদীনার আউস গোত্রের অন্যতম নেতা ও শ্রেষ্ঠ পুরোহিত আবু 'আমের আর-রাহেব। যিনি বনু 'আমর বিন 'আওফের বিরুদ্ধে বনু গুনুম বিন 'আওফদের পারস্পরিক ভ্রাতৃ হিংসাকে তার কপট উদ্দেশ্যে কাজে লাগিয়েছিলেন। তিনি মুনাফিকদেরকে আশ্বাস দিয়েছিলেন এই মর্মে যে, তোমরা একটি মসজিদ নির্মাণ কর এবং সেখানে সাধ্যমত শক্তি ও অস্ত্র জমা কর। আমি রোম সম্রাট ক্বায়ছার-এর নিকটে যাচ্ছি। অতঃপর তার নিকট থেকে রোমক সেনাবাহিনী এনে হামলা চালিয়ে মদীনা থেকে মুহাম্মাদকে বহিষ্কার করে দেব' *(তাফসীর কুরতুবী)*। এই আবু 'আমেরের পুত্র ছিলেন বিখ্যাত তরুণ ছাহাবী হানযালা, যিনি ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হন এবং যার লাশ ফেরেশতারা গোসল দিয়েছিল। সেকারণ তিনি ইসলামের ইতিহাসে 'গাসীলুল মালায়েকাহ' নামে খ্যাত। যদি ঐ সময় অর্থাৎ ৯ম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শক্তিশালী অবস্থানে না থাকতেন এবং ন্যায়বিচারক না হ'তেন, তাহ'লে তাঁর পক্ষে 'মসজিদে যেরার' ধ্বংস করা সম্ভব হ'ত না।

যুগে যুগে এভাবে ধর্মের দোহাই দিয়ে মুনাফিকরা এবং দুষ্টমতি আলেম, সমাজনেতা ও অহংকারী ধনী ব্যক্তিরা বহু মসজিদ তৈরী করেছে। যা কখনোই তাক্বওয়ার উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। যার মাধ্যমে ইসলামী সমাজে কেবলই বিদ্বেষ ও বিভক্তি সৃষ্টি হয়েছে এবং এসব মসজিদগুলি ইবাদতখানার বদলে বিদ'আতখানায় পরিণত হয়েছে। তাক্বওয়াশীলদের বিরুদ্ধে সেগুলি ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বলেন, قَالَ عُلَمَاؤُنَا: وَكُلُّ مَسْجِدٍ بُنِيَ عَلَى ضِرَارٍ أَوْ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ فَهُوَ فِي حُكْمِ مَسْجِدِ الضِّرَارِ لاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ فِيهِ– 'আমাদের বিদ্বানগণ বলেন, যে সকল মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ক্ষতির উদ্দেশ্যে অথবা রিয়া ও শ্রুতির উদ্দেশ্যে, সেটি যেরার মসজিদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। তাতে ছালাত আদায় করা জায়েয নয়' *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা তওবা ১০৭ আয়াত)*।

উল্লেখ্য যে, ক্বোবার 'যেরার মসজিদ' ধ্বংস করার ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন দ্বিতীয় পক্ষ। কিন্তু বিশ্বনবী হিসাবে তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহে তৃতীয় পক্ষ। তাই তাঁর নির্দেশ মেনে নেওয়া সকলের জন্য ছিল অপরিহার্য।

বস্তুতঃ শক্তিশালী ও ন্যায়বিচারক তৃতীয় পক্ষ না থাকাটাই সমাজে অধিকাংশ অন্যায় ও বিশৃংখলার জন্য দায়ী।

সংশয় নিরসন :

প্রশ্ন আসে যে, হযরত ওছমান ও আলী (রাঃ)-এর খেলাফতকালে ছাহাবীগণ পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হন, তখন যারা নিরপেক্ষ ছিলেন এবং উভয়পক্ষে সন্ধিকারীর ভূমিকা পালন করেননি, তাদের বিষয়টি কেমন হবে? এর জবাব এই যে, বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সকলের জন্য ফরয নয়। বরং একদল করলে অপরের জন্য উক্ত ফরয আদায় হয়ে যায়। যেমন বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে আলী (রাঃ)-এর যুদ্ধের সময় সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ, আব্দুল্লাহ বিন ওমর, মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ, উসামা বিন যায়েদ প্রমুখ ছাহাবী যুদ্ধ করেননি। পরে তারা সবাই খলীফা আলী (রাঃ)-এর নিকট ওযর পেশ করেন এবং তিনি তা কবুল করেন। বর্ণিত হয়েছে যে, মু'আবিয়া (রাঃ)-এর উপর খেলাফত সোপর্দ করার পর তিনি সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর নিরপেক্ষ ভূমিকার বিষয়ে অভিযোগ করে বলেন, আপনি তৃতীয় পক্ষ হয়ে মীমাংসাও করেননি বা বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেননি। জবাবে সা'দ তাঁকে বলেন, বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করায় আমি লজ্জিত'। ইবনু ওমর (রাঃ) যুদ্ধ করেনি এজন্য যে, তিনি এটাকে রাজনৈতিক বিষয়ভুক্ত গণ্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, يَمْنَعُنِى أَنَّ اللهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِى 'আমাকে যুদ্ধ থেকে বিরত রেখেছে এ বিষয়টি যে, আল্লাহ আমার উপর আমার ভাইয়ের রক্ত হারাম করেছেন'।[১৩] তিনি আরও বলেন, كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ الدُّخُولُ عَلَيْهِمْ فِتْنَةً، وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ– 'মুহাম্মাদ (ছাঃ) যুদ্ধ করেছিলেন মুশরিকদের বিরুদ্ধে। আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধটাই ছিল ফিৎনা। তোমাদের মত শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য যুদ্ধ নয়'।[১৪] তবে জমহূর বিদ্বানগণের মত এই যে, ক্ষমতা দখলের লড়াইকে ফিৎনা বলা হয়, বিদ্রোহীকে অনুগত করার লড়াইকে নয়'।[১৫]

আর উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) যুদ্ধ করেননি এজন্য যে, তিনি তরুণ বয়সে যুদ্ধকালে এক শত্রু সেনাকে হত্যা করেছিলেন। অথচ সে কালেমা শাহাদাত পাঠ করেছিল। তিনি ভেবেছিলেন সে বাঁচার জন্য ভান করেছে। এতে রাসূল (ছাঃ) ভীষণভাবে

১২. কুরতুবী, তাফসীর উক্ত আয়াত হা/৩৪৮৫; তাফসীর ত্বাবারী হা/১৭২০০, ১৭১৮৬, ইমাম যুহরী ও অন্যান্যদের থেকে 'মুরসাল' সূত্রে বর্ণিত; তাফসীরে কাশশাফ, ইবনু কাছীর প্রভৃতি; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৬০৮-০৯ পৃ.।

১৩. বুখারী হা/৪৫১৩; মিশকাত হা/৫৯৯৫।
১৪. বুখারী হা/৪৬৫১, ৭০৯৫; জিহাদ ও ক্বিতাল ২৬ পৃ.।
১৫. ফাৎহুল বারী হা/৭০৯৫-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ 'জিহাদ ও ক্বিতাল ২৭ পৃ.।

ক্ষুব্ধ হন এবং বলেন, তুমি তার হৃদয় ফেড়ে দেখলে না কেন? ক্বিয়ামতের দিন যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এসে তোমার সামনে দাঁড়াবে, তখন তুমি কি জবাব দিবে? একথা তিনি বারবার বলতে থাকেন (কঠিন পরিণতি বুঝানোর জন্য)। এই ঘটনার পর উসামা কসম করেন যে, তিনি কখনোই আর কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না'।[১৬]

বস্তুতঃ কিছু ছাহাবীর নিরপেক্ষ থাকা এবং তৃতীয় পক্ষ হিসাবে মীমাংসাকারীর ভূমিকা পালন না করাটা ছিল তাদের সাময়িক ইজতিহাদী বিষয়। এটি সার্বিক ও স্থায়ী কোন মূলনীতি নয়। তাছাড়া অনেক সময় পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। যখন কিছু করার থাকে না। অতএব ছাহাবীগণের বিষয়ে চুপ থাকাটাই যথার্থ রীতি এবং এটাই হ'ল আহলে সুন্নাত আহলেহাদীছের গৃহীত নীতি।

ইসলামী সমাজে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল পরস্পরকে উপহাস করা ও মন্দ লকবে ডাকা। এ বিষয়ে নিষেধ করে আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন।-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ-

'হে বিশ্বাসীগণ! কোন সম্প্রদায় যেন কোন সম্প্রদায়কে উপহাস না করে। হ'তে পারে তারা তাদের চাইতে উত্তম। আর নারীরা যেন নারীদের উপহাস না করে। হ'তে পারে তারা তাদের চাইতে উত্তম। তোমরা পরস্পরের দোষ বর্ণনা করো না এবং একে অপরকে মন্দ লকবে ডেকো না। বস্তুতঃ ঈমান আনার পর তাকে মন্দ নামে ডাকা হ'ল ফাসেকী কাজ। আর যারা এ থেকে তওবা করে না, তারা সীমালংঘনকারী' *(হুজুরাত ৪৯/১১)*।

অত্র আয়াতে মানব সমাজের মৌলিক কয়েকটি ত্রুটি উল্লেখ করে তা থেকে সাবধান করা হয়েছে। যেমন অন্য সম্প্রদায়কে উপহাস করা। এখানে ব্যক্তি না বলে সম্প্রদায় বলার কারণ ব্যক্তির দোষে সম্প্রদায়ের বদনাম হয় এবং ব্যক্তির পক্ষে সম্প্রদায় এগিয়ে আসে। ফলে ব্যক্তি ও সম্প্রদায় পরস্পরে অবিচ্ছিন্ন। قَوْمٌ শব্দটির উৎপত্তিই হয়েছে قِيَامٌ (দাঁড়ানো) থেকে। لِأَنَّهُمْ يَقُومُونَ مَعَ دَاعِيهِمْ فِي الشَّدَائِدِ 'কারণ তাদের কারু বিপদে সবাই তাদের আহ্বানকারীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে যায়'। সেখান থেকে প্রত্যেক সম্প্রদায় ও সংগঠনের জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। যদিও সকলে একত্রে না দাঁড়ায়' *(কুরতুবী)*। 'সম্প্রদায়' বলার পর 'নারীরা' বলা হয়েছে এ বিষয়ে ইঙ্গিত করার জন্য এবং সাবধান করার জন্য যে, তাদের মধ্যে পরস্পরে উপহাস করার প্রবণতাটা বেশী *(কুরতুবী)*।

কোন সম্প্রদায়ের নাম ধরে কাউকে উপহাস করা খুবই অন্যায় কাজ। এটি কোন মুমিনের বৈশিষ্ট্য হ'তে পারে না। কেননা আল্লাহ কোন একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর হেদায়াত ও রহমত সীমায়িত করেননি। সেজন্যেই তো দেখা গেছে কুরায়েশ বংশের অন্যতম নেতা হওয়া সত্ত্বেও উমাইয়া বিন খালাফ ইসলামের হেদায়াত ও আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত ছিলেন। অথচ তারই ক্রীতদাস বেলাল বিন রাবাহ কৃষ্ণকায় হাবশী হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের হেদায়াত ও আল্লাহ্র রহমত লাভে দুনিয়া ও আখেরাতে মহা সম্মানিত ছিলেন। যদিও বংশ মর্যাদা সর্বদা প্রশংসিত। কিন্তু সেজন্য অহংকার করা ও অন্য বংশকে উপহাস করা নিষিদ্ধ। এটি পাপীদের স্বভাব হিসাবে বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা পাপী, তারা (দুনিয়ায়) বিশ্বাসীদের উপহাস করত'। 'যখন তারা তাদের অতিক্রম করত, তখন তাদের প্রতি চোখ টিপে হাসতো'। 'আর যখন তারা তাদের পরিবারের কাছে ফিরত, তখন উৎফুল্ল হয়ে ফিরত'। 'যখন তারা বিশ্বাসীদের দেখত, তখন বলত নিশ্চয়ই ওরা পথভ্রষ্ট'। 'অথচ তারা বিশ্বাসীদের উপর তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে প্রেরিত হয়নি'। 'পক্ষান্তরে আজকের দিনে বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদের দেখে হাসবে'। 'উচ্চাসনে বসে তারা অবলোকন করবে'। 'অবিশ্বাসীরা যা করত, তার প্রতিফল তারা পেয়েছে তো?' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/২৯-৩৬)*। অন্যত্র এটিকে মুনাফিকদের স্বভাব হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'মুনাফিকরা ভয় করে যে, মুসলমানদের উপর না জানি এমন কোন সূরা নাযিল হয়ে যায় যা তাদের অন্তরের কথাগুলো ওদের কাছে ফাঁস করে দেয়। বলে দাও, তোমরা বিদ্রূপ করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই সব বিষয় প্রকাশ করে দিবেন, যেসব বিষয়ে তোমরা ভয় করছ' *(তওবা ৯/৬৪)*। অন্যত্র সরাসরি ঈমান ও মুমিনদের প্রতি মুনাফিকদের উপহাস আল্লাহ বর্ণনা করেন, 'তারা যখন ঈমানদারগণের সাথে মিশে, তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তারা তাদের শয়তানদের সাথে নিরিবিলি মিশে, তখন বলে আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি। আমরা তো ওদের সাথে উপহাস করি মাত্র'। 'বরং আল্লাহ তাদের উপহাসের বদলা নেন এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যে ছেড়ে দেন বিভ্রান্ত অবস্থায়' *(বাক্বারাহ ২/১৪-১৫)*। আর উক্ত উপহাস আরও মারাত্মক গোনাহের কাজ হয়, যখন এর মাধ্যমে আল্লাহ্র ক্রোধের বিনিময়ে মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করা হয়। যেমন নিম্নের হাদীছে এসেছে, 'হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) একবার আয়েশা (রাঃ)-কে পত্র লেখেন এই মর্মে যে, আমাকে উপদেশ দিয়ে কিছু লিখুন এবং বেশী লিখবেন না। তখন আয়েশা (রাঃ) লিখলেন, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হৌক! অতঃপর আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মানুষের ক্রোধের বিনিময়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ তাকে মানুষ থেকে নিরাপদ করার জন্য

১৬. বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৬৮৭২-এর আলোচনা দ্রঃ। ৭ম হিজরীর রামাযান মাসে সারিইয়া গালেব বিন আব্দুল্লাহ লায়ছী, সারিইয়া ক্রমিক ৬১ 'সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)' ৩য় মুদ্রণ ৫০৫ পৃ.।

যথেষ্ট হয়ে যান'। আল্লাহ আপনার উপর শান্তি বর্ষণ করুন![১৭]

عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ 'হ'তে পারে তারা তাদের চাইতে উত্তম' বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হ'তে পারে উপহাসকৃত ব্যক্তি বা সম্প্রদায় উপহাসকারীর চাইতে আল্লাহ্র নিকট অধিক উত্তম। যে বিষয়ে অন্যের জানা নেই। অথবা তাদের ইখলাছ উপহাসকারীর চাইতে বেশী। যেটা কারু জানা নেই। অথবা তাদের ভবিষ্যৎ অধিক উত্তম। যা কেউ জানে না। এজন্যেই বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ করে বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর হারাম করেছেন তোমাদের রক্ত, সম্পদ ও ইযযত। যেমন এই দিন, এই মাস ও এই শহর তোমাদের জন্য হারাম' *(বুখারী হা/১৭৪২ 'মিনার ভাষণ' অনুচ্ছেদ)*। তিনি আরও বলেন, 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না, তাকে লজ্জিত করবে না ও তাকে হীন মনে করবে না। 'আল্লাহভীতি এখানে'- একথা বলে রাসূল (ছাঃ) তিনবার নিজের বুকের দিকে ইশারা করেন। অতঃপর তিনি বলেন, কোন ব্যক্তির মন্দ কাজের জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার কোন মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। আর এক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের উপর হারাম হ'ল তার রক্ত, সম্পদ ও সম্মান'।[১৮]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও মাল-সম্পদ দেখেন না। বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও তোমাদের কর্মসমূহ'।[১৯]

لاَ يَطْعَنْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ অর্থ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ 'তোমরা একে অপরের দোষ বর্ণনা করো না'। اللَّمْزُ أى الْعَيْبُ লাম্য অর্থ দোষ। ত্বাবারী বলেন, লাম্য হয়ে থাকে হাত, চোখ, যবান ও ইঙ্গিতের মাধ্যমে এবং হাম্য হয়ে থাকে কেবল যবানের মাধ্যমে *(কুরতুবী)*। আল্লাহ বলেন, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ 'দুর্ভোগ প্রত্যেক সম্মুখে ও পিছনে নিন্দাকারীর জন্য' *(সূরা হুমাযাহ ১০৪/১)*।

وَلاَ تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ 'তোমরা একে অপরকে মন্দ লকবে ডেকো না'। نَبَزَ يَنْبِزُ نَبْزًا، أَيْ لَقَّبَهُ অর্থ لَقَبُ السُّوءِ 'মন্দ লকব' *(কুরতুবী)*। আবু জুবাইরা অথবা আবু জাবীরাহ বিন যাহহাক (রাঃ) বলেন, আয়াতটি আমাদের বনু সালামা গোত্র সম্পর্কে নাযিল হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন আমাদের প্রত্যেকের দু'তিনটা করে নাম ছিল। তাদের কারু একটি নামে ডাকা হ'লে তারা বলত হে আল্লাহ্র রাসূল! এর ফলে ঐ ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়'।[২০]

একবার আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সম্মুখে সপত্নী হযরত ছাফিইয়াহ (রাঃ) সম্পর্কে 'বেঁটে' (قَصِيرَةٌ) হওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, 'ছাফিইয়াহ সম্পর্কে আপনাকে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, সে এইরূপ এইরূপ। তখন রাসূল (ছাঃ) তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, যদি তোমার এই কথাকে সমুদ্রের পানির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা সমুদ্রের রং পরিবর্তন করে দিবে'।[২১] একবার তিনি স্ত্রী যয়নবকে তার অতিরিক্ত সওয়ারীটি ছাফিইয়াহকে দিতে বলেন। তাতে যয়নব ক্ষেপে গিয়ে বলেন, আমি কি ঐ ইহূদীনীকে ওটা প্রদান করব? এতে ক্রুদ্ধ হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যিলহজ্জ, মুহাররম ও ছফর মাসের কিছুদিন পর্যন্ত তার থেকে দূরে থাকেন'।[২২] কারণ এটিও ছিল গীবত। এতে বুঝা যায়, তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখা নাজায়েয হ'লেও সংশোধনের জন্য সেটি জায়েয *(মিরক্বাত)*। তবে ভালো লকবে ডাকা যাবে। যেমন রাসূল (ছাঃ) কখনো কখনো হযরত আবুবকর-কে ছিদ্দীক্ব, আয়েশা-কে হোমায়রা, আলী-কে আবু তুরাব, আব্দুর রহমান-কে আবু হুরায়রা, হুযায়ফা-কে নওমান, আব্দুল্লাহ-কে যুল-বিজাদায়েন, খিরবাক্ব-কে যুল-ইয়াদায়েন ইত্যাদি লকবে ডেকেছেন।[২৩]

بِئْسَ أَنْ يُسَمَّى الرَّجُلُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ অর্থ بِئْسَ الِاسْمُ كَافِرًا أَوْ زَانِيًا بَعْدَ إسلامه وتوبته 'ইসলাম কবুলের পর বা তওবা করার পর কাউকে কাফের বা ব্যভিচারী নামে অভিহিত করা' *(কুরতুবী)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'মন্দ লকবে ডাকা' অর্থ কোন মানুষ অন্যায় থেকে তওবা করলে তাকে পুনরায় ঐ নামে ডাকা *(কুরতুবী)*। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি তার কোন ভাইকে বলে হে কাফের, তখন সে ব্যক্তি দু'টির একটির অধিকারী হবে। যদি সে ব্যক্তি যথার্থ কাফের হয়, তবে ঠিক আছে। নইলে সেটি তার উপর ফিরে আসবে'।[২৪] আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক মদখোরকে মারতে বললেন। তখন আমাদের মধ্যে কেউ তাকে হাত দিয়ে, কেউ কাপড় দিয়ে, কেউ জুতা দিয়ে পিটাতে লাগল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা ওকে ধমকাও। তখন কেউ এসে বলল, তুমি কি আল্লাহকে ভয় করো না? তুমি কি আল্লাহ্র রাসূল

১৭. তিরমিযী হা/২৪১৪; ছহীহাহ হা/ ২৩১১; মিশকাত হা/৫১৩০।
১৮. মুসলিম হা/২৫৬৪; মিশকাত হা/৪৯৫৯ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায়।
১৯. মুসলিম হা/২৫৬৪; মিশকাত হা/৫৩১৪।
২০. আবুদাঊদ হা/৪৯৬২; তিরমিযী হা/৩২৬৮ প্রভৃতি।
২১. আবুদাঊদ হা/৪৮৭৫; তিরমিযী হা/২৫০২; মিশকাত হা/৪৮৫৩।
২২. আবুদাঊদ হা/৪৬০২; মিশকাত হা/৫০৪৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৮৩৫।
২৩. তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ৩৯২; ছহীহাহ হা/৩২৭৭; বুখারী ৪৪১; ইছাবাহ ১০৬৭৪; মুসলিম হা/১৭৮৮; ইছাবাহ ৪৮০৭; মিরক্বাত হা/১০১৭-এর আলোচনা।
২৪. মুসলিম হা/৬০; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৫০; বুখারী হা/৬১০৪।

থেকে লজ্জা পাও না? এ সময় একজন বলল, أَخْزَاكَ اللهُ 'আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুন! এটা শুনে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা এরূপ বলো না। তোমরা তার বিরুদ্ধে শয়তানকে সাহায্য করো না। বরং তোমরা বল, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করো (দুনিয়াতে) এবং রহম করো (আখেরাতে)'।[২৫]

উপরোক্ত হাদীছে স্পষ্ট যে, কাউকে তার তওবাকৃত মন্দকর্মের জন্য মন্দ লকবে ডাকা যাবে না এবং কেবল মারপিট ও গালি-গালাজের মাধ্যমে কষ্ট দিয়ে কাউকে সুপথে আনা যায় না। বরং দণ্ডবিধি প্রয়োগের সাথে উত্তম ব্যবহার আবশ্যক। যাতে সে আল্লাহ্র পথে ফিরে আসে। এমনকি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হ'লেও সে যেন আল্লাহ্র ক্ষমা ও অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হয়।

وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি এইসব মন্দ লকবে ডাকা থেকে তওবা করে না, যার ফলে শ্রবণকারী কষ্ট পায়, তারা যালেম'। কারণ ঐ নিষিদ্ধ কর্মটি সে ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে। দেশে দেশে তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে যারা ডুবে আছেন এবং যারা সর্বদা অন্যের চরিত্র হননে ব্যস্ত থাকেন ও পরস্পরকে মন্দ লকবে ডাকেন, তারা বিষয়টি লক্ষ্য করুন।

উল্লেখ্য যে, পরিস্থিতির কারণে অতীতে কেউ কোন কাজ করলে এমনকি নিরপরাধ ব্যক্তিকে মিথ্যা মামলা দিয়ে কারাভোগ করানো হ'লেও পরবর্তীতে সেটাই তার জন্য স্থায়ী বদনাম হিসাবে গণ্য করা বর্তমান যুগে রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা কবীরা গোনাহ। যেকারণে দেশে অপরাধীরা সংশোধিত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ও অপরাধীর সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আয়াতটি শুরু হয়েছিল لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ 'কোন সম্প্রদায় যেন কোন সম্প্রদায়কে উপহাস না করে' বক্তব্য দিয়ে। অতঃপর বলা হয়েছে وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ 'তোমরা পরস্পরে দোষ বর্ণনা করো না'। তারপর বলা হয়েছে وَلاَ تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ 'তোমরা একে অপরকে মন্দ লকবে ডেকোনা'। অতঃপর বলা হয়েছে 'ঈমানের পরে এটিই সবচেয়ে বড় গর্হিত কাজ'। এতে বুঝা যায় যে, السُّخْرِيَةُ অর্থাৎ কাউকে সামনাসামনি উপহাস ও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করাটা হ'ল সবচেয়ে বড় ও সামগ্রিক অপরাধ। আর اللَّمْزُ 'হ'ল সামনে বা পিছনে নিন্দা করা'। অতএব কুরআনী বর্ণনা ধারার সূক্ষ্মতত্ত্ব অনুযায়ী সামনে 'উপহাস' টাই সবচেয়ে বড় পাপ। যা 'লাম্য' অর্থাৎ 'সামনে বা পিছনে নিন্দা করা' এবং 'নাবয' অর্থাৎ 'মন্দ লকবে ডাকা' বা অনুরূপ সকল বদস্বভাবকে শামিল করে। বরং এগুলি হ'ল উপহাসেরই শাখা-প্রশাখা। যা মুনাফিকদের বড় লক্ষণ। যারা সরাসরি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কেও বিদ্রুপ করেছে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আর তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা ছাদাক্বা বণ্টনের ব্যাপারে তোমার প্রতি দোষারোপ করে। যদি তাদেরকে ছাদাক্বা থেকে কিছু দেওয়া হয়, তাহ'লে তারা খুশী হয়। আর যদি কিছু না দেওয়া হয়, তাহ'লে তারা ক্রুদ্ধ হয়' *(তওবা ৯/৫৮)*। তিনি আরও বলেন, 'যারা স্বেচ্ছায় ছাদাক্বা দানকারী মুমিনদের প্রতি বিদ্রূপ করে এবং যাদের স্বীয় পরিশ্রমলব্ধ বস্তু ছাড়া কিছুই নেই তাদেরকে উপহাস করে, আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি' *(তওবা ৯/৭৯)*। এমনকি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হোনায়েন যুদ্ধের গণীমত বণ্টনের সময় জনৈক মুনাফিকনেতা বলেছিল, اتَّقِ اللهَ يَا مُحَمَّدُ 'হে মুহাম্মাদ! আল্লাহকে ভয় করুন' *(মুসলিম হা/১০৬৪)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, يَا مُحَمَّدُ اعْدِلْ 'হে মুহাম্মাদ! ন্যায়বিচার করুন' *(মুসলিম ১০৬৩ (১৪২)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ 'এই বণ্টনে মুহাম্মাদ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করেননি'। এতে ক্রোধে রাসূল (ছাঃ)-এর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। অতঃপর তিনি বলেন, رَحِمَ اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ– 'আল্লাহ মূসার উপর রহম করুন! এর চাইতে তাকে বেশী কষ্ট দেওয়া হয়েছিল। এরপরেও তিনি ছবর করেছিলেন'।[২৬] যেজন্য মূসা (আঃ) স্বীয় কওমকে লক্ষ্য করে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'স্মরণ কর, যখন মূসা তার কওমকে বলেছিল, হে আমার কওম! তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ? অথচ তোমরা জানো যে, আমি তোমাদের নিকটে আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল। অতঃপর যখন তারা বক্রতা অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের অন্ত রসমূহকে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না' *(ছফ ৬১/৫)*। সবশেষে সঙ্গতভাবেই বলা হয়েছে, যারা এসব বদ স্বভাব থেকে তওবা না করবে, তারা হবে যালেম। আর যালেমদের পরিণতি হ'ল জাহান্নাম। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা যুলুম থেকে বেঁচে থাকো। কেননা 'যুলুম ক্বিয়ামতের দিন ঘন অন্ধকার হয়ে দেখা দিবে'।[২৭]

উপসংহার :

উপরোক্ত আলোচনায় এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, সন্ধি ব্যতীত সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর সন্ধির জন্য উভয়পক্ষের আন্তরিকতা থাকা আবশ্যক। একপক্ষ হঠকারী হ'লে তাকে দমনের জন্য শক্তিশালী তৃতীয় পক্ষ থাকতে হবে এবং তাদেরকে অবশ্যই নিরপেক্ষ ও সুবিচারক হ'তে হবে।

২৫. আবুদাঊদ হা/৪৪৭৭, ৪৪৭৮; মিশকাত হা/৩৬২১ 'দণ্ডবিধি সমূহ' অধ্যায়।

২৬. বুখারী হা/৪৩৩৫; মুসলিম হা/১০৬২ (১৬৪)।
২৭. মুসলিম হা/২৫৭৮; মিশকাত হা/১৮৬৫।

আদর্শ পরিবার গঠনে করণীয়

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

(৪র্থ কিস্তি)

২. অভিভাবকের অনুমতি :

বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকের অনুমতি অতীব যরূরী। বিশেষ করে মেয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবকের অনুমতি একান্তভাবে আবশ্যক। কারণ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ হয় না। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ 'অভিভাবক ছাড়া কোন বিবাহ নেই'।[১] তিনি আরো বলেন, أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لاَ وَلِىَّ لَهُ– 'যদি কোন নারী তার ওলীর অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে, তবে তার বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল। এইরূপ অবৈধ পন্থায় বিবাহিত নারীর সাথে সহবাস করলে তাকে মোহর দিতে হবে। কারণ পুরুষ মোহরের বিনিময়ে তার লজ্জাস্থানকে ব্যবহার করেছে। যদি ওলীগণ বিবাদ করেন, তবে যার ওলী নেই তার ওলী দেশের শাসক'।[২]

সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্ব পিতামাতা বা অভিভাবকের। সেই সাথে তাদেরকে সুশিক্ষা দান ও আদব-কায়েদা শিক্ষা দেওয়া পিতামাতা ও অভিভাবকের দায়িত্ব। সন্তান প্রাপ্ত বয়স্ক হ'লে যথাযোগ্য স্থানে তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করা পিতামাতা বা অভিভাবকের অন্যতম দায়িত্ব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শারঈ অভিভাবক হ'ল পিতা, দাদা, ভাই, চাচা ইত্যাদি। তবে পিতার উপস্থিতিতে অন্য কেউ ওলী বা অভিভাবক হ'তে পারবে না। আবার কোন মহিলাও কারো ওলী হ'তে পারে না।[৩] রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِىَ الَّتِى تُزَوِّجُ نَفْسَهَا– 'কোন নারী কোন নারীর বিবাহ দিতে পারে না এবং কোন নারী নিজে বিবাহ করতে পারে না। কোন নারী নিজেই বিবাহ করলে সে ব্যভিচারী বলে গণ্য হবে'।[৪]

৩. পাত্র-পাত্রীর সম্মতি :

বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী বা বর-কনে হ'ল মূল। যারা সারা জীবন একসাথে ঘর-সংসার করবে। সেকারণ বিবাহের পূর্বে তাদের সম্মতি থাকতে হবে। কোন অবস্থাতেই কোন ছেলে-মেয়ের অসম্মতিতে তাদেরকে বিবাহ করতে বাধ্য করা উচিত নয়। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرْهاً 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য বৈধ নয় যে, তোমরা বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হবে' *(নিসা ৪/১৯)*।

নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ. 'বিবাহিতা মেয়েকে তার পরামর্শ ছাড়া বিবাহ দেয়া যাবে না এবং কুমারী মেয়েকে তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দেয়া যাবে না। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, তার অনুমতি কিভাবে হবে? উত্তরে তিনি বললেন, 'চুপ থাকাই হচ্ছে তার অনুমতি'।[৫] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِىْ نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا 'যুবতী-কুমারী মেয়ের বিবাহের ব্যাপারে পিতাকে তার অনুমতি নিতে হবে। আর তার অনুমতি হচ্ছে চুপ থাকা'।[৬]

বিবাহের প্রস্তাব শুনার পর কুমারী মেয়ে চুপ থাকলে তার সম্মতি আছে বলে ধরে নিতে হবে। কিন্তু অকুমারী মহিলার ক্ষেত্রে সরাসরি সম্মতি নিতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'অকুমারী মেয়েরা নিজেদের ব্যাপারে ওলীর থেকে অধিক হকদার'।[৭] অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈকা মহিলার সম্মতিবিহীন বিবাহকে প্রত্যাখ্যান করেন।[৮]

এছাড়াও কোন মেয়েকে অভিভাবক তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দিলে সে ইচ্ছা করলে বিবাহ বহাল রাখতে পারে, ইচ্ছা করলে বিবাহ ভঙ্গ করতে পারে।[৯]

৪. পাত্র-পাত্রীর সমতার দিকে লক্ষ্য রাখা :

দ্বীনদারী, পরহেযগারিতা, বংশমর্যাদা ও আর্থিক দিক সহ বিভিন্ন দিকে সমতার বিষয়টি লক্ষ্য রাখা যরূরী। বিশেষত দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে সমতা না থাকলে পরিবারে অশান্তি বিরাজ করে। এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَخَيَّرُوْا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوْا إِلَيْهِمْ– 'তোমরা ভবিষ্যত বংশধরদের স্বার্থে উত্তম মহিলা গ্রহণ করো এবং সমতা (কুফূ) বিবেচনায় বিবাহ করো, আর বিবাহ দিতেও সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখো'।[১০] তবে বিবাহে সমতা হবে কেবল দ্বীনদারী ও চরিত্রের ক্ষেত্রে। যেমন আল্লামা নাছীরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, ولكن يجب أن نعلم أن الكفاءة إنما هي في الدين والخلق فقط 'তবে জানা আবশ্যক যে, সমতা হচ্ছে কেবল দ্বীনদারী ও চরিত্রের ক্ষেত্রে'।[১১]

---

১. *আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/৩১৩০, হাদীছ ছহীহ।*
২. *আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩১৩১।*
৩. *মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শরহুল মুমতে' আলা যাদিল মুসতাকনি ১২/৭৩ পৃঃ।*
৪. *ইবনু মাজাহ হা/১৮৮২, মিশকাত হা/৩১৩৭, বুলূগুল মারাম হা/৯৮৬; হাদীছ ছহীহ।*
৫. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১২৬ 'বিবাহতে অভিভাবক ও মেয়ের অনুমতি' অনুচ্ছেদ।*
৬. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩১২৭।*
৭. *মুসলিম হা/১৪২১, তিরমিযী, নাসাঈ, বুলূগুল মারাম হা/৯৮৫।*
৮. *বুখারী হা/৫১৩৮, মিশকাত হা/৩১২৮।*
৯. *বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসঈ, বুলূগুল মারাম হা/৯৮৮।*
১০. *ইবনু মাজাহ হা/১৯৬৮; ছহীহাহ হা/১০৬৭; ছহীহুল জামে' হা/২৯২৮।*
১১. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০৬৭-এর আলোচনা দ্র.।*

৫. বিবাহের প্রস্তাব :

বর অথবা কনে যে কোন এক পক্ষ থেকে বিবাহের প্রস্তাব আসতে পারে। ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, যখন ওমর (রাঃ)-এর কন্যা হাফছাহ (রাঃ) খুনায়স ইবনু হুযাইফা সাহমীর মৃত্যুতে বিধবা হ'লেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একজন ছাহাবী ছিলেন এবং মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। ওমর (রাঃ) বলেন, আমি ওছমান বিন আফফান (রাঃ)-এর কাছে গেলাম এবং হাফছাহকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব দিলাম। তখন তিনি বললেন, আমি এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে দেখি। তারপর আমি কয়েক রাত অপেক্ষা করলাম। তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, আমার কাছে এটা প্রকাশ পেয়েছে যে, এখন আমি যেন তাকে বিবাহ না করি। ওমর (রাঃ) বলেন, তারপর আমি আবুবকর (রাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললাম, যদি আপনি চান তাহ'লে আপনার সঙ্গে ওমরের কন্যা হাফছাহকে বিবাহ দেই। আবুবকর (রাঃ) নীরব থাকলেন, প্রতি-উত্তরে আমাকে কিছুই বললেন না। এতে আমি ওছমান (রাঃ)-এর চেয়ে অধিক অসন্তুষ্ট হ'লাম। এরপর আমি কয়েক রাত অপেক্ষা করলাম। তারপর রাসূল (ছাঃ) হাফছাহকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন এবং আমি তাঁর সঙ্গে হাফছাহকে বিবাহ দিলাম'।[১২] অন্য এক হাদীছে এসেছে, আনাস (রাঃ) বলেন, একজন মহিলা নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে এসে বলল, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে কি আপনার প্রয়োজন আছে'?[১৩]

বিবাহের প্রস্তাব দেয়ার পূর্বে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এই মহিলাকে অন্য কেউ বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে কি-না? কেউ প্রস্তাব দিয়ে থাকলে নতুন করে প্রস্তাব দেয়া যাবে না। নবী করীম (ছাঃ) (ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে) একজনে দর-দাম করলে অন্যকে দরদাম করতে নিষেধ করেছেন এবং এক মুসলিম ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর অন্য ভাইকে প্রস্তাব দিতে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ না প্রথম প্রস্তাবক তার প্রস্তাব ফিরিয়ে নেয় বা তাকে অনুমতি দেয়'।[১৪] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ، حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ. 'কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়, যতক্ষণ না সে বিবাহ করে অথবা ছেড়ে দেয়'।[১৫]

৬. পাত্র-পাত্রী দর্শন :

বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রী উভয়ে একে অপরকে দেখে নেওয়া উচিত। যাতে পরস্পরের মধ্যে মহব্বত তৈরী হয়। মুগীরা বিন শু'বা (রাঃ) বলেন, আমি জনৈক নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দিলাম। রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قُلْتُ لاَ، قَالَ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا. 'তুমি কি তাকে দেখেছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাকে দেখে নাও। কেননা এতে তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হবে'।[১৬]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একজন লোক নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল যে, সে আনছারী একটি মেয়েকে বিবাহ করার ইচ্ছা করেছে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِىْ عُيُوْنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا– 'তাকে কি দেখেছ? কেননা আনছারদের চোখে দোষ থাকে'।[১৭]

আমাদের সমাজে পাত্রী দর্শনের উদ্দেশ্যে পাত্রের বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজন মিলে ছোট-খাট একটি দল পাত্রীর বাড়ীতে যায়। তারা পাত্রীকে সবার সামনে বসিয়ে মাথার কাপড় সরিয়ে, দাঁত বের করে, হাঁটিয়ে দেখে। এরপর সকলে মিলে বিভিন্ন প্রশ্ন করে ছোট-বড় একটি ইন্টারভিউ নিয়ে ফেলে। কোন কোন ক্ষেত্রে হাসি-ঠাট্টা করতেও ছাড়ে না। সমাজে পাত্রী দেখার এই প্রচলিত পদ্ধতি শরী'আত সম্মত নয়। বিবাহের পূর্বে পাত্র ব্যতীত অন্যদের এভাবে পাত্রী দেখা চোখের যেনার শামিল। অনেক সময় পাত্র-পাত্রীর ধর্মীয় বিষয়কে না দেখে তার রূপ-লাবণ্য, বংশ ও সম্পদ দেখেই বিবাহের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রত্যেক মুসলিম পাত্রের উচিত রূপ, বংশ ও সম্পদের চেয়ে পাত্রীর দ্বীনদারীকে বেশী গুরুত্ব দেয়া। পরিপূর্ণ দ্বীনদারী পাওয়া গেলে অন্য গুণ কম হ'লেও দ্বীনদার মহিলাকেই বিবাহ করা উচিত, তাহ'লে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ হবে।

অনেক সময় পাত্রী দেখার নাম করে ছেলে-মেয়ের নির্জনে সময় কাটানো, পার্কে বসে আলাপ করা, হবু বধূকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়া ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ 'কোন পুরুষ যেন অপর মহিলার সঙ্গে নিভৃতে অবস্থান না করে, কোন স্ত্রীলোক যেন কোন মাহরাম সঙ্গী ছাড়া সফর না করে'।[১৮] অন্যত্র তিনি বলেন, لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ 'যখন কোন পুরুষ-মহিলা নির্জনে একত্রিত হয়, তখন তৃতীয়জন হিসাবে সেখানে শয়তান উপস্থিত হয়'।[১৯]

৭. সুন্নাতী পদ্ধতিতে বিবাহ সম্পন্ন করা :

পরিবার ও পারিবারিক জীবনের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে ইসলামে। বিবাহকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শরী'আতসিদ্ধ দাম্পত্য জীবনে জান্নাতের সুখ-শান্তির ছোয়া মেলে। তাই বিবাহ অনুষ্ঠান সুন্নাতী তরীকায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে অধিকাংশ বিবাহ অনুষ্ঠানে গান-বাজনা, বেপর্দা, অশ্লীলতা, অপচয়, যৌতুক ইত্যাদি শরী'আত গর্হিত কর্ম দেখা যায়। এতে বিবাহ নামক ইবাদতের ছওয়াব ও বরকত থেকে বঞ্চিত হয় বর-কনে ও সংশ্লিষ্ট সকলে। আর তাদের দাম্পত্য জীবনে

১২. *বুখারী হা/৫১২২।*
১৩. *বুখারী হা/৫১২০।*
১৪. *বুখারী হা/৫১৪২, মুসলিম হা/১৪১২,বুলূগুল মারাম হা/৯৭৮।*
১৫. *বুখারী হা/৫১৪৪, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৪৪।*
১৬. *তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩১০৭।*
১৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৯৮।*
১৮. *বুখারী হা/৩০০৬।*
১৯. *তিরমিযী হা/১১৭১, ২১৬৫; ছহীহাহ হা/৪৩০; মিশকাত হা/৩১১৮।*

শুরু হয় ঝগড়া-বিবাদ, দ্বন্দ্ব-কলহ ও অশান্তি। অথচ বিবাহের মাধ্যমে ঈমানের পূর্ণতা অর্জিত হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الإِيْمَانِ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي 'যে ব্যক্তি বিবাহ করল, সে অর্ধেক ঈমান পূর্ণ করল। অতএব বাকী অর্ধেকে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে'।[২০]

বিবাহ পড়ানোর শারঈ পদ্ধতি হ'ল প্রথমে একজন বিবাহের খুৎবা পাঠ করবেন।[২১] এরপর মেয়ের পিতা বা অভিভাবক বরের সামনে মেয়ের পরিচয় ও মোহরের পরিমাণ উল্লেখ করে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করবেন। এসময় দু'জন সাক্ষীও উপস্থিত থাকবেন। তখন বর সরবে 'কবুল' অথবা 'আমি গ্রহণ করলাম' বলবেন। এরূপ তিনবার বলা উত্তম।[২২] শুধু বরকেই কবুল বলাতে হবে। কনের নিকট থেকে কনের অভিভাবক শুধু অনুমতি নিবেন। বর বোবা হ'লে সাক্ষীদ্বয়ের উপস্থিতিতে ইশারা বা লেখার মাধ্যমেও বিবাহ সম্পন্ন হ'তে পারে।[২৩]

বিবাহের খুৎবা নিম্নরূপ-

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ- يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُم مُّسْلِمُوْنَ (آل عمران، يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَنِسَاء وَاتَّقُوْا اللهَ الَّذِيْ تَسَاءلُوْنَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْباً (النساء، يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْداً، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيْماً (الأحزاب-[২৪]

অতঃপর বিবাহ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কথা বলবেন।

আমাদের সমাজে কবুল বলানোর জন্য কাযী বা যিনি বিবাহ পড়াবেন তিনি বরের অনুমতি নিয়ে দু'জন সাক্ষীসহ কনের নিকট চলে যান। কাযী গিয়ে বরের ঠিকানা ও মোহরের পরিমাণ উল্লেখ করে কনেকে কবুল বলতে বলেন। কবুল বলার পর কাযী ছাহেব বরের নিকট ফিরে আসেন এবং মেয়ের ঠিকানা ও মোহরের পরিমাণ উল্লেখ করে মেয়েকে গ্রহণ করার জন্য কবুল বলতে বলেন। তিন বার কবুল বলার পর বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ানোর এই পদ্ধতি সঠিক নয়।

৮. মোহর প্রদান করা :

সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীকে মোহর প্রদান করা প্রত্যেক স্বামীর উপরে ফরয। আল্লাহ বলেন, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً 'তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা ফরয হিসাবে প্রদান কর' *(নিসা ৪/৪)*। তিনি আরো বলেন, فَآتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً 'তোমরা স্ত্রীদের মোহরানা ফরয হিসাবে প্রদান কর' *(নিসা ৪/২৪)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَحَقُّ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوْفُوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ- '(বিবাহে) সবচেয়ে বড় শর্ত যেটা তোমরা পূর্ণ করবে, সেটা হ'ল যা দ্বারা তোমরা লজ্জাস্থানকে হালাল কর'।[২৫] অর্থাৎ মোহর।

মোহরানা কম হওয়ার প্রতি ইসলামে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ উত্তম মোহর হচ্ছে যা (পরিশোধ করা) সহজ'।[২৬] তিনি আরো বলেন, إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيْرَ خِطْبَتِهَا وَتَيْسِيْرَ صَدَاقِهَا, وَتَيْسِيْرَ رَحِمِهَا- 'নিশ্চয়ই উত্তম মহিলা হ'ল যাকে প্রস্তাব দেওয়া সহজ, যার মোহর আদায় করা সহজ ও যার গর্ভাশয় (সন্তান ধারণে) সহজ হয়'।[২৭]

মূলত মোহর অধিক নির্ধারণের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। ওমর (রাঃ) বলেন,

لاَ تُغَالُوْا صَدَاقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِى الدُّنْيَا أَوْ تَقْوًى عِنْدَ اللهِ كَانَ أَوْلاَكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلاَ أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُثَقِّلُ صَدَقَةَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةً فِى نَفْسِهِ وَيَقُولُ قَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ أَوْ عَرَقَ الْقِرْبَةِ.

'মহিলাদের মোহরের ব্যাপারে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না। কেননা তা যদি পার্থিব জীবনে সম্মান অথবা আল্লাহ্র কাছে তাক্বওয়ার প্রতীক হ'ত, তাহ'লে তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ ব্যাপারে অধিক যোগ্য ও অগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী ও কন্যাদের মোহর বারো উকিয়ার বেশি ধার্য করেননি। কখনও অধিক মোহর স্বামীর উপর বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর মনে শত্রুতা সৃষ্টি হয়। এমনকি সে বলতে থাকে, আমি তোমার জন্য পানির মশক বহনে বাধ্য হয়েছি অথবা তোমার জন্য ঘর্মাক্ত হয়ে পড়েছি'।[২৮]

যখন আলী (রাঃ) ফাতেমা (রাঃ)-কে বিবাহ করেন তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি ফাতেমাকে (মোহরানা

---

২০. মিশকাত হা/৩০৯৬; ছহীহুল জামে' হা/৬১৪৮; ছহীহাহ হা/৬২৫।
২১. সাইয়েদ সাবেক, ফিকহুস সুন্নাহ (বৈরূত : দারুল ফিকর, ২য় প্রকাশ ১৯৯৮খ্রিঃ), ২/১৫৩।
২২. বুখারী হা/৯৫, মিশকাত হা/২০৮।
২৩. শারহুল মুমতে' আলা যাদিল মুসতাকনি ১২/৪৪ পৃঃ।
২৪. আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৩১৪৯।
২৫. বুখারী হা/৫১৫১; মুসলিম হা/১৪১৮; মিশকাত হা/৩১৪৩।
২৬. বায়হাক্বী, ছহীহুল জামে' হা/৩২৭৯।
২৭. মুসনাদে আহমাদ, ছহীহুল জামে' হা/২২৩৫; ইরওয়া ৬/৩৫০ পৃঃ।
২৮. ইবনু মাজাহ হা/১৮৮৭; মিশকাত হা/৩২০৪; ছহীহাহ হা/১৮৩৪।

স্বরূপ) কিছু দাও। আলী (রাঃ) বললেন, আমার নিকট কিছু নেই। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমার হুতামী বর্মটি কোথায়'?[২৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে বললেন, تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيْدٍ 'তুমি বিবাহ কর, একটি লোহার আংটির বিনিময়ে হ'লেও'।[৩০]

কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষাদানকে মোহর নির্ধারণ করেও বিবাহ সম্পন্ন করা যায়। সাহল বিন সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি আমার নিজেকে আপনার হাতে সমর্পণ করতে এসেছি। নবী করীম (ছাঃ) তার দিকে তাকালেন এবং তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করলেন। তারপর তিনি মাথা নিচু করলেন। যখন মহিলাটি দেখল নবী করীম (ছাঃ) তার সম্পর্কে কোন ফায়ছালা দিচ্ছেন না, তখন সে বসে পড়ল। এরপর নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের মধ্যে একজন দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! যদি আপনার বিবাহের প্রয়োজন না থাকে, তবে আমার সঙ্গে এর বিবাহ দিয়ে দিন। রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কিছু আছে কী? সে উত্তর দিল, না, আল্লাহ্র কসম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার কাছে কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের কাছে গিয়ে দেখ, কিছু পাও কি-না। তারপর লোকটি চলে গেল। ফিরে এসে বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি কিছুই পাইনি। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আবার দেখ, লোহার একটি আংটিও যদি পাও। তারপর লোকটি আবার চলে গেল। ফিরে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! লোহার আংটিও পেলাম না। কিন্তু এই আমার লুঙ্গি (শুধু এটাই আছে)। সাহল (রাঃ) বলেন, তার কাছে কোন চাদর ছিল না। লোকটি লুঙ্গির অর্ধেক মহিলাকে দিতে চাইল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সে তোমার লুঙ্গি দিয়ে কি করবে? যদি তুমি পরিধান কর, তাহ'লে তার কোন কাজে আসবে না। আর সে যদি পরিধান করে, তবে তোমার কোন কাজে আসবে না। এরপর বেশ কিছুক্ষণ লোকটি নীরবে বসে থাকল। তারপর সে উঠে দাঁড়াল ও নবী করীম (ছাঃ) তাকে যেতে দেখে ডেকে আনলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি পরিমাণ কুরআন মাজীদ মুখস্থ আছে? সে বলল, আমার অমুক অমুক সূরা মুখস্থ আছে এবং সে গণনা করল। নবী করীম (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কী তোমার মুখস্থ আছে? সে বলল, হ্যাঁ। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, যে পরিমাণ কুরআন তোমার মুখস্থ আছে তার বিনিময়ে এ মহিলাকে তোমার অধীনস্থ করে দিলাম'।[৩১]

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হ'ল আজকাল অনেকে বিবাহে মোহরানার মত ফরয কাজকে মর্যাদার বিষয় বা তালাক থেকে রক্ষার জন্য নারীর হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেন। এজন্য ছেলের সামর্থ্যের দিকে খেয়াল না করে মেয়েপক্ষ তাদের বংশমর্যাদা অনুযায়ী লক্ষ লক্ষ টাকা মোহর নির্ধারণ করেন। আবার অনেকের ধারণা যে, বিবাহে মোহর বেশী ধার্য করা থাকলে ছেলেপক্ষ মেয়েকে তালাক দিতে পারবে না কিংবা তালাক দিতে চাইলে প্রচুর টাকা দিতে হবে। এই উভয় ধারণাই ইসলাম বিরোধী। রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে লোকেরা এক মুষ্টি খাদ্যের বিনিময়েও বিবাহ করতেন।[৩২] এছাড়া কিছু না থাকায় কেবল কুরআন শিক্ষাদানের বিনিময়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) জনৈক ছাহাবীকে বিবাহ দিয়েছে।[৩৩] যা উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

উল্লেখ্য যে, কারণবশতঃ মোহর বাকী রাখা যায়। তবে সেটা ঋণের অন্তর্ভুক্ত। তাই যত দ্রুত সম্ভব তা পরিশোধ করা কর্তব্য। মোহর বাকী থাকলে সন্তান অবৈধ হবে একথা ঠিক নয়। কেননা বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য মোহর পরিশোধ করা শর্ত নয়। রাসূল (ছাঃ) একজন ব্যক্তিকে বললেন, অমুক মহিলার সাথে তোমাকে বিবাহ দিব তুমি কি রাযী? সে বলল, হ্যাঁ। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, অমুক ব্যক্তির সাথে তোমাকে বিবাহ দিব তুমি কি রাযী? মহিলা বলল, হ্যাঁ। তিনি তাদের বিবাহ দিলেন। কিন্তু কোন মোহর নির্ধারণ করলেন না এবং মহিলাকে কিছু দিলেন না। ঐ ব্যক্তি হোদায়বিয়ার ছাহাবী ছিলেন। পরে তিনি খায়বরের গণীমতের অংশ পান। এ সময় তাঁর মৃত্যু উপস্থিত হ'লে তিনি বলেন, স্ত্রীর জন্য আমার কোন মোহর নির্ধারিত ছিল না। এক্ষণে আমি আমার খায়বরের প্রাপ্ত অংশ তাকে মোহর হিসাবে দান করলাম। যার মূল্য ছিল এক লক্ষ দিরহাম'।[৩৪] নবী করীম (ছাঃ) একদা মোহর বাকী রেখে এক ব্যক্তির বিবাহ দেন এবং কুরআন শিক্ষাদানের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তা আদায় করতে বলেন।[৩৫] তবে মোহরানা পরিশোধ না করে মৃত্যুর সময় স্ত্রীর নিকট থেকে তা মাফ করিয়ে নেওয়ার যে রীতি সমাজে চালু আছে, তা চরম অন্যায় ও প্রতারণাপূর্ণ। এ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে এবং হাতে অর্থ এলেই সর্বাগ্রে স্ত্রীর মোহর পরিশোধ করতে হবে।

৯. আড়ম্বর ও কুসংস্কার পরিত্যাগ করা :

(ক) বিবাহের তারিখ নির্ধারণ : বছরের নির্দিষ্ট কোন মাস বা দিনকে শুভ বা কল্যাণকর ধারণা করে সেই মাস বা দিনকে বিবাহের জন্য নির্ধারণ করা অথবা কোন মাস বা দিনকে অশুভ বা অকল্যাণকর ভেবে সেই মাস বা দিনে ঐ মাস ও দিনে বিবাহ-শাদী করা থেকে বিরত থাকা শরী'আত বিরোধী। নির্দিষ্ট কোন দিনে, কারো মৃত্যু বা জন্মদিনে বিবাহ করা যাবে না মনে করা গুনাহের কাজ। আল্লাহ্র কাছে বছরের প্রতিটি দিনই সমান। মানুষ তার সুবিধা অনুযায়ী যে কোন দিন নির্ধারণ করতে পারবে।

---

২৯. আবু দাউদ হা/২১২৫, নাসাঈ হা/৩৩৭৫, বুলূগুল মারাম হা/১০২৯।
৩০. বুখারী হা/৫১৫০ 'বিবাহ' অধ্যায়।
৩১. বুখারী হা/৫০৮৭, ৫১২১, ৫১২৬, মুসলিম হা/১৪২৫, বুলূগুল মারাম হা/৯৭৯।
৩২. ছহীহ আবূদাউদ হা/১৮৫৫।
৩৩. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২০২, 'মোহর' অনুচ্ছেদ।
৩৪. আবূদাঊদ হা/২১১৭।
৩৫. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২০২।

(খ) যৌতুক আদান-প্রদান : অসচ্ছলতার দোহাই দিয়ে কিংবা স্বাবলম্বী হওয়ার নাম করে মেয়ের পিতা বা অভিভাবকের নিকট থেকে যৌতুক গ্রহণ করা হারাম। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، 'আর তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ করো না' *(বাক্বারাহ ২/১৮৮; নিসা ৪/২৯)*।

কারো সক্ষমতা না থাকলে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা যরূরী। আল্লাহ বলেন, وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ 'যাদের বিয়ের সামর্থ্য নেই আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে' *(নূর ২৪/৩৩)*।

আর কেউ নিজের চারিত্রিক নিষ্কলুষতা বজায় রাখার জন্য বিবাহ করার নিয়ত করলে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُمُ الْمُكَاتَبُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِى يُرِيْدُ الْعَفَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ 'আল্লাহ তা'আলা তিন প্রকারের মানুষকে সাহায্য করা নিজের কর্তব্য হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। চুক্তিবদ্ধ গোলাম, যে চুক্তির অর্থ পরিশোধের ইচ্ছা করে; বিবাহে আগ্রহী লোক, যে বিয়ের মাধ্যমে পবিত্র জীবন যাপন করতে চায় এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী'।[৩৬]

অতএব যে কোন কারণেই হোক না কেন যৌতুক গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য। অনুরূপভাবে যৌতুক প্রদান করা থেকেও বিরত থাকতে হবে কেননা এতে পাপের কাজে সহযোগিতা করা হয়, যা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।[৩৭]

(গ) থুবড়া ও ক্ষীর খাওয়ানো : বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে বর ও কনেকে বিবাহের দু'তিন দিন পূর্বে নিজ নিজ বাড়ীতে নির্দিষ্ট আসনে বসিয়ে রাতের প্রথমাংশে মাহরাম, গায়রে মাহরাম পুরুষ-নারী, যুবক-যুবতী সকলে মিষ্টি, ফল-মূল ও পিঠা-পায়েস ইত্যাদি মুখে তুলে খাওয়ায়। সেই সাথে নব যুবতীরা গান গেয়ে টাকা-পয়সা আদায় করে। এসব প্রথা শরী'আত সম্মত নয়। বরং এর মাধ্যমে যুবক-যুবতীরা অবাধ মেলামেশার সুযোগ পায়। আর পর্দাহীনভাবে চলাফেরা ও হাসি-ঠাট্টা থেকে যুবক-যুবতীরা যেনার দিকে ধাবিত হয়।

(ঘ) এঙ্গেজমেন্ট বা আংটি পরানো : আজকাল মুসলমানদের অধিকাংশ বিবাহে আংটি পরানোর রীতি চালু আছে। আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) একে কাফেরদের অন্ধ অনুকরণ বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৮]

(ঙ) গায়ে হলুদ : গায়ে হলুদের নামে আমাদের সমাজে বিবাহের দু'একদিন পূর্বে বরকে কনের পক্ষের যুবতী নারীরা এবং বরের ভাবী, চাচাতো বোন, ফুফাতো বোন, মামাতো বোন, খালাতো বোনেরা মিলে হলুদ মাখায়। অনুরূপভাবে কনেকে বরের পক্ষের লোকেরা ও তার চাচাতো, মামাতো, ফুফাতো ভাইসহ অন্যান্য গায়ের মাহরাম পুরুষরা যেভাবে হলুদ মাখায় তা ইসলামী বিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এছাড়া এই হলুদ মাখানোর জন্য উভয় বাড়ীতে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান করা হয়। এসব শরী'আত সম্মত নয়। তবে বর নিজে বা কোন পুরুষ ও মাহরাম মহিলা যদি হলুদ মাখিয়ে দেয় তাতে কোন দোষ নেই। অনুরূপভাবে কনে নিজে বা মহিলারা কিংবা কোন মাহরাম ব্যক্তি কনেকে শালীনভাবে হলুদ মাখিয়ে দিতে পারে। আনাস (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ مَا هَذَا. قَالَ إِنِّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. 'নবী করীম (ছাঃ) আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রাঃ)-এর গায়ে হলুদ রঙের চিহ্ন দেখে বললেন, এটা কিসের রঙ? তিনি বললেন, আমি একটি মেয়েকে খেজুরের আঁটি পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে বিয়ে করেছি। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার এ বিয়েতে বরকত দান করুন। তুমি একটি ছাগলের দ্বারা হ'লেও ওয়ালীমার ব্যবস্থা কর'।[৩৯]

(চ) বিবাহ অনুষ্ঠানে গান-বাদ্য বাজানো : বর্তমানে আমাদের সমাজের বিবাহ অনুষ্ঠানে বাংলা, হিন্দী, ইংরেজী বিভিন্ন অশ্লীল গান-বাজনার আয়োজন করা হয়। আবার কোথাও কোথাও বাদ্যের তালে তালে নাচের আয়োজন থাকে। বিবাহের কয়েক দিন পূর্ব থেকেই এই নাচ-গানের আসর চলে, যা শেষ হয় বিবাহের কয়েকদিন পর। অথচ ইসলামে এই অশ্লীল গান ও বাদ্য-বাজনাকে হারাম করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِىْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ 'আমার উম্মতের মধ্যে অবশ্যই এমন কতগুলো দলের সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশমী কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল জ্ঞান করবে'।[৪০] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَىَّ أَوْ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ 'আল্লাহ আমার উপর হারাম করেছেন অথবা হারাম করা হয়েছে মদ, জুয়া ও তবলা'।[৪১] উল্লেখ্য, বিবাহের ঘোষণার জন্য দফ বা একমুখা ঢোল বাজানো বৈধ।[৪২]

(ছ) মহিলা বরযাত্রী : মহিলাদের জন্য সাজসজ্জা করে বেপর্দা অবস্থায় বের হওয়া সিদ্ধ নয়। কিন্তু বর্তমানে বিবাহের সময় মহিলারা সাজগোজ করে পাতলা কাপড় পরিধান করে পর্দাহীনভাবে বরের সাথে কনের বাড়ীতে যায়। অনুরূপভাবে কনের পক্ষের মহিলারাও বরের বাড়ীতে যায়। যাদের পরণে থাকে বিভিন্ন মিহি, পাতলা পোষাকের বাহার, অঙ্গে শোভা পায়

---

৩৬. নাসাঈ হা/৩১৬৬; তিরমিযী হা/১৬৫৫; মিশকাত হা/৩০৮৯, সনদ হাসান।
৩৭. মায়েদাহ ৫/২।
৩৮. আদাবুয যিফাফ, মাসআলা নং ৩৮।
৩৯. বুখারী ৫০৭২, মুসলিম হা/১৪২৭, মিশকাত হা/৩২১০।
৪০. বুখারী হা/৫৫৯০, মিশকাত হা/৫৩৪৩।
৪১. আবু দাউদ হা/৩৬৯৬, মিশকাত হা/৪৫০৩, হাদীছ ছহীহ।
৪২. আদাবুয যিফাফ, মাসআলাহ নং-৩৭।

বাহারী অলংকার আর গায়ে মাখা থাকে কড়া পারফিউম। কেউবা অর্ধনগ্ন পোষাক পরে বের হয়। যাত্রাপথে গায়ের মাহরাম পুরুষের সাথে গাড়িতে একসাথে বসে, ঢলাঢলি, হাসি-তামাশা করতে করতে যাতায়াত করে। এভাবে সৌন্দর্য প্রদর্শন করে, পর্দাহীনভাবে ও গায়ের মাহরাম পুরুষের সাথে নারীদের কোথাও যাওয়া বৈধ নয়। মহিলাদেরকে যদি একান্তই যেতে হয় তাহ'লে পর্দা মেনে শালীনভাবে যেতে হবে।

(জ) সাজসজ্জা করা : বর্তমানে বিবাহ অনুষ্ঠানে পাত্র-পাত্রীকে বিভিন্নভাবে সাজানোর প্রথা চালু আছে। বিউটি পারলারে নিয়ে গিয়ে কনেকে সাজানো হয়। বিভিন্ন স্টাইল করে চুল কেটে, মেকাপ দিয়ে মুখমণ্ডলসহ সর্বাঙ্গ সাজানো হয়। যাতে খরচ হয় হাযার হাযার টাকা। আর এই সাজ নষ্টের আশংকায় অনেকে ছালাত পরিত্যাগ করে। এসব সাজসজ্জা নিঃসন্দেহে বাড়াবাড়ি। তবে স্বাভাবিক সাজসজ্জা দূষণীয় নয়। আবার বিবাহে বরকে স্বর্ণের আংটি, চেইন উপহার দেওয়া হয়। অথচ পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম।[৪৩] এতদ্ব্যতীত নেইল পালিশ ব্যবহার, কপালে টিপ দেওয়া, নখ বড় রাখা ইত্যাদি সবই বিধর্মীদের আচরণ। এগুলি থেকে বিরত থাকতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি কোন জাতির অনুকরণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে'।[৪৪] এতদ্ব্যতীত আজকাল মহিলারা তাদের চোখের ভুরু উঠায়, মাথায় কৃত্রিম চুল লাগায় ও দাঁত সরু করে, যা শরী'আত সম্মত নয়।

(ঝ) অপচয় ও অপব্যয় করা : অপচয়-অপব্যয় ইসলাম সমর্থন করে না। কিন্তু আজকাল অধিকাংশ বিবাহে অপচয় হ'তে দেখা যায়। যেমন বিবাহের দাওয়াতের জন্য দামী কার্ড ছাপানো, শুধু বিবাহে ব্যবহারের জন্য বাহারী মূল্যবান পোষাক ক্রয় করা, পটকা-আতশবাজি ফুটানো, বর-কনের বাড়ীতে বিবাহের আগে-পরে আলোকসজ্জা করা, রঙ ছিটাছিটি, অপরিমিত খাদ্য-খাবারের ব্যবস্থা করা, যার অধিকাংশই নষ্ট হয় ইত্যাদি। অনেকে ঋণ করেও এসব করে থাকে। ইসলামে এসব অপচয় হারাম। আল্লাহ বলেন, وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَ تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ– 'আর তোমরা খাও ও পান কর, অপচয় কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীকে পসন্দ করেন না' *(আ'রাফ ৭/৩১)*। পবিত্র কুরআনে অপচয়কারী শয়তানের ভাই বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا– 'নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ' *(বনী ইসরাঈল ১৭/২৭)*।

(ঞ) আড়ম্বর পরিহার করা : বর্তমানে বিবাহ উপলক্ষে বর-কনে উভয় পক্ষ প্রতিযোগিতামূলকভাবে বিভিন্ন খরচ করে থাকে। স্ব স্ব মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে তারা এসব অনর্থক খরচ করে। উভয়পক্ষ নিজেদের বংশ গৌরব ও আভিজাত্য রক্ষা করতে গিয়ে বিবাহ অনুষ্ঠানকে আড়ম্বরপূর্ণ করে তোলে। এটা এক দিকে লৌকিকতা ও অপরদিকে তাক্বওয়া পরিপন্থী। বিবাহ যে একটি ইবাদত, আড়ম্বর ও অন্যান্য অনর্থক কর্মকাণ্ডের কারণে এই মূল বিষয়টি গৌন হয়ে যায়। তাই এসব পরিহার করে মুসলমানদের বিবাহ অনুষ্ঠান শরী'আত সম্মত পন্থায় সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথা এসব বিবাহে আল্লাহর রহমত ও বরকত থাকে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ 'উত্তম বিবাহ হচ্ছে যা সহজে সম্পন্ন হয়'।[৪৫]

(ট) ফটো সেশন ও ভিডিও রেকর্ডিং : আজকাল আমাদের সমাজে বর্তমানে অধিকাংশ বিবাহ অনুষ্ঠানে স্থির ক্যামেরা ও ভিডিও ক্যামেরার মাধ্যমে বর-কনে ও অন্যান্য অতিথিদের ছবি ধারণ করা হয়, পরবর্তীতে এসব অন্যকে দেখানোর জন্য কিংবা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। তাদের কাছে এসব স্মৃতি ও ইতিহাসের সাক্ষী। ছবি উঠানোর জন্য ক্যামেরাম্যানের সর্বত্র অবাধ যাতায়াতের সুযোগ থাকে। তার জন্য সাত খুন মাফ। আবার ছবি তোলার জন্য নারী-পুরুষ একত্রে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছবির জন্য পোজ দেয়। নানা ভঙ্গিমায় নারীরা ছবি তোলে। অপরদিকে ভিডিও করা হয় গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে সবকিছু। এসব অনর্থক ও বিধর্মীদের অনুকরণ বৈ কিছুই নয়।

(ঠ) অমুসলিমদের প্রথার অনুসরণ : বিবাহের অনুষ্ঠানে বাঁশের কুলায় চন্দন, মেহেদি, হলুদ, কিছু ধান-দূর্বা ঘাস, কিছু কলা, সিঁদুর ও মাটির চাটি নিয়ে মাটির চাটিতে তৈল দিয়ে আগুন জ্বালানো হয়। তারপর বর-কনের কপালে তিনবার হলুদ মাখায়। এমনকি মূর্তিপূজার ন্যায় কুলাতে রাখা আগুন জ্বালানো, বর-কনের মুখে আগুনের ধোঁয়া ও কুলা হেলিয়ে-দুলিয়ে বাতাস দেওয়া হয়। কোন কোন এলাকায় বর-কনেকে গোসল করাতে নিয়ে যাওয়ার সময় মাথার উপরে বড় চাদরের চারকোণা চারজন ধরে নিয়ে যায়। বিবাহ করতে যাওয়ার সময় বরকে পিঁড়িতে বসিয়ে বা সিল-পাটায় দাঁড় করিয়ে দুধ-ভাত খাওয়ানো হয়। সম্মানের নামে বর-কনে মুরব্বীদের কদমবুসি করে। এছাড়া বিবাহের পর বর দাঁড়িয়ে সবাইকে সালাম করে। এসব প্রথা ইসলামে নেই।

(ঠ) বিবাহের বয়স নির্ধারণ : আমাদের দেশে পুরুষ-নারীর বিবাহের জন্য বয়স নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। এ বয়সের পূর্বে কেউ বিবাহ করতে পারবে না, করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এ আইন শরী'আত বিরোধী। ইসলাম প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, সক্ষম ও সামর্থ্যবান নারী-পুরুষকে তাদের চারিত্রিক নিষ্কলুষতা বজায় রাখার জন্য বিবাহের নির্দেশ দিয়েছে।[৪৬] এছাড়া নবী করীম (ছাঃ) যখন আয়েশা (রাঃ)-কে বিবাহ করেন তখন তার বয়স ছিল ৬ বছর এবং তার সাথে যখন বাসর যাপন করেন তখন তার বয়স হয়েছিল ৯ বছর। আর তিনি ৯ বছর নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে জীবন কাটান।[৪৭]

[চলবে]

---

৪৩. নাসাঈ হা/৪০৫৭; আবূ দাঊদ হা/৪০৪৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৫৯৫, সনদ ছহীহ।
৪৪. আহমাদ, আবুদাঊদ হা/৪০৩১, মিশকাত হা/৪৩৪৭।
৪৫. আবূ দাঊদ হা/২১১৭; ছহীহাহ হা/১৮৪২; ছহীহুল জামে' হা/৩৩০০।
৪৬. বুখারী/৫০৬৫, মুসলিম/১৪০০, মিশকাত/৩০৮০ 'নিকাহ' অধ্যায়, বুলূগুল মারাম হা/৯৬৮।
৪৭. বুখারী হা/৫১৫৮ 'বিবাহ' অধ্যায়।

Contents

ইখলাছ

*মূল (আরবী) : মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ**

*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক***

(শেষ কিস্তি)

ইখলাছের নিদর্শনাবলী

ইখলাছের কিছু আলামত রয়েছে। একজন মুখলিছ মানুষের মধ্যে তা ফুটে ওঠে। যেমন- খ্যাতি প্রত্যাশী না হওয়া, প্রশংসা-গুণ-কীর্তন লাভের আকাঙ্ক্ষী না হওয়া, দ্বীনের জন্য পাগলপারা হয়ে আমল করা, কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া, ছওয়াবের নিয়তে কাজ করা, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা, অভিযোগ না করা, আমল গোপন করতে আগ্রহী থাকা, গোপনে আমল করতে অভ্যস্ত হওয়া, প্রকাশ্যে কৃত আমলের তুলনায় গোপনে আমলের সংখ্যা বেশী হওয়া।

এসবই ইখলাছের আলামত। তবে হে মুসলিম ভাই আমার! তুমি সতর্ক থেকো। কেননা ইখলাছের মধ্যেও ইখলাছ আছে কি-না তা খুব খেয়াল রাখতে হবে। ইখলাছও ইখলাছের মুখাপেক্ষী। আমরা আল্লাহ্র নিকট দো'আ করি তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের সকলকে মুখলিছ মানুষ বানান এবং আমাদের মন ও আমলকে লৌকিকতা ও মুনাফিকী থেকে পবিত্র রাখেন- আমীন!

ইখলাছ সংক্রান্ত কিছু মাসআলা

কখন আমল প্রকাশ্যে করা শরী'আতসম্মত?

ইখলাছ সম্পর্কে আমাদের পূর্বসূরীদের অবস্থা কেমন ছিল আর কিভাবে তারা তাদের আমল গোপন করার চেষ্টা করতেন তা আমরা আলোচনা করেছি। আমরা এটাও আলোচনা করেছি যে, আমল গোপনে করা ইখলাছের অন্যতম নিদর্শন। তা সত্ত্বেও কখনো কখনো লোকচক্ষুর সামনে আমল করা শরী'আতসম্মত। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে তা গোপনে করা থেকে প্রকাশ্যে করা উত্তম।

ইবনু কুদামা (রহঃ) 'নেকীর কাজ প্রকাশ্যে করার নিয়তের অনুমতি' অনুচ্ছেদে বলেছেন, 'প্রকাশ্যে আমল করলে তা অনুসরণ করার সুযোগ মেলে। মানুষ সৎকাজে অনুপ্রাণিত হ'তে পারে। কিছু আমল তো এমন আছে যে, ইচ্ছা করলেও তা গোপনে করা যায় না। যেমন হজ্জ ও জিহাদ। সেগুলো তো প্রকাশ্যেই করতে হয়। তবে প্রকাশ্যে আমলকারীর নিজের মন নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট থাকতে হবে। যাতে লোকরঞ্জন লাভের সুপ্ত বাসনা মনে আদৌ জাগ্রত হ'তে না পারে। বরং উক্ত প্রকাশ্য আমল দ্বারা সে রাসূলের অনুসরণের নিয়ত করবে'।

তিনি আরো বলেছেন, দুর্বলমনা লোকদের প্রকাশ্য আমল দ্বারা নিজেকে ধোঁকায় ফেলা মোটেও উচিত নয়। যারা দুর্বলমনা অথচ আমল যাহির করে তাদের উদাহরণ ঐ লোকের ন্যায়, যে দুর্বল সাঁতারু কোনরকম সাঁতরাতে পারে। একদল লোককে ডুবে মরতে দেখে তার মনে দয়ার উদ্রেক হ'ল। সে তাদের পানে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন ডুবন্ত লোকেরা তাকে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু সে ভালমত সাঁতরাতে না পারায় তারা সবাই ডুবে মারা গেল'।[১]

মাসআলাটি বিশদভাবে বুঝার জন্য আমরা আরো কিছু কথা বলছি। আমল প্রকাশ্যে ও গোপনে করার বেশ কিছু অবস্থা রয়েছে। অবস্থা বুঝে আমলকারীকে ব্যবস্থা নিতে হবে।

১ম অবস্থা : সুন্নাহ অনুসারে আমলটি গোপনে করার কথা। এক্ষেত্রে গোপনে আমল করতে হবে। যেমন তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় ও বিনয়-নম্রতা বজায় রাখা।

২য় অবস্থা : সুন্নাহ অনুসারে আমলটি প্রকাশ্যে করার কথা। এক্ষেত্রে প্রকাশ্যে আমল করতে হবে। যেমন জুম'আ, জামা'আতে নিয়মিত হাযির থাকা, সত্য কথা জোরে-শোরে বলা ইত্যাদি।

৩য় অবস্থা : আমলটা প্রকাশ্যেও করা যায় আবার গোপনেও করা যায়। সেক্ষেত্রে প্রকাশ্যে করলে যার মনে রিয়া বা লোক দেখানোর ভাব জাগরিত হবে তার জন্য আমলটি গোপনে করা সুন্নাত হবে। আর যে মনে করবে তার আমল প্রকাশ পেলে অন্য লোকেরা তার অনুসরণ-অনুকরণ করবে তার জন্য আমল প্রকাশ্যে করা সুন্নাত হবে। যেমন নফল দান।

এরূপ দানকালে কারো যদি মনে হয় লোকে দেখলে তার মনে প্রদর্শনেচ্ছা জাগবে তার জন্য গোপনে দান করা আবশ্যক। আর যদি তার মনে হয় দান করা দেখে অন্যেরা তার দানের অনুকরণ-অনুসরণ করবে এবং লোক দেখানো ভাবের ক্ষেত্রে সে তার মনের সাথে সংগ্রাম করতে পারবে, তাহ'লে তার জন্য প্রকাশ্যে দান করা সুন্নাত। অনুরূপভাবে কোন আলেম মসজিদে জনসমক্ষে নফল ছালাত আদায় করে যাতে নফল ছালাত কী এবং তার রাক'আত সংখ্যা কত লোকে তা জানতে পারে। এ জাতীয় আরো অনেক বিষয় আছে যা অবস্থা ও নিয়ত ভেদে প্রকাশ্যে করা যায়।

কিছু পূর্বসূরী সম্পর্কে জানা যায় যে, তারা তাদের কিছু মর্যাদাপূর্ণ আমল প্রকাশ্যে করতেন যাতে লোকেরা তাদের অনুকরণ-অনুসরণ করে। যেমন জনৈক পূর্বসূরী মৃত্যুকালে তার পরিবারের সদস্যদের বলেছিলেন, তোমরা আমার জন্য কেঁদো না। কেননা ইসলাম গ্রহণ করা অবধি আমি কোন পাপ কাজ করিনি। আবুবকর ইবনু 'আইয়াশ তার ছেলেকে বলেছিলেন, يا بني إياك أن تعصي الله تعالى في هذه الغرفة، فإني ختمت فيها اثني عشر ألف ختمة– 'হে আমার প্রিয় পুত্র! এই কামরায় তুমি আল্লাহ্র নাফরমানী থেকে বিরত থাকবে। কেননা আমি এখানে বার হাযার বার কুরআন খতম করেছি'।[২]

এখানে একটি বিষয়ে সতর্ক না করলেই নয়। বিষয়টি এই যে, যে ব্যক্তি সর্বপ্রকার আমল সকল মানুষের দৃষ্টির আড়ালে করার আহ্বান জানায় সে একজন কুৎসিত বদমাশ লোক।

** সঊদী আরবের প্রখ্যাত আলেম ও দাঈ। ** ঝিনাইদহ।*

১. *ইবনু কুদামা, মুখতাছার মিনহাজুল ক্বাছিদীন, পৃঃ ২২৩-২২৪।*
২. *ঐ, পৃঃ ২২৪।*

ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়াই তার অভিলাষ। মুনাফিকরা যখন কাউকে বড় অঙ্কের দান করতে দেখত তখন বলত এ রিয়াকার লোক দেখাতে দান করছে। আবার যখন দেখত কেউ অল্প কিছু দান করছে তখন বলত, আল্লাহ্র এই সামান্য দানের কোনই প্রয়োজন নেই। যাতে সমাজে কোন নেক আমল না থাকে এবং নেক্কারদের দেখাদেখি অন্যেরা তা না করে সেই লক্ষ্যে এসব কথা তারা বলাবলি করত।

এ কারণে যখন কোন ভাল মানুষ তার কোন নেক কাজ প্রকাশ্যে করে আর সেজন্য মুনাফিকরা তাকে মনোকষ্ট দেয়, তখন সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে। ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ সে মহাকল্যাণ লাভ করবে।

রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছার ভয়ে আমল পরিহার :

ফুযাইল বিন আইয়ায (রহঃ) বলেছেন, تَرْكُ الْعَمَلِ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ رِيَاءٌ، وَالْعَمَلُ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ شِرْكٌ وَالْإِخْلَاصُ أَنْ يُعَافِيَكَ اللهُ عَنْهُمَا 'মানুষের কথা ভেবে আমল ত্যাগ করা রিয়া বা লৌকিকতা এবং মানুষের কথা ভেবে আমল করা শিরক। আর ইখলাছ হ'ল এতদুভয় থেকে তোমার আল্লাহ্র ক্ষমা লাভ'।[৩] ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, যে কোন ইবাদত করতে সংকল্পবদ্ধ হওয়ার পর তা মানুষের নযরে পড়ার ভয়ে পরিত্যাগ করে সে একজন রিয়াকার বা লৌকিকতাকারী।

উল্লেখিত নির্দেশনা কেবল তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে গোপনে-প্রকাশ্যে সব রকম আমল ত্যাগ করে বসে থাকে। কিন্তু যে গোপনে আমল করার জন্য জনসমক্ষে আমল পরিহার করে তার কোন দোষ নেই। লৌকিকতার উক্ত বিধানের মাঝে কিছু জাহিল-মূর্খও পড়ে, যারা লৌকিকতা থেকে বাঁচার নাম করে দাড়ি ছাঁটে ও মুণ্ডন করে। তারা বলে, দাড়িওয়ালা তার দাড়ি দ্বারা নিজেকে ঈমানদার ও ভাল মানুষ হিসাবে যাহির করে। যা সুস্পষ্ট রিয়া বা লৌকিকতা। এ লৌকিকতা থেকে বাঁচার জন্যই আমরা দাড়ি ছাঁটি বা মুণ্ডন করি। কিন্তু এই লোকগুলো নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণিত দাড়ি ছেড়ে দেওয়া ও মুণ্ডন না করা সংক্রান্ত বহু সংখ্যক সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন হাদীছের কি জবাব দেবে? আমরা আল্লাহ্র নিকট দ্বীনের সঠিক বুঝ লাভের প্রার্থনা জানাই।

রিয়া ও আমলের মধ্যে একাধিক নিয়তের পার্থক্য :

রিয়া/লৌকিকতা : আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে খুশি করার নিয়তে কোন শারঈ আমল করা হ'লে তাকে রিয়া বা লৌকিকতা বলে।

আমলের মধ্যে একাধিক উদ্দেশ্য বা অংশীদার বানানো :

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়াও অন্য কিছু লাভের নিয়তে শারঈ কোন আমল করা হ'লে তাকে আমলের মধ্যে একাধিক উদ্দেশ্য বা অংশীদার বানানো বলে। উল্লেখিত দু'টি বিষয়ের আলোকে আমরা বলতে পারি যে, শারঈ আমলের বেশ কয়েকটি শ্রেণী রয়েছে। যথা:

প্রথম শ্রেণী : ব্যক্তি শুধুই আল্লাহ্র জন্য আমল করবে, অন্য কোন কিছুর প্রতি ভ্রুক্ষেপমাত্র করবে না। এ প্রকার আমল সবার উর্ধ্বে এবং সর্বোত্তম।

দ্বিতীয় শ্রেণী : ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য আমল করবে এবং সে সঙ্গে বৈধ আছে এমন কিছু অর্জনের নিয়ত করবে। যেমন ছিয়াম রাখবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য, আর সে সাথে নিয়ত করবে স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য। হজ্জের সফর করবে আল্লাহকে রাযী-খুশী করার জন্য। সে সঙ্গে নিয়ত করবে ব্যবসায়ের জন্য। জিহাদ করবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। সে সঙ্গে নিয়ত করবে পরিবার-পরিজনকে খাওয়াতে-পরাতে গণীমত লাভের জন্য।

পায়ে হেঁটে মসজিদে যাবে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য, সে সাথে নিয়ত করবে হাঁটার ব্যায়ামের জন্য। এতে আমল অবশ্য বাতিল হবে না, তবে ছওয়াব কমে যাবে। বান্দার উচিত, তার আমলে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের আকাঙ্ক্ষা ছাড়া অন্য কিছুর নিয়ত না করা।

তৃতীয় শ্রেণী : ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য আমল করবে, তবে সেই সঙ্গে এমন কিছু আশা করবে যা আশা করা বৈধ নয়। যেমন মানুষের প্রশংসা লাভের আশা করা, ছালাত আদায় করে তার বিপরীতে অর্থ লাভের আকাঙ্ক্ষা করা। এটির আবার বেশ কয়েকটি অবস্থা রয়েছে। যেমন-

এক. আমল শুরুর আগেই তার মধ্যে প্রশংসা কিংবা অর্থ লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগবে। আর সেটাই তার আমলের মূল কারণ হবে। এক্ষেত্রে পুরো আমল বরবাদ হয়ে যাবে। যেমন মানুষ দেখুক এমন নিয়তে নফল ছালাত শুরু করা।

দুই. আমল শুরুর পরে উক্ত কামনা মনে জেগে উঠছে। তারপর সে তা দূর করতে চেষ্টা করছে। যেমন সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে ছালাত শুরু করেছিল। পরে দেখল যে, একজন তার দিকে তাকাচ্ছে। তার এ দৃশ্য ভাল লাগল এবং সে তাদের প্রশংসা ও সুখ্যাতি পাবার জন্য লালায়িত হয়ে উঠল। তারপর সে এই কামনা-বাসনা মন থেকে দূর করার জন্য চেষ্টা করতে করতে ছালাত শেষ করল। এক্ষেত্রে তার আমল ছহীহ হবে এবং সে তার প্রচেষ্টার জন্য ছওয়াব পাবে।

তিন. আমল চলাকালে তার মাঝে উক্ত অসদুদ্দেশ্যের উদয় হ'ল কিন্তু সে তা প্রতিরোধের চেষ্টা করল না। এক্ষেত্রে তার আমল বাতিল গণ্য হবে।

৪র্থ শ্রেণী : ব্যক্তি তার আমল দ্বারা জায়েয কিছু নিয়ত করবে কিন্তু শারঈ প্রতিদানের জন্য আকাঙ্ক্ষী হবে না। যেমন- শুধু জোশ দেখানোর জন্য ছিয়াম রাখা। স্রেফ গণীমতের জন্য জিহাদ করা, শুধু সম্পদ বৃদ্ধির আশায় যাকাত দেওয়া। এতে তার আমল বাতিল গণ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا 'যে ব্যক্তি দুনিয়া কামনা করে, আমরা সেখানে যাকে যা ইচ্ছা করি দিয়ে দেই।

৩. শু'আবুল ঈমান হা/৬৮৭৯।

পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি। সেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায়' *(বনী ইসরাঈল ১৭/১৮)*।

৫ম শ্রেণী : ব্যক্তি তার আমল দ্বারা এমন কিছু চাইবে যা চাওয়া শারঈভাবে মোটেও জায়েয নয়। সে সঙ্গে সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের দিকে মোটেও নযর দেবে না। যেমন শুধুই লোক দেখানোর জন্য ছালাত আদায় করা। এ শ্রেণীর লোকদের আমল বাতিল তো বটেই তদুপরি তারা গুনাহগার হবে।

রিয়া বা লৌকিকতা থেকে বাঁচতে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ :

রিয়া বা লৌকিকতা থেকে বাঁচার জন্য কোন কোন মুসলমান মিথ্যার আশ্রয় নেওয়াকে বৈধ মনে করে। এটা তাদের দাবীও বটে। এটি জঘন্য ভুল এবং কদর্য আমল। কেননা মিথ্যা কখনও মুসলিমের চরিত্রে পড়ে না। যেমন কোন একজন নিজে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে মসজিদ কিংবা মাদরাসা বানাচ্ছে। কিন্তু তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলছে, অমুক লোকে এটা বানাচ্ছে। তার কথা তো আসলে মিথ্যা। অনুরূপভাবে কথা ঘুরিয়ে বলাও এ পর্যায়ভুক্ত। যেমন সে বলল, মসজিদটা আমি বানিয়েছি জনৈক মুসলিমের অর্থে। জনৈক মুসলিম বলতে সে কিন্তু নিজেকে বুঝাচ্ছে।

কিছু কিছু জিনিস মনে হয় রিয়া বা লৌকিকতা, কিন্তু আসলে তা নয় :

* কেউ না চাইতেই মানুষ তার ভালো কাজের প্রশংসা করে। এটা বরং মুমিনের জন্য আগাম সুসংবাদ।

* দাবী-দাওয়া ছাড়াই খ্যাতি অর্জন। যেমন কোন আলিম কিংবা দ্বীন শিক্ষার্থী লোকদের দ্বীন-ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে থাকেন। তাদের কাছে যা দুর্বোধ্য ও জটিল তার সমাধান তারা প্রদান করেন। এভাবে জনগণের মাঝে কখনো কখনো তাদের নাম ছড়িয়ে পড়ে। লৌকিকতা থেকে দূরে থাকার নামে তাদের এহেন কাজ থেকে বিরত থাকা মোটেও সমীচীন হবে না। বরং তারা তাদের কাজ চালিয়ে যাবেন এবং নিয়ত ঠিক রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

* কেউ কেউ কখনো কোন উদ্যমী ইবাদতকারীকে দেখে তার মতো ইবাদতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এটা কোন লৌকিকতা বা রিয়া নয়। সে তার ইবাদতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়ত করলে অবশ্যই ছওয়াব পাবে।

* পোশাক-পরিচ্ছদ এবং জুতা সুন্দর ও পরিপাটি করে পরা, সুগন্ধি ব্যবহার করা ইত্যাদি। এর কোনটাই রিয়া বা লৌকিকতা নয়।

* পাপ গোপন রাখা এবং সে সম্পর্কে কাউকে কিছু না বলা রিয়া নয়। বরং শারঈভাবে আমরা নিজেদের ও অন্যদের দোষ গোপন রাখতে আদিষ্ট। কিছু লোকের ধারণা অপরাধ প্রকাশ করা যরূরী, যাতে করে সে মুখলিছ বা খাঁটি মানুষ বলে গণ্য হবে। এটি একটি ভুল ধারণা এবং ইবলীসের ধোঁকা। কেননা পাপের কথা বলে বেড়ানো মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতা ছড়িয়ে দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

উপসংহার :

আমার প্রিয় মুসলিম ভাই! বর্তমান মুসলিম উম্মাহ যে সংকট ও সমস্যার মাঝে কালাতিপাত করছে তা থেকে বেরিয়ে আসতে আমাদের ইখলাছের বড়ই প্রয়োজন। অনেক বড় বড় ইসলামী প্রচার ও কল্যাণমূলক সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভের পর আজ ইখলাছের অভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছে। কোন কোন দায়িত্বশীল ইখলাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে রিয়া বা লৌকিকতা, খ্যাতি ও দুনিয়ার স্বার্থকে লক্ষ্যভূত করেছে। ফলে তারা এমন এমন কাজ করেছে যদ্দরুণ সংস্থাগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে।

ব্যক্তির নিজের আমলেও ইখলাছ থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু আফসোস! যে নিয়তের হাকীকত বা তাৎপর্য জানে না সে কিভাবে নিয়ত ছহীহ-শুদ্ধ করবে। যে ইখলাছের হাকীকত বা পরিচয় জানে না সে কিভাবে ইখলাছ ছহীহ-শুদ্ধ করবে?

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ইখলাছ দাও এবং আমাদের অন্তরে তা বদ্ধমূল করো। আল্লাহ তা'আলার ছালাত ও সালাম বর্ষিত হৌক আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ), তাঁর পরিবার-পরিজন এবং তাঁর ছাহাবীদের উপর।

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

এক হাতে মুছাফাহা : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

-মাওলানা মুহাম্মাদ আইয়ূব সালাফী*

অনুবাদ : তানযীলুর রহমান**

সর্বাগ্রে মুছাফাহার অর্থ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা যথোপযুক্ত মনে হচ্ছে। যাতে মাসআলাটি বুঝতে সহজ হয়। মুছাফাহা-এর অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, هِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الصَّفْحَةِ وَالْمُرَادُ بِهَا الْإِفْضَاءُ بِصَفْحَةِ الْيَدِ إِلَى صَفْحَةِ الْيَدِ 'এটা صفحة থেকে বাবে مفاعلة-এর মাছদার বা ক্রিয়ামূল। যার অর্থ হাতের তালুর সাথে হাতের তালু মিলানো'।[1]

ইবনুল আছীর (রহঃ) 'আন-নিহায়া' গ্রন্থে লিখেছেন, وَمِنْهُ حَدِيثُ الْمُصَافَحَةِ عِنْدَ اللِّقَاءِ وَهِيَ مُفَاعَلَة مِنْ إِلْصَاق صَفْح الْكَفِّ بِالْكَفِّ، وَإِقْبَال الوجْه عَلَى الوجْه 'এক হাতের তালুর ভিতরের অংশের সাথে অন্য হাতের তালুর ভিতরের অংশ মিলানো এবং পরস্পরের চেহারা মুখোমুখি করা।'[2]

মোল্লা আলী ক্বারী হানাফীও মুছাফাহার অনুরূপ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, الْمُصَافَحَةُ: هِيَ الْإِفْضَاءُ بِصَفْحَةِ الْيَدِ إِلَى صَفْحَةِ الْيَدِ 'মুছাফাহা হ'ল হাতের তালুর সাথে হাতের তালু মিলানো'।[3]

আল্লামা মুরতাযা যুবায়দী হানাফী কামূসের শরাহ 'তাজুল আরূস' গ্রন্থে مصافحة-এর এই অর্থই লিখেছেন যে,

الرَّجُلُ يُصَافِحُ الرَّجُلَ إِذَا وَضَعَ صَفْحَ كَفِّهِ فِي صَفْحِ كَفِّهِ وَصَفْحَا كَفَّيْهِمَا وَجْهَاهُمَا وَمِنْهُ حَدِيثُ الْمُصَافَحَةِ عِنْدَ اللِّقَاءِ وَهِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنْ إِلْصَاقِ صَفْحِ الْكَفِّ بِالْكَفِّ وَإِقْبَالِ الْوَجْهِ عَلَى الْوَجْهِ-[4]

প্রকাশ থাকে যে, মুছাফাহা করা নবী করীম (ছাঃ)-এর সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। আর এটি গুনাহ মাফ হওয়ার মাধ্যমও বটে। হযরত বারা বিন আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا 'যখন দু'জন মুসলমান পরস্পরে সাক্ষাৎকালে মুছাফাহা করে তখন তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই উভয়ের পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়'।[5]

মুছাফাহা সুন্নাত হওয়া সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীছটিও প্রণিধানযোগ্য। হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন, قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ؟ قَالَ لاَ، قَالَ أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ قَالَ لاَ قَالَ أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ قَالَ، نَعَمْ. 'এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ তার ভাই বা বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করলে সে কি তার দিকে ঝুঁকবে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, না। সে বলল, তাহ'লে কি সে আলিঙ্গন করবে এবং চুম্বন করবে? উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, না। পুনরায় সে প্রশ্ন করল, তবে কি সে হাত ধরে মুছাফাহা করবে? উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ'।[6]

উপরোক্ত হাদীছদ্বয় মুছাফাহ সুন্নাত হওয়ার দলীল। রাসূল (ছাঃ) -এর অসংখ্য হাদীছ দ্বারা এটাও প্রমাণিত রয়েছে যে, মুছাফাহা এক হাতে বরং ডান হাত দ্বারা করা সুন্নাত। হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুসর (রাঃ) বলেন, تَرَوْنَ كَفِّي هَذِهِ فَأَشْهَدُ أَنِّي وَضَعْتُهَا عَلَى كَفِّ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم 'তোমরা আমার এই হাতের তালু দেখছ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি এই হাতের তালুকে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হাতের তালুতে রেখেছি'।[7]

মুসনাদে আহমাদের আরেক বর্ণনায় আছে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِى هَذِهِ يَعْنِى الْيُمْنَى عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيمَا اسْتَطَعْتُ 'আমি আমার এই ডান হাত দ্বারা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে সাধ্যমত নেতার কথা শোনার ও মান্য করার উপর বায়'আত করেছি'।[8]

উপরোক্ত হাদীছ দু'টিতে يد ও كف শব্দের উল্লেখ রয়েছে। যার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, বায়'আতের জন্য এক হাত ব্যবহার করা হয়েছে। আর মুছাফাহার জন্যও এটিই সুন্নাতী পদ্ধতি।

ছাহাবায়ে কেরাম সাধারণতঃ নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে আসতেন এবং তাঁর কাছে বায়'আত ও মুছাফাহা করতেন। হযরত আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الإِسْلاَمَ فِىْ قَلْبِىْ أَتَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلأُبَايِعْكَ. فَبَسَطَ يَمِينَهُ قَالَ : فَقَبَضْتُ يَدِى. قَالَ : مَا لَكَ يَا عَمْرُو. قَالَ قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ. قَالَ : تَشْتَرِطُ بِمَاذَا. قُلْتُ أَنْ يُغْفَرَ لِى. قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ-

---

* শিক্ষক, জামে'আ সালাফিইয়াহ, বেনারস, ভারত।

** শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. ফাৎহুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৪, 'মুছাফাহা' অনুচ্ছেদ।
২. ইবনুল আছীর, আন-নিহায়া, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৮।
৩. মিরক্বাত শরহে মিশকাত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৪।
৪. তাজুল আরূস শরহে কামূস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮১।
৫. তিরমিযী হা/২৭২৭ 'অনুমতি প্রার্থনা' অধ্যায়, 'মুছাফাহার বর্ণনা' অনুচ্ছেদ।
৬. তিরমিযী হা/২৭২৮; সিলসিলা ছহীহাহ ১/১৫৯, হা/১৬০-এর আলোচনা।
৭. মুসনাদে আহমাদ হা/১৭৭২৬, ৪/১৮৯; মাওয়ারিদুয যামআন হা/৯৪০; আরনাঊত্ব বলেন, হাদীছটির রাবীগণ ছিকাহ (বিশ্বস্ত)। তবে এর সনদ ইযত্বিরাবের দোষে দুষ্ট।
৮. মুসনাদে আহমাদ, হা/১২৭৮৬, ছহীহ লি-গায়রিহি।

'অতঃপর যখন আল্লাহ আমার মনে ইসলাম গ্রহণের আগ্রহ সৃষ্টি করলেন, তখন আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বললাম, আপনার ডান হাত বাড়িয়ে দিন, আমি আপনার নিকটে বায়'আত করতে চাই। তিনি তার ডান হাত বাড়িয়ে দিলে আমি আমার হাত টেনে নিলাম। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হে আমর! তোমার কি হ'ল? আমি বললাম, আমি কিছু শর্ত আরোপ করতে চাই। তিনি বললেন, কি শর্ত? আমি বললাম, আল্লাহ যেন আমার গুনাহ ক্ষমা করে দেন। তিনি বললেন, হে আমর! তুমি কি জান না যে, ইসলাম পূর্ববর্তী সব গুনাহকে মিটিয়ে দেয়'।[৯]

প্রকাশ থাকে যে, হাতের উপর হাত রাখাকে বায়'আত বলে। মুছাফাহারও এটাই সুন্নাতী তরীকা। মুছাফাহাও এক হাতের তালুর সাথে আরেক হাতের তালু মিলানোকে বলা হয়।[১০] এজন্য মুছাফাহারও সুন্নাতী তরীকা সেটাই, যেটা উক্ত হাদীছে উল্লিখিত হয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَقِيَنِى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِىْ، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন, তখন আমি অপবিত্র ছিলাম। তিনি আমার হাত ধরলেন। তারপর আমি তাঁর সাথে হাঁটতে থাকলাম। তিনি যখন বসলেন, তখন আমি সরে পড়লাম'।[১১]

অন্য আরেকটি বর্ণনায় নিম্নোক্ত শব্দ আছে, لَقِيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ، فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيَّ فَقَبَضْتُ يَدِي عَنْهُ وَقُلْتُ: إِنِّي جُنُبٌ. فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ– 'আমি অপবিত্র অবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমার দিকে তাঁর হাত বাড়ালেন। আমি তাঁর কাছ থেকে আমার হাত টেনে নিলাম এবং বললাম, আমি অপবিত্র। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, সুবহানাল্লাহ। মুসলমান অপবিত্র হয় না'।[১২]

উপরোক্ত হাদীছদ্বয়ের শব্দগুলি সম্পর্কে চিন্তা করুন! হাদীছ দু'টিতেই يد শব্দটি একবচন ব্যবহৃত হয়েছে। এজন্য এ দু'টি হাদীছই এক হাতে মুছাফাহা করা সুন্নাত হওয়ার অকাট্য দলীল। উক্ত হাদীছ দু'টি থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, নবী করীম (ছাঃ) মুছাফাহার জন্য তাঁর এক হাত বাড়িয়েছেন। আর দ্বিতীয় হাদীছে একথাও পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) তাঁর যে এক হাতকে মুছাফাহা করার জন্য বাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন অপবিত্রতার কারণে তা টেনে নিয়েছিলেন। এজন্য অধিকাংশ বিদ্বান এই হাদীছগুলিকে এক হাতে মুছাফাহা সম্পর্কে অকাট্য দলীল মনে করেন।

এখানে এই ব্যাখ্যারও কোন সুযোগ নেই যে, এটা বায়'আতের নির্দিষ্ট অবস্থা ছিল। বরং এখানে পারস্পরিক সাক্ষাতের বিষয়টা পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট।

এক হাতে মুছাফাহা সম্পর্কে উল্লেখিত হাদীছগুলি ছাড়াও আরো অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কিছু হাদীছে দুর্বলতা থাকায় মাত্র কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করা হ'ল। আসুন এখানে উক্ত হাদীছগুলির সমর্থনে কতিপয় হানাফী বিদ্বানের মতও উল্লেখ করছি, যাতে মাসআলাটি একেবারে স্পষ্ট হয়ে যায়। ফিক্বহে হানাফীর প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত গ্রন্থ 'হেদায়াতে' আল্লামা মারগীনানী লিখেছেন, ولا بأس بالمصافحة لأنه هو المتوارث– 'মুছাফাহা করাতে কোন দোষ নেই। কারণ এটা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মাসআলা'।[১৩]

উপরোক্ত উক্তিতে একথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই যে, মুছাফাহা এক হাতে হবে, না দুই হাতে? সেকারণ বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য অন্যান্য ফক্বীহদের মতামতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যরূরী। আল্লামা ইবনু আবেদীন শামী হানাফী লিখেছেন, قوله : فان لم يقدر أي علي تقبيله إلا بالإيذاء او مطلقا يضع يديه عليه ثم يقبلهما أو يضع احداهما والاولي أن تكون اليمني لانها المستعملة فيما فيه شرف ولما نقل عن البحر العميق من ان الحجر يمين الله يصافح بها عباده والمصافحة باليمني–

এর সারকথা এই যে, যদি মানুষ হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করতে সক্ষম না হয় তাহ'লে স্বীয় দুই হাত পাথরের উপরে রাখবে। অতঃপর দুই হাতকে চুম্বন করবে। অথবা স্রেফ এক হাত রাখবে। আর ডান হাত রাখাই সর্বোত্তম। কেননা যে কোন সম্মানজনক কাজে এই হাতই ব্যবহার করা হয়। কারণ 'আল-বাহরুল আমীক্ব' গ্রন্থে বলা হয়েছে, হাজরে আসওয়াদ আল্লাহ্র ডান হাত। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের সাথে মুছাফাহা করেন। আর মুছাফাহা ডান হাত দ্বারা হয়ে থাকে।[১৪]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফীর নিম্নোক্ত উক্তিও এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, اتفق العلماء علي أنه يستحب تقديم اليمني في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الابط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستيلام الحجر الأسود والأخذ والإعطاء وغير ذالك مما هو في معناه ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك– 'আলেমগণ এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, যেকোন সম্মানজনক কাজে ডান হাতকে এগিয়ে দেয়া মুস্তাহাব।

৯. *মুসলিম, হা/৩২১।*
১০. *আন-নিহায়াহ ফী গারীবিল হাদীছ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩।*
১১. *বুখারী হা/২৮৫ 'গোসল' অধ্যায়।*
১২. *শারহু মা'আনিল আছার, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬।*
১৩. *হেদায়া, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৫ 'অপছন্দ' অধ্যায়।*
১৪. *রাদ্দুল মুহতার হাশিয়া দুরুল মুখতার, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৪৭।*

যেমন- ওযূ, গোসল, কাপড়, জুতা, মোজা অথবা পাজামা পরিধান করা, মসজিদে প্রবেশ করা, মিসওয়াক করা, চোখে সুরমা লাগানো, নখ কাটা, গোঁফ ছাঁটা, বগলের লোম তুলে ফেলা, মাথা মুণ্ডন করা, ছালাতে সালাম ফিরানো, পায়খানা থেকে বের হওয়া, পানাহার, মুছাফাহা করা, হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা, আদান-প্রদান প্রভৃতি। এছাড়া অন্যান্য কাজে বাম হাতকে অগ্রবর্তী করা মুস্তাহাব।[১৫]

উপরোক্ত বক্তব্যের স্পষ্ট মর্ম এই যে, আল্লামা আইনী (রহঃ) মুছাফাহা করার সময় ডান হাত অগ্রসর করাকে মুস্তাহাব আখ্যা দিচ্ছেন। যা সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের অনুকূলে।

আল্লামা যিয়াউদ্দীন হানাফী নকশাবন্দী (রহঃ) স্বীয় لوامع العقول গ্রন্থে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ وَالظَّاهِرُ مِنْ آدَابِ فَتَصَافَحَا وَحَمِدَا اللهَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, الشَّرِيعَةِ تَعَيُّنُ الْيُمْنَى مِنَ الْجَانِبَيْنِ لِحُصُولِ السُّنَّةِ– 'অর্থাৎ শারঈ আদব থেকে স্পষ্টভাবে এটা বুঝা যায় যে, মুছাফাহা সুন্নাতী তরীকায় হওয়ার জন্য উভয় পক্ষের ডান হাত নির্ধারিত। যদি উভয়ের বাম হাত মিলানো হয় অথবা একজনের ডান হাত এবং অন্য জনের বাম হাত তবুও মুছাফাহা সুন্নাতসম্মত হবে না।[১৬]

হানাফী ফক্বীহদের গ্রন্থসমূহ থেকে উল্লেখিত উদ্ধৃতি সমূহ দ্বারা একথা স্পষ্ট হচ্ছে যে, ফুক্বাহায়ে কেরাম ডান হাতে মুছাফাহা করাকে সুন্নাত ও মুস্তাহাব মনে করেন। এ ধরনের স্পষ্ট উদ্ধৃতি থাকা সত্ত্বেও কেন কিছু মানুষ এক হাতে মুছাফাহা করাকে ইহুদী-নাছারাদের সাদৃশ্য আখ্যা দিতে গিয়ে এক হাতে মুছাফাহাকারীদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে?

এক হাতে মুছাফাহা সম্পর্কে ফক্বীহ ও মুহাদ্দিছগণের আরো স্পষ্ট উদ্ধৃতি সমূহ ফিক্বহী বই-পুস্তক সমূহে এবং হাদীছের ব্যাখ্যা গ্রন্থগুলিতে মওজূদ রয়েছে। সংক্ষিপ্ততার দিকে খেয়াল রেখে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করাই যথেষ্ট মনে করা হচ্ছে।

শেষে এই মাসআলাটিও খোলাসা করা যরূরী যে, ইমাম বুখারী কি দুই হাতে মুছাফাহা করার প্রবক্তা এবং তিনি স্বীয় ছহীহ বুখারীতে যে হাদীছটি উল্লেখ করেছেন, সেটা কি দুই হাতে মুছাফাহার দলীল হ'তে পারে? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم التَّشَهُّدَ وَكَفِّى بَيْنَ كَفَّيْهِ– 'রাসূল (ছাঃ) আমাকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়েছেন। তখন আমার হাত তার দুই হাতের তালুতে ছিল'।[১৭]

প্রকাশ থাকে যে, এই হাদীছের সম্পর্ক সাক্ষাতের সময় মুছাফাহার সাথে নয়। বরং এ হাদীছে একথার উল্লেখ রয়েছে যে, নবী করীম (ছাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-কে তাশাহহুদ শিক্ষা দিচ্ছিলেন। আর এটা শিক্ষা দানের সময় ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর এক হাত রাসূল (ছাঃ)-এর দুই হাতের মধ্যে ছিল। বুঝা যাচ্ছে যে, উপরোক্ত অবস্থায় তিন হাতে মুছাফাহা আবশ্যক হচ্ছে। আর এ পদ্ধতির প্রবক্তা দুই হাতে মুছাফাহা করার মত পোষণকারীও নয়। দু'হাতে মুছাফাহার প্রবক্তারা উভয়ের দুই হাতে মুছাফাহার পক্ষে মত পোষণ করেন।

হানাফী ফক্বীহদের উদ্ধৃতি সমূহ থেকে একথা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, উপরোক্ত পদ্ধতি শিক্ষা দান ও মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ছিল। হানাফী ফিক্বহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'হেদায়া'র পাদটীকায় বলা হয়েছে, أخذ ليكون حاضرا فلا يفوته شيئ 'নবী করীম (ছাঃ) এজন্য ইবনু মাসঊদের হাত ধরেছিলেন, যাতে তিনি সচেতন থাকেন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর কোন কথা তার থেকে ছুটে না যায়'।[১৮]

আল্লামা যায়লাঈ হানাফী (রহঃ) এ ব্যাপারে বলেন, ومنها أنه قال فيه علمني التشهد وكفي بيْن كفيه ولم يقل ذلك في غيره فدل علي مزيد الاعتناء والاهتمام–।[১৯] অর্থাৎ ইবনু আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত তাশাহহুদের উপর ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বর্ণিত তাশাহহুদ সম্পর্কিত বর্ণনা প্রাধান্য পাওয়ার অন্যতম কারণ এই যে, ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমাকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়েছেন। তখন আমার হাত রাসূল (ছাঃ)-এর দুই হাতের মধ্যে ছিল। এটি অধিক মনোযোগ ও গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে।

এখানে একথা সম্পূর্ণরূপে প্রতীয়মান হ'ল যে, নবী করীম (ছাঃ) কর্তৃক ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর হাত ধরা মুছাফাহার জন্য নয়; বরং গুরুত্ব প্রদান ও নিজের দিকে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ছিল। যাতে কোন কথা ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর স্মৃতিপট থেকে হারিয়ে না যায়।

প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত হানাফী আলেম মাওলানা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (রহঃ)ও এমনটাই লিখেছেন। তিনি বলেছেন, 'ইবনু মাসঊদের হাদীছ একথা প্রমাণ করে যে, সাক্ষাৎ করার সময় যে মুছাফাহা করা হয় তার দ্বারা তা উদ্দেশ্য নয়। বরং এই ধরনের হাতে হাত রাখা ঠিক তেমনি ছিল, যেমনটি গুরুজন ছোটদেরকে কোন কিছু শিক্ষা দেওয়ার সময় তার হাতকে নিজের হাতে ধরে রাখে'।[২০]

শিক্ষা দেওয়ার সময় হাত ধরার আরো কিছু বর্ণনা হাদীছের গ্রন্থসমূহে মওজূদ রয়েছে। হযরত মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীছ এভাবে এসেছে,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بِيَدِه وَقَالَ يَا مُعَاذُ وَاللهِ إِنِّىْ لأُحِبُّكَ وَاللهِ إِنِّىْ لأُحِبُّكَ. فَقَالَ أُوصِيْكَ يَا مُعَاذُ لاَ

১৫. *আন-নিহায়া, ১ম খণ্ড, ২৪৮ পৃঃ 'ওযূ' অধ্যায়।*
১৬. *লাওয়ামিউল উকূল-এর বরাতে তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৩৯৭।*
১৭. *বুখারী হা/৬২৬৫ 'অনুমতি প্রার্থনা' অধ্যায়।*
১৮. *হিদায়া, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৩।*
১৯. *নাছবুর রায়াহ ১/৪২১।*
২০. *মাজমূ' ফাতাওয়া, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৪।*

تَدَعَنَّ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ تَقُوْلُ اللَّهُمَّ أَعِنِّى عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার হাত ধরে বললেন, আল্লাহ্র কসম হে মু'আয! আমি তোমাকে ভালবাসি (দু'বার)। তিনি বললেন, হে মু'আয! আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি প্রতি ছালাতের পর এই দো'আটা পড়তে ছাড়বে না। اَللَّهُمَّ أَعِنِّىْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ، 'হে আল্লাহ! আপনাকে স্মরণ করার জন্য, আপনার শুকরিয়া আদায় করার জন্য এবং আপনার সুন্দর ইবাদত করার জন্য আমাকে সাহায্য করুন'।[২১]

এই হাদীছটি একথার স্পষ্ট দলীল যে, আল্লাহ্র রাসূল ছাহাবায়ে কেরামকে কোন কথা বুঝাতে এবং তাঁর দিকে তাদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য তাদের হাত ধরতেন। শিক্ষার এ বিশেষ পদ্ধতি হানাফী ফক্বীহদের মাঝেও পাওয়া যায়।

আল্লামা জালালুদ্দীন খাওয়ারিযমী হানাফী হেদায়ার ব্যাখ্যা 'কেফায়া'র মধ্যে ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর এ বর্ণনাটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন,

وتأكيد التعليم فانه روي عن محمد بن الحسن أنه قال أخذ أبو يوسف بيدي وعلمني التشهد (وقال) أخذ أبو حنيفة بيدي فعلمني التشهد وقال ابو حنيفة : أخذ حماد بيدي وعلمني التشهد وقال حماد : أخذ علقمة بيدي وعلمني التشهد وقال علقمة : أخذ ابن مسعود بيدي وعلمني التشهد وقال ابن مسعود : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وعلمني التشهد-

'ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর এই হাদীছটিকে শিক্ষার তাকীদ হিসাবে ধরা হয়েছে। কারণ মুহাম্মাদ বিন হাসান শায়বানী (রহঃ) বলেন, ইমাম আবু ইউসুফ আমার হাত ধরে আমাকে তাশাহহুদ শিখিয়েছেন। আবু ইউসুফ বলেছেন, ইমাম আবু হানীফা আমার হাত ধরে আমাকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়েছেন। ইমাম আবু হানীফা বলেন, হাম্মাদ আমার হাত ধরে আমাকে তাশাহহুদ শিখিয়েছেন। হাম্মাদ বলেন, আলক্বামা আমার হাত ধরে আমাকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়েছেন। আলক্বামা বলেন, ইবনু মাসঊদ (রাঃ) আমার হাত ধরে আমাকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়েছেন। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমার হাত ধরে আমাকে তাশাহহুদ শিখিয়েছেন'।[২২]

উক্ত বর্ণনায় হানাফী ইমামগণের একে অপরের হাত ধরে তাশাহহুদ শিক্ষা দেয়ার বিষয়টি উপরোক্ত ইবনু মাসঊদের হাদীছের উপর আমল করা। আসলে সব ইমামই উক্ত হাদীছকে শিক্ষা দানের পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। শিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান ও মনোযোগ আকর্ষণের জন্য এই পদ্ধতিকে স্বয়ং আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এখতিয়ার করেছিলেন। এটি প্রচলিত মুছাফাহার সাথে কোনভাবেই সম্পৃক্ত নয়।

পরিশেষে আমরা আমাদের আলোচনাকে এমন একটি হাদীছ দিয়ে শেষ করতে চাই, যেটি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِى شَأْنِه كُلِّه فِى طُهُوْرِه وَتَرَجُّلِه وَتَنَعُّلِه 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাধ্যমত তাঁর সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ তথা পবিত্রতা, মাথা আঁচড়ানো, জুতা পরার ক্ষেত্রে ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন।[২৩] এই হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণ করতে গিয়ে হানাফী ফক্বীহদের মধ্য থেকে বড় বড় ইমাম ও ফক্বীহগণ যেমন আল্লামা ইবনু আবেদীন শামী হানাফী, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী, আল্লামা যিয়াউদ্দীন হানাফী প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমূহে এমনকি মুছাফাহার ক্ষেত্রেও ডান হাত অগ্রসর করাকে মুস্তাহাব ও সুন্নাত আখ্যা দিয়েছেন। যা উপরোক্ত উদ্ধৃতি সমূহ থেকে সুস্পষ্ট হ'ল। আল্লাহ আমাদেরকে হক্ব বুঝার ও তা মানার তাওফীক দিন।- আমীন!

[সৌজন্যে : মাসিক মুহাদ্দিছ, জামে'আ সালাফিইয়াহ, বেনারস, ভারত, ৩৪/১২ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৬, পৃঃ ১৮-২৩]

২১. *আবুদাঊদ হা/১৫২২, মুসনাদে আহমাদ হা/২২১৭৯; সনদ ছহীহ।*
২২. *কেফায়া শরহে হেদায়া, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৯।*
২৩. *বুখারী হা/৪২৬ 'ছালাত' অধ্যায়; মুসলিম হা/৬১৭ 'পবিত্র' অধ্যায়।*

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর

কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ডকে সমৃদ্ধ করুন!

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ জেনারেল ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১০ ২০০৮৫২২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা। বিকাশ নং ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

দৃষ্টি আকর্ষণ

আসন্ন রামাযান মাসে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত বইসমূহ বিশেষ মূল্য ছাড়ে (৫-১০%) বিক্রয় করা হবে ইনশাআল্লাহ। আগ্রহী ভাইদেরকে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

যোগাযোগ : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ফোন : ০৭২১-৮৬১৩৬৫, ০১৭৭০-৮০০৯০০
ঢাকা অফিস : ফোন : ০২-৯৫৬৮২৮৯, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০।

শারঈ ঝাড়-ফুঁক : একটি পর্যালোচনা

*ড. মুহাম্মাদ আবু তাহের**

উপক্রমণিকা :

পার্থিব জীবনে মানুষ নানা রকম অসুখ-বিসুখে আক্রান্ত হয়। শরী'আতে এসব অসুখের চিকিৎসার নির্দেশও রয়েছে। ঔষধ সেবনের পাশাপাশি ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমেও আরোগ্য লাভ হয়। কিন্তু সেসব ঝাড়-ফুঁক শিরকমুক্ত ও কুরআন-হাদীছ সম্মত হওয়া আবশ্যক। আর কুরআন মাজীদ ও নবী করীম (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত 'রুক্বইয়া' তথা ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা একটি উপকারী ও আরোগ্য লাভকারী দাওয়াই।[১]

আল্লাহ বলেন, قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ 'বল, এ কুরআন মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও আরোগ্য' *(হা-মীম সাজদা ৪১/৪৪)*। তিনি আরও বলেন, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلاَ يَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ إِلاَّ خَسَارًا– 'আমরা কুরআন হ'তে (ক্রমশঃ) অবতীর্ণ করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে' *(ইসরা ১৭/৮২)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ– 'হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের কাছে এসেছে নছীহত এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে তার নিরাময়। আর মুমিনদের জন্য সঠিক পথের দিশা ও রহমত' *(ইউনুস ১০/৫৭)*। অতএব কুরআন হ'ল সকল প্রকার মানসিক ও শারীরিক রোগ-ব্যাধি থেকে আরোগ্য দানকারী।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'সুতরাং যাকে কুরআন রোগমুক্ত করেনি, তাকে আল্লাহ রোগমুক্ত না করুন! আর কুরআন যার জন্য যথেষ্ট নয়, আল্লাহ তার জন্য কোন কিছুকেই যথেষ্ট না করুন![২]

অনুরূপভাবে নবী করীম (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত 'রুক্বইয়া' বা ঝাড়-ফুঁক একটি উত্তম চিকিৎসা। কেননা কোন দো'আ যদি কবুল হওয়ার সকল বাধা থেকে মুক্ত হয়, তবে তা হয় অপসন্দনীয় বস্তু প্রতিরোধ এবং ঈপ্সিত বস্তু লাভের সবচেয়ে উপকারী উপায়ের অন্যতম। দো'আ বিপদকে আটকে রাখে ও বাধা দেয়, কিংবা বিপদ আসলেও তাকে লঘু করে।[৩] নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে বিপদ ঘটেছে এবং যে বিপদ ঘটেনি সবগুলোতেই দো'আ উপকারী। কাজেই হে আল্লাহ্র বান্দারা! তোমাদের উচিত দো'আ করা'।[৪]

তিনি আরো বলেন, 'তাক্বদীর রদ হয় কেবল দো'আর মাধ্যমে আর আয়ু বৃদ্ধি হয় কেবল সৎকাজের মাধ্যমে'।[৫] কিন্তু এক্ষেত্রে একটি বিষয় স্মর্তব্য যে, যেসব আয়াত, যিকির, দো'আ ও আল্লাহ্র আশ্রয় নেওয়ার শাব্দাবলীর মাধ্যমে আরোগ্য কামনা করা হয় এবং রুক্বইয়া বা ঝাড়-ফুঁক করা হয়, সেগুলো অবশ্যই উপকারী ও আরোগ্যদানকারী; কিন্তু সেগুলো কার্যকর হ'তে হ'লে ঝাড়-ফুঁককারীর গ্রহণযোগ্যতা থাকতে হবে। সুতরাং যদি আরোগ্য না হয় তবে তা হবে ঝাড়-ফুঁককারীর দুর্বলতার কারণে অথবা ঝাড়-ফুঁককৃত ব্যক্তি তা গ্রহণ না করার কারণে কিংবা ঝাড়-ফুঁককৃত ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন শক্তিশালী প্রতিবন্ধকতা থাকার কারণে, যা তার মধ্যে রুক্বইয়া কার্যকর হ'তে বাধা দেয়। কেননা ঝাড়-ফুঁক দু'টি বিষয়ের সমন্বয়ে কার্যকর হয়- রোগী ও চিকিৎসক। নিম্নে শারঈ ঝাড়-ফুঁক সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।-

ঝাড়-ফুঁকের পরিচয় :

ঝাড়-ফুঁককে আরবীতে 'রুকইয়া' বলে। 'রুক্বইয়া' হ'ল যার দ্বারা আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রর্থনা করা হয় এবং আরোগ্যের জন্য রোগীকে ফুঁক দেওয়া হয়।

ইবরাহীম মাদকূর বলেন, العوذة التي يرقى بها المريض ونحوه 'এমন আশ্রয় যা দ্বারা রোগী ও অনুরূপ কোন অসুস্থকে ঝাঁড়া হয়'।[৬] ইবনু মানযূর বলেন, الرُّقية يُرْقى بها الإنسان من فزع أو جنون 'রুক্বইয়া হ'ল এমন বিষয় যা দ্বারা মানুষকে ঝাড়া হয় ভয় বা উন্মাদনা থেকে'।[৭]

ঝাড়ফুঁকের বিধান :

ঝাড়-ফুঁক শরী'আত সম্মত একটি প্রাচীন চিকিৎসা ব্যবস্থা। রাসূল (ছাঃ) নিজেও ঝাড়-ফুঁক করতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْفُثُ عَلَى نَفْسِهِ فِى الْمَرَضِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ 'নবী করীম (ছাঃ) যে রোগে মৃত্যুবরণ করেন সেই সময়ে তিনি নিজ দেহে 'মু'আব্বিযাত (সূরা নাস ও ফালাক্ব) পড়ে ফুঁক দিতেন'।[৮]

মহিলাদেরকে ঝাড়-ফুঁক করার পদ্ধতি :

ঝাড়-ফুঁককারী মাহরাম ব্যতীত কোন মহিলার মাথায় বা শরীরের কোন স্থানে স্পর্শ করতে পারবে না। পরপুরুষ পর্দা ব্যতীত তাকে ফুঁক দিতে পারবে না।[৯]

---

* *পরিচালক, কিউসেট, সিলেট।*

১. *ইবনুল কাইয়্যিম, আল-জাওয়াবুল কাফী লিমান সাআলা আনিদ দাওয়াইশ শাফী, পৃঃ ২০।*
২. *যাদুল মা'আদ, ৪/৩৫২।*
৩. *আল-জাওয়াবুল কাফী, পৃঃ ২২-২৫।*
৪. *আহমাদ হা/২২০৯৭; তিরমিযী হা/৩৫৪৮, সনদ হাসান।*
৫. *ইবনু মাজাহ হা/৯০, ৪০২২; ছহীহাহ হা/১৫৪।*
৬. *ইবরাহীম মুছতাফা ও অন্যান্য, আল-মু'জামুল ওয়াসীত, (দারুদ দা'ওয়াহ), ২/৩৬৭ পৃঃ।*
৭. *ইবনু মানযূর, লিসানুল আরব, (বৈরূত : দারুল মা'আরিফ), ৩/৪৯৮ পৃঃ।*
৮. *বুখারী হা/৫৭৩৫।*
৯. *ড. আব্দুর রহমান জীবরীন, আন-নাযিরুল উরয়ান, পৃঃ ২৬৭।*

সঊদী আরবের স্থায়ী ফৎওয়া বোর্ডের সদস্যবৃন্দ বলেন, ফুঁকদানকারী মহিলা রোগীর শরীর স্পর্শ করতে পারবে না। স্পর্শ ব্যতীত ফুঁক দিবে। এক্ষেত্রে চিকিৎসকের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা চিকিৎসকের পক্ষে আক্রান্ত স্থান স্পর্শ না করে অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে ফুঁকদানকারী কেবল দো'আ বা আয়াত পড়বে আর ফুঁক দিবে। স্পর্শ করা তার জন্য আবশ্যক নয়।[১০]

ঝাড়-ফুঁকের প্রকারভেদ :

ঝাড়-ফুঁক চার প্রকার। যথা-

১. কুরআনের আয়াত এবং আল্লাহ্র সুন্দর নাম সমূহ ও গুণাবলী দ্বারা ঝাড়-ফুঁক।

২. ছহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত যিকির-আযকার ও দো'আ সমূহ দ্বারা ঝাড়-ফুঁক।

৩. এমন যিকির-আযকার ও দো'আ দ্বারা ঝাড়-ফুঁক, যা কোন ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। কিন্তু কুরআন-সুন্নাহ্র বিপরীতও নয়।

৪. এমন মন্ত্র দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা, যার অর্থ বুঝা যায় না। যেমনভাবে জাহেলী যুগে করা হ'ত। এ প্রকার মন্ত্র দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা হারাম এবং এসব হ'তে দূরে থাকা ওয়াজিব। কারণ এর মধ্যে শিরক থাকতে পারে অথবা শিরক পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।[১১]

ঝাড়-ফুঁকের জন্য শর্তসমূহ :

ঝাড়-ফুঁকের জন্য শর্ত তিনটি। যথা-

১. কুরআনের আয়াত অথবা আল্লাহ্র নামসমূহ ও গুণাবলী দ্বারা হ'তে হবে।

২. আরবী ভাষায় হ'তে হবে অথবা এমন ভাষা দ্বারা হ'তে হবে যার অর্থ রোগী বুঝে। দুর্বোধ্য ও অজ্ঞাত ভাষায় হবে না।

৩. যিনি ঝাড়-ফুঁক করবেন এবং যাকে ঝাড়-ফুঁক করা হবে উভয়ে এ বিশ্বাস রাখবেন যে, ঝাড়-ফুঁকের নিজস্ব কোন কার্যকারিতা নেই। বরং আল্লাহ্র অনুমতিতে ঝাড়-ফুঁকের প্রভাব পড়ে।[১২]

শারঈ ঝাড়-ফুঁকের নিয়ম :

ঝাড়-ফুঁককারী রোগীর ব্যথার স্থানে ঝাড়বেন বা হাত দিয়ে রোগীকে মাসাহ করবেন বা পানি ও অনুরূপ তরল পদার্থ দ্বারা রোগীকে মালিশ করে দিবেন অথবা ঝাড়-ফুঁকের পর রোগীকে থুক দিবেন।[১৩]

শারঈ ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে রোগের চিকিৎসা :

শারঈ ঝাঁড়-ফুকের মাধ্যমে বহু রোগের চিকিৎসা করা যায়। নিম্নে কয়েকটি রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি বর্ণনা করা হ'ল।

বদ নযর :

নযর লাগা বা চোখ লাগা অর্থ যখন কেউ কোন ব্যক্তি বা জিনিসের প্রতি আশ্চর্য হয়ে কিংবা হিংসা করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ 'বারাকাল্লাহু ফীকা' বা 'বারাকাল্লাহু ফীহ্' না বলে মনে মনে বা সশব্দে তার গুণাগুণ বর্ণনা করে, তখন শয়তান সে সময় বর্ণিত ব্যক্তি বা জিনিসের মাঝে ঢুকে পড়ে তার ক্ষতি করে বসে। এটাকে বদ নযর বলে।

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ أَوْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ مَالِهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيُبَرِّكْهُ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ– 'যখন তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের অথবা নিজের কিংবা তার সম্পদের কিছু দেখে আশ্চর্যবোধ করে তখন যেন তার জন্য বরকতের দো'আ করে। কেননা নযরলাগা সত্য'।[১৪]

অন্যত্র তিনি বলেন, الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَىْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ 'নযর লাগা সত্য। যদি কোন কিছু ভাগ্যের লিখনকে অতিক্রম করত, তাহ'লে নযর লাগাই করত'।[১৫] তিনি আরো বলেন, 'বদনযর (মানুষকে) কবরে এবং উটকে পাতিলে প্রবেশ করেই ছাড়ে'।[১৬]

বদ নযরের ঝাড়-ফুঁক :

বদ নযর থেকে আরোগ্যের জন্য নিম্নোক্ত দো'আ দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা যায়।

(১) أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

(১) 'আমি আল্লাহ্র পরিপূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে আশ্রয় চাচ্ছি যাবতীয় শয়তান ও বিষধর জন্তু থেকে এবং যাবতীয় ক্ষতিকর চক্ষু (বদনযর) থেকে'।[১৭]

(২) أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

(২) 'আল্লাহ পরিপূর্ণ কালেমা সমূহের অসীলায় আমি তাঁর নিকট তাঁর সৃষ্টির ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাই'।[১৮]

(৩) بِاسْمِ اللهِ يُبْرِيْكَ وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَشَرِّ كُلِّ ذِىْ عَيْنٍ.

(৩) 'আল্লাহ্র নামে তিনি তোমাকে সুস্থ করবেন। তিনি তোমাকে আরোগ্য দান করবেন সব রোগ থেকে, সব হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে আর সব বদনযরকারীর অনিষ্ট থেকে'।[১৯]

---

১০. *মানশূরাতু দারিল ওয়াতান, ১০ম খণ্ড, ফৎওয়া নং ২০৩৬১।*
১১. *মুবারক ইবনু মুহাম্মাদ, রিসালাতুশ শিরক, (দারু রায়া, ১ম সংস্করণ, ২০০১), পৃঃ ২৪৬।*
১২. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফৎহুল বারী, ১০/১৯৫; ইমাম নববী, শরহু মুসলিম, ১৪/১৬৪।*
১৩. *বুখারী হা/৫৭৩৫, ৫৭৫১।*
১৪. *মুসনাদে আহমাদ হা/১৫৭০০; ছহীহাহ হা/২৫৭২।*
১৫. *মুসলিম হা/৫৮৩১; তিরমিযী হা/২১৯৯।*
১৬. *হিলয়াতুল আউলিয়া, ছহীহুল জামে' হা/৪১৪৪, হাদীছ হাসান।*
১৭. *বুখারী হা/৩৩৭১।*
১৮. *মুসলিম হা/২১৯১, ২৭০৮; মিশকাত হা/২৪২২।*
১৯. *মুসলিম হা/২১৮৫।*

(٤) بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيْكَ بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ

(৪) 'আল্লাহ্র নামে আমি তোমাকে ঝাড়-ফুঁক করছি ঐসব বস্তু থেকে যা তোমার ক্ষতি করে, আর আত্মার অনিষ্ট বা হিংসুক নযর থেকে। আল্লাহ তোমাকে রোগমুক্ত করুন। আল্লাহ্র নামে আমি তোমার ঝাড়-ফুঁক করছি'।[২০]

জাদু :

জাদুকর জাদুর মাধ্যমে মানুষের নানাবিধ ক্ষতি সাধন করে থাকে। জাদুকরের কবল থেকে রাসূল (ছাঃ)ও রেহাই পাননি। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জাদু করা হয়েছিল। এমনকি জাদুর প্রভাবে তাঁর কাছে এমন কিছু কাজের ধারণা হ'ত যা তিনি করেননি'।[২১]

জাদুর কুপ্রভাব কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। তবে জাদুর বিভিন্ন প্রকার ও ধরন রয়েছে।

জাদু থেকে মুক্তির জন্য করণীয় :

(ক) জাদু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে করণীয় :

১. সকাল-সন্ধ্যায় ৩ বার এ দো'আ পাঠ করা :

بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،

'আল্লাহ্র নামে যাঁর নামের সাথে আসমান ও যমীনে কোন কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। আর তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী'।[২২]

২. প্রতি ছালাতের পর, ঘুমের সময় এবং সকাল-সন্ধ্যায় 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করা।[২৩]

৩. সকাল-সন্ধ্যায় ও ঘুমের সময় ৩ বার তিন কুল অর্থাৎ সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পাঠ করা।

৪. প্রতিদিন ১০০ বার নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করা : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ– 'একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন হক ইলাহ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান'।[২৪]

৫. সম্ভব হ'লে ৭টি 'আজওয়া' খেজুর সকাল বেলা খালি পেটে খাওয়া। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি সাতটি আজওয়া খেজুর দিয়ে সকাল করবে, কোন বিষ বা জাদু সে দিনে তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না'।[২৫]

(খ) জাদু সংঘটিত হওয়ার পরে করণীয় : প্রথমতঃ জাদু বের করে নষ্ট করে ফেলা, যদি এর স্থান শরী'আত সম্মত উপায়ে জানা যায়। এটি জাদুকৃত ব্যক্তির চিকিৎসার সবচেয়ে কার্যকারী মাধ্যমগুলোর অন্যতম।[২৬] অতঃপর শরী'আত সম্মত রুক্বইয়া বা ঝাড়-ফুঁক করা।[২৭]

১. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 'বিতাড়িত শয়তান হ'তে আমি আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি' দো'আ পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ঐ পানি দিয়ে গোসল করানো। পানিতে ফুঁক দিয়ে তা থেকে আক্রান্ত ব্যক্তি তিন বার পান করবে ও অবশিষ্ট পানি দিয়ে গোসল করে ফেলবে। তাতেই ইনশাআল্লাহ রোগমুক্ত হবে। যদি তা দুই বা ততোধিক বার প্রয়োজন হয়, তবে সমস্যা নেই। রোগ দূর না হওয়া পর্যন্ত করতে থাকবে।[২৮]

২. সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক্ব, সূরা নাস ৩ বার পড়ে ফুঁক দিবে ও আক্রান্ত স্থানে ডান হাত দিয়ে বুলাবে।[২৯]

(গ) সামগ্রিকভাবে আশ্রয় লাভের কিছু দো'আ ও ঝাড়-ফুঁক :

١. أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ

১. আমি মহান আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করছি, যিনি মহান আরশের রব, তিনি যেন আপনাকে রোগমুক্ত করেন (সাতবার)।[৩০]

২. রোগী তার শরীরের যে অংশে ব্যথা অনুভব করবে, সেখানে হাত রেখে তিন বার, بِاسْمِ اللهِ 'আল্লাহ্র নামে' বলবে। অতঃপর সাতবার বলবে,

٢. أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

'এই যে ব্যথা আমি অনুভব করছি এবং যার আমি আশঙ্কা করছি, তা থেকে আমি আল্লাহ্র এবং তাঁর কুদরতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[৩১]

٣. أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِى، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا–

৩. 'হে মানুষের রব! আপনি সমস্যা দূর করে দিন। আপনি রোগ মুক্ত করে দিন। আপনিই আরোগ্য দানকারী। আপনার আরোগ্য ব্যতীত কোন আরোগ্য নেই। অতএব এমন আরোগ্য দিন, যা কোন রোগকে ছাড়বে না'।[৩২]

---

২০. মুসলিম হা/২১৮৬; তিরমিযী হা/৯৭২; ইবনু মাজাহ হা/৩৫২৩।
২১. বুখারী হা/৩১৭৫, ৩০৯৫, ৫৪৩০, ৫৪৩৩, ৫৭১৬, ৬০২৮।
২২. তিরমিযী হা/৩৩৮৮; ইবনে মাজাহ হা/৩৮৬৯, হাদীছ ছহীহ।
২৩. হাকেম ১/৫৬২; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হ/৬৫৮।
২৪. বুখারী হা/৮৪৪, ১১৫৪; মুসলিম হা/৫৯৩।
২৫. বুখারী হা/৫৪৪৫, ৫৭৬৯; মুসলিম হা/২০৪৭; মিশকাত হা/৪১৯০।
২৬. যাদুল মা'আদ, ৪/১২৪ পৃঃ; বুখারী হা/৫৭৬৫, মুসলিম হা/২১৮৯; মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনে বায, ৩/২২৮।
২৭. ফাতহুল হাক্ব আল-মুবীন ফী 'ইলাজিস 'সার'ই ওয়াস সিহরি ওয়াল আইন, পৃঃ ১৩৮।
২৮. ফাতাওয়া ইবনে বায, ৩/২৭৯; ফতহুল মাজীদ. পৃঃ ৩৪৬; ওয়াহীদ আব্দুস সালাম, আস-সারিমুল বাত্তার ফিত তাসাদ্দী লিস সাহারাতি ওয়াল আশরার, পৃঃ১০৯-১১৭; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, ১১/১৩, ইবন হাজার, ফতহুল বারী, ১০/২৩৩।
২৯. বুখারী হা/৫০১৬; মুসলিম হা/২১৯২; ফৎহুল বারী ১০/২০৮।
৩০. আবূদাঊদ হা/৩১০৬; তিরমিযী হা/২০৮০; ছহীহুল জামে' হা/৩২২।
৩১. মুসলিম হা/২২০২।
৩২. বুখারী হা/৫৭৫০; মুসলিম হা/২১৯১।

٤. أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ-

৪. 'আমি আল্লাহ্র পরিপূর্ণ কালেমা সমূহের আশ্রয় নিচ্ছি যাবতীয় শয়তান ও বিষধর জন্তু থেকে এবং যাবতীয় ক্ষতিকর চক্ষু (বদনযর) থেকে' *(বুখারী হা/৩৩৭১)*।

٥. أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

৫. 'আল্লাহ্র পরিপূর্ণ কালেমা সমূহের অসীলায় আমি তাঁর নিকট তাঁর সৃষ্টির ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাই' *(মুসলিম হা/২১৯১)*।

٦. أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنِ-

৬. 'আমি আশ্রয় চাই আল্লাহ্র পরিপূর্ণ বাক্যসমূহের অসীলায় তাঁর ক্রোধ থেকে, তাঁর শাস্তি থেকে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা ও তাদের উপস্থিতি থেকে'।[৩৩]

٧. أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِى لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلاَ فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِى الأَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلاَّ طَارِقاً يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ.

৭. 'আমি আল্লাহ্র ঐ সকল পরিপূর্ণ বাণী সমূহের সাহায্যে আশ্রয় চাই, যা কোন সৎলোক বা অসৎলোক অতিক্রম করতে পারে না। আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন, অস্তিত্বে এনেছেন এবং তৈরী করেছেন তার অনিষ্ট থেকে আসমান থেকে যা আসে তার অনিষ্ট থেকে, যা আকাশে উঠে তার অনিষ্ট থেকে, যা পৃথিবীতে তিনি সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে, যা পৃথিবী থেকে বেরিয়ে আসে তার অনিষ্ট থেকে; দিন-রাতে সংঘটিত ফিৎনার অনিষ্ট থেকে, আর রাত্রিবেলা হঠাৎ করে আগত অনিষ্ট থেকে, তবে রাতে আগত যে বিষয়ে কল্যাণ নিয়ে আসে তা ব্যতীত, হে দয়াময়'![৩৪]

٨. اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى مُنَزِّلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِى شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ.

৮. 'হে আল্লাহ! হে আসমান সমূহের রব, যমীনের রব, মহান আরশের রব, আমাদের রব ও প্রত্যেক বস্তুর রব! হে শস্য-বীজ ও আঁটি বিদীর্ণকারী! হে তাওরাত, ইনজীল ও কুরআন নাযিলকারী! আমি প্রত্যেক এমন বস্তুর অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, যার মাথার অগ্রভাগ আপনি ধরে রেখেছেন (নিয়ন্ত্রণ করেছেন)। হে আল্লাহ! আপনিই প্রথম, আপনার পূর্বে কিছুই ছিল না। আপনিই সর্বশেষ আপনার পরে কোন কিছু থাকবে না। আপনি সব কিছুর উপরে, আপনার উপরে কিছুই নেই। আপনি সর্বনিকটে, আপনার চেয়ে নিকটবর্তী কিছু নেই'।[৩৫]

٩. بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيْكَ بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ

৯. 'আল্লাহ্র নামে আমি তোমার ঝাড়-ফুঁক করছি ঐসব বস্তু থেকে যা তোমার ক্ষতি করে আর হিংসুক আত্মা বা বদ নযরের অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ তোমাকে রোগ মুক্ত করুন। আল্লাহ্র নামে আমি তোমার ঝাড়-ফুঁক করছি'।[৩৬]

١٠. بِاسْمِ اللهِ يُبْرِيكَ وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَشَرِّ كُلِّ ذِى عَيْنٍ.

১০. 'আল্লাহ্র নামে, তিনি তোমাকে সুস্থ করবেন। তিনি তোমাকে মুক্ত করবেন সব রোগ থেকে, সব হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে, আর সব বদনযরকারীর অনিষ্ট থেকে'।[৩৭]

١١. بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ حَسَدِ حَاسِدٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ اللهُ يَشْفِيكَ.

১১. 'আল্লাহ্র নামে তোমার ঝাড়-ফুঁক করছি ঐসব বস্তু থেকে, যা তোমার ক্ষতি করে। কোন হিংসুকের হিংসা থেকে, আর সকল বদ নযর থেকে। আল্লাহ তোমাকে রোগমুক্ত করুন'।[৩৮]

এসব দো'আ ও ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে জাদু, বদ নযর জিনের আছর ও সকল রোগের চিকিৎসা করা যায়। কেননা আল্লাহ্র রহমতে এগুলো সামগ্রিকভাবে উপকারী ঝাড়-ফুঁক।

(ঘ) প্রাকৃতিক ঔষধ :

কিছু উপকারী প্রাকৃতিক চিকিৎসা হ'ল মধু,[৩৯] কালো জিরা[৪০] ও যমযম পানি,[৪১] যয়তুন তেল। কেননা নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা যয়তুন তেল খাও এবং তা মাখ। কেননা তা এক বরকতময় গাছ থেকে তৈরি'।[৪২]

জিন ধরা রোগীর ঝাড়-ফুঁক :

আল্লাহ তা'আলার বাণী, الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لاَ يَقُوْمُوْنَ إِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ 'যারা সূদ ভক্ষণ

৩৩. *আবুদাঊদ হা/৩৮৯৮; তিরমিযী, হা/৩৫২৮, হাদীছ হাসান।*
৩৪. *মুসনাদ আহমাদ হা/১৫৪৬১; ছহীহাহ ৭/১৯৬।*
৩৫. *মুসলিম হা/২৭১৩।*
৩৬. *মুসলিম হা/২১৮৬।*
৩৭. *মুসলিম হা/২১৮৫।*
৩৮. *ইবনু মাজাহ হা/৩৫২৭ সনদ ছহীহ।*
৩৯. *নাহল ১৬/৬৯।*
৪০. *বুখারী হা/৫৬৮৭-৮৮; মুসলিম হা/২২১৫; মিশকাত হা/৪৫২০।*
৪১. *ইবনু মাজাহ হা/৩০৬২; ছহীহাহ হা/৮৮৩, ১০৫৬।*
৪২. *আহমদ হা/১৬০৫৫; তিরমিযী হা/১৮৫১; সনদ ছহীহ।*

Contents

করে, তারা (ক্বিয়ামতের দিন) দাঁড়াতে পারবে না জ্বিনে ধরা রোগীর ন্যায় ব্যতীত' *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*।

নবী করীম (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীদেরকে বলেন, 'গত রাত্রে একজন দুষ্ট জিন হঠাৎ করে এসে আমার ছালাত নষ্ট করতে চেয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা তাকে ধরার জন্য আমাকে শক্তি দান করেন। আমি তাকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখার ইচ্ছা পোষণ করি, যাতে করে তোমরা সবাই সকালে তাকে দেখতে পাও। কিন্তু আমার ভাই সুলাইমান (আঃ)-এর কথা- وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لاَ يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِيْ 'আর আমাকে এমন রাজত্ব দান কর, যা আমার পরে আর কেউ যেন না পায়' *(ছোয়াদ ৩৮/৩৫)* স্মরণ করে ছেড়ে দিয়েছি। আর তাকে নিরাস করে ভাগিয়ে দিয়েছি'।[৪৩]

নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট একজন পাগল বাচ্চাকে নিয়ে আসা হ'লে তিনি বলেন, আল্লাহ্র দুশমন বের হও! আমি আল্লাহ্র রাসূল। রাবী বলেন, এরপর বাচ্চাটি আরোগ্য লাভ করে'।[৪৪]

ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, মানুষের উপর জিন আছর করে বা তার মাঝে প্রবেশ করে। এটা মুসলমানদের কেউ অস্বীকার করে না। বরং এটা আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাতের আক্বীদা। আর যে অস্বীকার করে সে শরী'আতকে মিথ্যারোপ করে।[৪৫]

জিনের আছরের কিছু আলামত :

জিনে ধরা মানুষ অস্বাভাবিক আচরণ করে। কখনও হাসে, কখনও কাঁদে। একাকী কথা বলে। উপসর্গ ছাড়াই তার বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।

জিনের আক্রমণ থেকে বাঁচার ঝাড়-ফুঁক :

সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত, সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক্ব, সূরা নাস ৩ বার পড়ে ফুঁক দিবে ও আক্রান্ত ব্যক্তির গায়ে হাত দিয়ে বুলাবে।[৪৬] এগুলো পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে আক্রান্ত ব্যক্তিকে খাওয়ানো ও গোসল করানো যায়।

ঝাড়-ফুঁক চিকিৎসা জীবিকা হিসাবে গ্রহণ :

ঝাড়-ফুঁক চিকিৎসা জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করা বৈধ। ঝাড়-ফুঁককারী রোগীর নিকট থেকে পারিশ্রমিক নিতে পারবেন।[৪৭]

সমাপনী :

ইসলামী শরী'আতে ঝাড়-ফুঁক বৈধ যদি তা কুরআন ও হাদীছ দ্বারা করা হয় এবং পদ্ধতি শিরক-বিদ'আত মুক্ত হয়। বর্তমানে অধিকাংশ ঝাড়-ফুঁককারীই শিরকের মাধ্যমে এসব করে থাকে। তাদের থেকে সাবধান থাকতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে শিরক থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দিন- আমীন!

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক

সদ্য প্রকাশিত বই

ইসলামে তাক্বলীদের বিধান

যুবায়ের আলী যাঈ

অনুবাদ
আহমাদুল্লাহ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০২৪৭) ৮৬০৮৬১, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৫৫৮-৩৪০৩৯

দৃষ্টি আকর্ষণ

মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী (রহঃ) প্রতিষ্ঠিত **'মাসিক তর্জুমানুল হাদীছ'**-এর পুরাতন সংখ্যাসমূহ স্ক্যান-এর কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া সাপ্তাহিক আরাফাত-এর প্রাচীন সংখ্যা সমূহ, কলিকাতার 'মাসিক আহলেহাদীস' সহ আহলেহাদীছদের প্রাচীন বাংলা পত্রিকা ও সাময়িকী, মাওলানা আকরম খাঁ-র 'সমস্যা ও সমাধান' বই এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বইসমূহ পর্যায়ক্রমে স্ক্যান করে অনলাইনে সংরক্ষণ করা হবে ইনশাআল্লাহ। কারো নিকট উল্লেখিত পত্রিকার কোন সংখ্যা বা বই থাকলে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রইল।

যোগাযোগের ঠিকানা
গবেষণা বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১।
মোবাইল : ০১৭১৬-০৩৪৬২৫, ০১৯২৫-৩৯২১৪৯।

৪৩. *বুখারী হা/৩৪২৩।*
৪৪. *আহমাদ হা/১৭৫৪৯, ১৭৫৫৯, ১৭৫৬৩, ১৭৫৬৪, ১৭৫৬৫।*
৪৫. *মাজমূ' ফাতাওয়া, ২৪/২৭৬-২৭৭।*
৪৬. *বুখারী হা/৫০১৬; মুসলিম হা/২১৯২; ফৎহুল বারী ১০/২০৮।*
৪৭. *মুসলিম হা/৫৮৬৩।*

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ ও ইউনিভার্সিটি অফ ইসলামিক সায়েন্স, করাচী, পাকিস্তান কর্তৃক প্রদত্ত নির্ঘন্ট অনুসারে প্রস্তুতকৃত

হিজরী ১৪৩৮ ॥ খ্রিষ্টাব্দ ২০১৭ ॥ বঙ্গাব্দ ১৪২৪

ইংরেজী মাস	আরবী মাস	বাংলা মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ জুলাই	০৬ শাওয়াল	১৭ আষাঢ়	শনিবার	৩ঃ৪৭	৫ঃ১৫	১২ঃ০২	৩ঃ২১	৬ঃ৫০	৮ঃ১৭
০৫ ,,	১০ ,,	২১ ,,	বুধবার	৩ঃ৪৯	৫ঃ১৬	১২ঃ০৩	৩ঃ২২	৬ঃ৫১	৮ঃ১৭
১০ ,,	১৫ ,,	২৬ ,,	সোমবার	৩ঃ৫২	৫ঃ১৮	১২ঃ০৪	৩ঃ২৪	৬ঃ৫০	৮ঃ১৬
১৫ ,,	২০ ,,	৩১ ,,	শনিবার	৩ঃ৫৪	৫ঃ২০	১২ঃ০৪	৩ঃ২৫	৬ঃ৪৯	৮ঃ১৪
২০ ,,	২৫ ,,	০৫ শ্রাবণ	বৃহস্পতি	৩ঃ৫৭	৫ঃ২২	১২ঃ০৫	৩ঃ২৬	৬ঃ৪৭	৮ঃ১২
২৫ ,,	০১ যিলক্বদ	১০ ,,	মঙ্গলবার	৪ঃ০১	৫ঃ২৫	১২ঃ০৫	৩ঃ২৮	৬ঃ৪৫	৮ঃ০৯

Contents

যাকাত ও ছাদাক্বা

আত-তাহরীক ডেস্ক

'যাকাত' অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্রতা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে ঐ দান, যা আল্লাহ্র নিকটে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং যাকাত দাতার মালকে পরিশুদ্ধ করে। 'ছাদাক্বা' অর্থ ঐ দান, যার দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ হয়। পারিভাষিকভাবে যাকাত ও ছাদাক্বা মূলতঃ একই মর্মার্থে ব্যবহৃত হয়।

যাকাত ও ছাদাক্বার উদ্দেশ্য : যাকাত ও ছাদাক্বার মূল উদ্দেশ্য হ'ল দারিদ্র্য বিমোচন ও ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ– 'আল্লাহ তাদের উপরে ছাদাক্বা ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে নেওয়া হবে ও তাদের গরীবদের মধ্যে দেওয়া হবে'।[১]

যাকাতের প্রকারভেদ : যাকাত চার প্রকার মালে ফরয হয়ে থাকে। ১. স্বর্ণ-রৌপ্য বা সঞ্চিত টাকা-পয়সা ২. ব্যবসায়রত সম্পদ ৩. উৎপন্ন ফসল ৪. গবাদি পশু। টাকা-পয়সা একবছর সঞ্চিত থাকলে শতকরা আড়াই টাকা বা ৪০ ভাগের ১ ভাগ হারে যাকাত বের করতে হয়। ব্যবসায়রত সম্পদ ও গবাদি পশুর মূলধনের এক বছর হিসাব করে যাকাত দিতে হয়। উৎপন্ন ফসল যেদিন হস্তগত হবে সেদিনই যাকাত (ওশর) ফরয হয়। এর জন্য বছরপূর্তি শর্ত নয়।

যাকাতের নিছাব : ১. স্বর্ণ-রৌপ্যে পাঁচ উক্বিয়া বা ২০০ দিরহাম। ২. ব্যবসায়রত সম্পদ-এর নিছাব স্বর্ণ-রৌপ্যের ন্যায়। ৩. খাদ্য শস্যের নিছাব পাঁচ অসাক্ব, যা হিজাযী ছা' অনুযায়ী ১৯ মণ ১২ সেরের কাছাকাছি বা ৭১৭ কেজির মত হয়। এতে ওশর বা এক দশমাংশ নির্ধারিত। সেচা পানিতে হ'লে নিছফে ওশর বা $^{১}/_{২০}$ অংশ দিবে। ৪. গবাদি পশু : (ক) উট ৫টিতে একটি ছাগল (খ) গরু-মহিষ ৩০টিতে ১টি দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী বাছুর (গ) ছাগল-ভেড়া-দুম্বা ৪০টিতে একটি ছাগল।[২]

যাকাতুল ফিৎর : এটিও ফরয যাকাত, যা ঈদুল ফিৎরের ছালাতে বের হওয়ার আগেই মাথা প্রতি এক ছা' বা মধ্যম হাতের চার অঞ্জলী (আড়াই কেজি) হিসাবে দেশের প্রধান খাদ্যশস্য হ'তে প্রদান করতে হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের স্বাধীন ও ক্রীতদাস, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায় করার নির্দেশ দান করেছেন'।[৩] ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকল মুসলিম নর-নারীর উপরে যাকাতুল ফিৎর ফরয। এর জন্য 'ছাহেবে নিছাব' অর্থাৎ সাংসারিক প্রয়োজন সমূহ বাদে ২০০ দিরহাম বা সাড়ে ৫২ তোলা রূপা কিংবা সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণের মালিক হওয়া শর্ত নয়। এটি ঈদের ১ বা ২ দিন পূর্বে জমাকারীর নিকট জমা করতে হয়। পরে দিলে সেটি সাধারণ ছাদাক্বায় পরিণত হয়। এটি ফরয ছাদাক্বা। যা আদায় না করলে তার উপর ঋণ হিসাবে থেকে যাবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৮৬)*।

বায়তুল মাল জমা করা : ফিৎরা ঈদের এক বা দু'দিন পূর্বে বায়তুল মালে জমা করা সুন্নাত। ইবনু ওমর (রাঃ) অনুরূপভাবে জমা করতেন। ঈদুল ফিৎরের দু'তিন দিন পূর্বে খলীফার পক্ষ হ'তে ফিৎরা জমাকারীগণ ফিৎরা সংগ্রহের জন্য বসতেন ও লোকেরা তাঁর কাছে গিয়ে ফিৎরা জমা করত। ঈদের পরে হকদারগণের মধ্যে বণ্টন করা হ'ত।[৪]

যাকাত-ওশর-ফিৎরা-কুরবানী ইত্যাদি ফরয ও নফল ছাদাক্বা রাষ্ট্র কিংবা কোন বিশ্বস্ত ইসলামী সংস্থা-র নিকটে জমা করা, অতঃপর সেই সংস্থা-র মাধ্যমে বণ্টন করাই হ'ল বায়তুল মাল বণ্টনের সুন্নাতী তরীকা। ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ ব্যবস্থাই চালু ছিল। তাঁরা কখনোই নিজেদের যাকাত নিজেরা হাতে করে বণ্টন করতেন না। বরং যাকাত সংগ্রহকারীর নিকটে গিয়ে জমা দিয়ে আসতেন। এখনও সঊদী আরব, কুয়েত প্রভৃতি আরব দেশে এ রেওয়াজ চালু আছে।

ছাদাক্বা ব্যয়ের খাত সমূহ : পবিত্র কুরআনে সূরা তওবার ৬০ আয়াতে ফরয ছাদাক্বা সমূহ ব্যয়ের আটটি খাত বর্ণিত হয়েছে। যাকাতুল ফিৎর এর অন্তর্ভুক্ত। যদিও ফকীর-মিসকীনকে অধিকহারে দেওয়ার ব্যাপারে তাকীদ রয়েছে। খাতসমূহ :-

১. ফকীর : নিঃসম্বল ভিক্ষাপ্রার্থী। **২. মিসকীন :** অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি যে নিজের প্রয়োজন মিটাতেও পারে না, মুখ ফুটে চাইতেও পারে না। বাহ্যিকভাবে তাকে সচ্ছল বলেই মনে হয়। **৩. 'আমেলীন :** যাকাত আদায়ের জন্য নিযুক্ত সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ। **৪. ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিগণ :** অমুসলিমদেরকে ইসলামে দাখিল করাবার জন্য ও নও মুসলিমদের ইসলামের উপর দৃঢ় রাখার জন্য এই খাতটি নির্দিষ্ট। **৫. দাসমুক্তি :** এই খাত বর্তমানে শূন্য। তবে অনেক বিদ্বান অসহায় কয়েদীদের মুক্তিকে এই খাতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন *(কুরতুবী)*। **৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি :** যার সম্পদের তুলনায় ঋণের অংক বেশী। কিন্তু যদি তার ঋণ থাকে ও সম্পদ না থাকে, এমতাবস্থায় সে ফকীর ও ঋণগ্রস্ত দু'টি খাতের হকদার হবে। **৭. ফী সাবীলিল্লাহ** বা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা। এটি জিহাদের খাত হিসাবে অগ্রগণ্য। **৮. দুস্থ মুসাফির :** পথিমধ্যে কোন কারণবশতঃ পাথেয় শূন্য হয়ে পড়লে পথিকগণ এই খাত হ'তে সাহায্য পাবেন। যদিও তিনি নিজ বাড়ীতে সম্পদশালী হন। ফিৎরা অন্যতম ফরয যাকাত হিসাবে তা উপরোক্ত খাত সমূহে বা ঐগুলির একাধিক খাতে ব্যয় করতে হবে। খাত বহির্ভূতভাবে ৪ নং খাত ব্যতীত অন্য কোন অমুসলিমকে ফিৎরা দেওয়া জায়েয নয়। কারণ মুসলিমদের নিকট থেকে যাকাত নিয়ে মুসলিম হকদারদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য হাদীছে নির্দেশ এসেছে। যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।[৫]

১. *বুখারী হা/১৪৯৬; মুসলিম হা/১৯ মিশকাত হা/১৭৭২ 'যাকাত' অধ্যায়।*
২. *বিস্তারিত নিছাব দ্রঃ 'বঙ্গানুবাদ খুৎবা' 'যাকাত' অধ্যায়।*
৩. *বুখারী হা/১৫০৩, ১৫০৬; মুসলিম হা/৯৮৬, ৯৮৫; মিশকাত হা/১৮১৫-১৬।*
৪. *বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/১৫১১-এর আলোচনা, মির'আত ১/২০৭ পৃ.।*
৫. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৬২-৭৪; মির'আত হা/১৮৩৩-এর ব্যাখ্যা, ১/২০৫-৬।*

ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

প্রচলন : ঈদায়নের ছালাত ২য় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার সাথে সাথে চালু হয়। এটি সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিতভাবে এটি আদায় করেছেন এবং ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সকল মুসলমানকে ঈদের জামা'আতে হাযির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। (ক) তিনি এদিন সর্বোত্তম পোষাক পরিধান করতেন ও নিজ স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে ঈদগাহে যেতেন। (খ) তিনি একপথে যেতেন ও অন্যপথে ফিরতেন। পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং চলার পথে অধিকহারে সরবে তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। (গ) মুক্বীম-মুসাফির সবাই ঈদের দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবেন। (ঘ) এ দিন সকালে মিসওয়াক সহ ওযূ-গোসল করে তৈল-সুগন্ধি মেখে উত্তম পোষাকে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে তাকবীর দিতে দিতে রওয়ানা হওয়া মুস্তাহাব। (ঙ) জামা'আত ছুটে গেলে একাকী বা জামা'আত সহকারে ঈদের তাকবীর সহ দু'রাক'আত ছালাত পড়বে। (চ) ঈদগাহে আসতে না পারলে বাড়ীতে মেয়েরা সহ বাড়ীর সকলকে নিয়ে তাকবীর সহকারে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে'।

ঈদায়নের সময়কাল : ঈদুল আযহায় সূর্য এক 'নেযা' পরিমাণ ও ঈদুল ফিৎরে দুই 'নেযা' পরিমাণ উঠার পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের ছালাত আদায় করতেন। এক 'নেযা' বা বর্শার দৈর্ঘ্য হ'ল তিন মিটার বা সাড়ে ছয় হাত *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৮ পৃ.)*। অতএব ঈদুল আযহার ছালাত সূর্যোদয়ের পরপরই যথাসম্ভব দ্রুত শুরু করা উচিত।

তাকবীর ধ্বনি : আরাফার দিন ফজর থেকে মিনার শেষ দিন পর্যন্ত অর্থাৎ ৯ই যিলহাজ্জ ফজর থেকে ১৩ই যিলহাজ্জ 'আইয়ামে তাশরীক্ব'-এর শেষ দিন আছর পর্যন্ত ২৩ ওয়াক্ত ছালাত শেষে ও অন্যান্য সময়ে দুই বা তিনবার করে এবং ঈদুল ফিৎরের দিন সকালে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়া থেকে খুৎবা শুরুর আগ পর্যন্ত উচ্চকণ্ঠে ঈদায়নের তাকবীর ধ্বনি করা সুন্নাত। এটি হ'ল 'ঈদের নিদর্শন' (شعار العيد)। এ সময় আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হাম্দ'। অনেক বিদ্বান পড়েছেন, 'আল্লা-হু আকবার কাবীরা, ওয়াল হামদু লিল্লা-হি কাছীরা, ওয়া সুবহানাল্লা-হি বুকরাতাঁও ওয়া আছীলা'। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এটাকে 'সুন্দর' বলেছেন' *(দ্রঃ মাসায়েলে কুরবানী ২৬-২৮ পৃ.)*।

ঈদায়নের ছালাত ও অতিরিক্ত তাকবীর সমূহ : প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পাঠের পর ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বার তাকবীর দেওয়া সুন্নাত।[১] ১ম রাক'আতে 'আঊযুবিল্লাহ'-'বিসমিল্লাহ' পাঠ অন্তে ক্বিরাআত পড়বে। ২য় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে স্রেফ 'বিসমিল্লাহ' বলবে। প্রতি তাকবীরে দু'হাত উঠাবে ও বাম হাতের উপর ডান হাত বুকে বাঁধবে।[২] চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ও মুজতাহিদ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন। ভারতের দু'জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন।[৩] তাকবীর বলতে ভুলে গেলে বা গণনায় ভুল হ'লে তা পুনরায় বলতে হয় না বা 'সিজদায়ে সহো' লাগে না।[৪]

ছয় তাকবীরের তাবীল : 'জানাযার চার তাকবীরের ন্যায়' *(আবুদাঊদ হা/১১৫৩)* বলে ১ম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা সহ ক্বিরাআতের পূর্বে চার তাকবীর এবং ২য় রাক'আতে রুকূর তাকবীর সহ ক্বিরাআতের পরে চার তাকবীর বলে 'তাবীল' (تأويل) করা হয়েছে। এর মধ্যে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকূর ফরয তাকবীর দু'টি বাদ দিলে অতিরিক্ত (৩+৩) ছয়টি তাকবীর হয়। অথচ উক্ত যঈফ হাদীছে কোন তাকবীর বাদ দেওয়ার কথা নেই কিংবা ক্বিরাআতের আগে বা পরে বলে কোন বক্তব্য নেই। অনুরূপভাবে মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ *(বোম্বাই ১৯৭৯, ২/১৭৩)*-তে বর্ণিত 'নয় তাকবীর' থেকে তাকবীরে তাহরীমা এবং ১ম ও ২য় রাক'আতের রুকূর তাকবীর দু'টিসহ মোট তিনটি ফরয তাকবীর বাদ দিলে অতিরিক্ত ছয়টি তাকবীর হয়। এভাবেই তাবীল করে ছয় তাকবীর করা হয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (ছাঃ) কাউকে দেননি।

ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহঃ) বলেন, 'জানাযার চার তাকবীরে ন্যায়' মর্মের বর্ণনাটি যদি 'ছহীহ' বলে ধরে নেওয়া হয় *(ছহীহাহ হা/২৯৯৭)*, তথাপি এর মধ্যে ছয় তাকবীরের পক্ষে কোন দলীল নেই। কারণ তাকবীরে তাহরীমা সহ ১ম রাক'আতে চার ও রুকূর তাকবীর সহ ২য় রাক'আতে চার তাকবীর এবং ১ম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে ও ২য় রাক'আতে ক্বিরাআতের পরে তাকবীর দিতে হবে বলে কোন কথা সেখানে নেই। বরং এটাই স্পষ্ট যে, দুই রাক'আতেই জানাযার ছালাতের ন্যায় চারটি করে (অতিরিক্ত) তাকবীর দিতে হবে'। অথচ এ বিষয়ে ১২ তাকবীরের স্পষ্ট ছহীহ হাদীছের উপরে সকলে আমল করলে সুন্নী মুসলমানেরা অন্ততঃ বৎসরে দু'টি ঈদের খুশীর দিনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ছালাত ও ইবাদত করতে পারত *(দ্রঃ 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' ২১১-১২ পৃ.)*।

ঈদায়নের ছালাত সকল নফল ছালাতের মধ্যে সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ।[৫] এটি ইসলামের বাহ্যিক নিদর্শন সমূহের

---

১. *আবুদাঊদ হা/১১৪৯; দারাকুৎনী (বৈরূত : ১৪১৭/১৯৯৬) হা/১৭০৪; বিস্তারিত দ্রঃ 'মাসায়েলে কুরবানী' বই 'ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর' অধ্যায়, ৫ম সংস্করণ ২০০৯, ৩৩-৪২ পৃ.।*

২. *মির'আত ৫/৫৪ পৃঃ; আল-মুগনী, মাসআলা ১৪১৫, ২/২৮৩ পৃ.; বুখারী হা/৭৪০; মিশকাত হা/৭৯৮ 'ছালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ।*

৩. *মির'আত ৫/৪৬, ৫১, ৫২ পৃঃ।*

৪. *মির'আত হা/১৪৫৫-এর আলোচনা ৫/৫৩ পৃ.।*

৫. *কুরতুবী, তাফসীর সূরা ছাফফাত ১০২-১১৩ আয়াত।*

অন্যতম। হজ্জ ও ওমরাহ্র তালবিয়াহ পাঠ ব্যতীত কোন ইবাদতের জন্য নিয়ত মুখে বলতে হয় না। বরং হৃদয়ে সংকল্প করতে হয় *(বুখারী হা/১)*। ঈদায়নের ছালাতে সূরায়ে আ'লা ও গা-শিয়াহ অথবা ক্বাফ ও ক্বামার পড়া সুন্নাত। না জানলে যেকোন সূরা পড়বে। জামা'আতে পড়লে ইমাম সরবে এবং মুক্তাদীগণ নীরবে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়বেন। একাকী পড়লে দু'টিই পড়বেন'।

ঈদায়নের জন্য প্রথমে ছালাত ও পরে খুৎবা প্রদান করতে হয়। ঈদের ছালাতের আগে পিছে কোন ছালাত নেই, আযান বা এক্বামত নেই। ঈদগাহে বের হবার সময় উচ্চকণ্ঠে তাকবীর এবং পৌঁছার পরেও তাকবীরধ্বনি করবে। এ সময় কাউকে জলদি আসার জন্য আহ্বান করা ঠিক নয়। ঈদগাহে ইমাম পৌঁছে যাওয়ার পরে ছালাতের পূর্বে বিভিন্ন জনে বক্তৃতা করা সুন্নাত বিরোধী কাজ।

ঈদায়নের খুৎবা একটি হওয়াই ছহীহ হাদীছ সম্মত। মাঝখানে বসে দু'টি খুৎবা প্রদান সম্পর্কে কয়েকটি 'যঈফ' হাদীছ রয়েছে। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এটিই প্রমাণিত সুন্নাত যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ঈদায়নের ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র একটি খুৎবা দিয়েছেন- যার মধ্যে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, দো'আ সবই ছিল' *(মাসায়েলে কুরবানী ২৯-৩২ পৃ.)*।

মুসলমানদের জাতীয় আনন্দ-উৎসব মাত্র দু'টি- ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা।[৬] এক্ষণে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' 'ঈদে মি'রাজুন্নবী' প্রভৃতি নামে নানাবিধ ঈদ-এর প্রচলন ঘটানো নিঃসন্দেহে বিদ'আত- যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

মহিলাদের অংশগ্রহণ : ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। প্রয়োজনে একজনের চাদরে দু'জন আসবেন। খত্বীব ছাহেব নারী-পুরুষ সকলকে লক্ষ্য করে মাতৃভাষায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে খুৎবা প্রদান করবেন। খুৎবার মাঝেও ইমামের তাকবীরের সাথে মুছল্লীগণ তাকবীর বলবেন। ঋতুবতী মহিলারা কেবল তাকবীর বলবেন ও খুৎবা শ্রবণ করবেন।[৭] ছাহেবে মির'আত বলেন যে, উক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত دَعْوَةُ الْمُسْلِمِينَ কথাটি 'আম'। এর দ্বারা খুৎবার বক্তব্য সমূহ এবং ওয়ায-নছীহত বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাতের পরে (সম্মিলিত) দো'আর প্রমাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি' *(মির'আত ৫/৩১)*।

বিবিধ : (১) ঈদায়নের ছালাত ময়দানে হওয়াটাই সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে নববীর পূর্ব দরজার বাইরে ৫০০ গজ দূরে 'বাত্বহান' (بَطْحَان) প্রান্তরে ঈদায়নের ছালাত আদায় করতেন এবং একবার মাত্র বৃষ্টির কারণে মসজিদে ছালাত আদায় করেছিলেন। কিন্তু বিনা কারণে বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে ময়দান ছেড়ে মসজিদে ঈদের জামা'আত করা সুন্নাত বিরোধী কাজ। (২) জামা'আত ছুটে গেলে একাকী বা জামা'আত সহকারে ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর সহ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নিবে। (৩) ঈদগাহে আসতে না পারলে বাড়ীতে মেয়েরা সহ সকলকে নিয়ে ঈদগাহের ন্যায় তাকবীর সহকারে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে। (৪) জুম'আ ও ঈদ একই দিনে হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইমাম হিসাবে দু'টিই পড়েছেন। অন্যদের মধ্যে যারা ঈদ পড়েছেন, তাদের জন্য জুম'আ অপরিহার্য করেননি। অবশ্য দু'টিই আদায় করা যে অধিক ছওয়াবের কারণ, এতে কোন সন্দেহ নেই। (৫) চাঁদ ওঠার খবর পরদিন পূর্বাহ্নে পেলে সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করে ঈদের ময়দানে গিয়ে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করবে। নইলে পরদিন ঈদ পড়বে।

(৬) মক্কার সাথে মিলিয়ে পৃথিবীর সর্বত্র একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালনের দাবী শরী'আতের প্রকাশ্য বিরোধিতা এবং স্রেফ হঠকারিতা মাত্র। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (রামাযান) মাস পাবে, সে যেন এ মাসের ছিয়াম রাখে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখো ও চাঁদ দেখে ছিয়াম ছাড়ো' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৯৭০)*। এতে প্রমাণিত হয় যে, সারা দুনিয়ার মানুষ একই দিনে রামাযান পায় না এবং একই সময়ে চাঁদ দেখতে পায় না। আর এটাই স্বাভাবিক। কেননা মক্কায় যখন সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা যায়, ঢাকায় তখন ৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট রাত হয়। তখন ঢাকার লোকদের কিভাবে বলা যাবে যে, তোমরা চাঁদ না দেখেও ছিয়াম রাখ বা ঈদ করো? ফলে স্বাভাবিকভাবেই ঢাকার ছিয়াম ও ঈদ মক্কার একদিন পরে চাঁদ দেখে হবে' *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২০৫-০৬ পৃ.)*। (৭) কুরবানী ও আক্বীক্বা একই দিনে হ'লে এবং দু'টিই করা সাধ্যে না কুলালে আক্বীক্বা অগ্রাধিকার পাবে। কেননা সাত দিনে আক্বীক্বা করাই ছহীহ হাদীছ সম্মত।[৮] (৮) দুই ঈদের দিন ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ।[৯] আর আইয়ামে তাশরীক্বের তিনদিন ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহাজ্জ খানা-পিনার দিন।[১০]

(৯) ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে সাক্ষাৎ হ'লে বলতেন *'আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্না ওয়া মিনকা'* (আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হ'তে কবুল করুন!)।[১১] অতএব পরস্পরে 'ঈদ মুবারক' বললেও উক্ত দো'আটি পাঠ করা সুন্নাত। এদিন নির্দোষ খেলাধুলা করা যাবে।[১২] কিন্তু তাই বলে পটকাবাজি, মাইকবাজি, ক্যাসেটবাজি, চরিত্র বিধ্বংসী ভিডিও প্রদর্শন, বাজে সিনেমা দেখা, খেলাধুলার নামে নারী-পুরুষের অবাধ সমাবেশ ও মেলামেশা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

৬. *আবুদাঊদ হা/১১৩৪; মিশকাত হা/১৪৩৯।*
৭. *বুখারী হা/৯৮০; মিশকাত হা/১৪৩১।*
৮. *তিরমিযী হা/১৫২২; আবুদাঊদ হা/২৮৩৭; মিশকাত হা/৪১৫৩।*
৯. *বুখারী হা/১৯৯১; মুসলিম হা/১১৩৮; মিশকাত হা/২০৪৮।*
১০. *মুসলিম হা/১১৪১; মিশকাত হা/২০৫০।*
১১. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪২।*
১২. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪১।*

নিষিদ্ধ সাজসজ্জা

*কানীয ফাতেমা**

ইসলাম নারীকে বৈধ সাজসজ্জা করতে বাধা দেয় না। বরং বিবাহিত নারীকে তার স্বামীর নিকট সুসজ্জিত ও পরিপাটি হয়ে থাকার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে অবৈধ সাজসজ্জা তাই, যা আল্লাহ্র সৃষ্টিকে বিকৃত করে, মানব আকৃতি ও ছূরতের পরিবর্তন ঘটায় এবং মানবচক্ষুকে প্রতারিত করে। কেননা ধোঁকাবাজির কোন স্থান ইসলামে নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে কেবল নারীকে আহ্বান করে। বস্তুতঃ তারা কেবল অবাধ্য শয়তানের পূজা করে। আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করেছেন। আর সে বলেছিল যে, অবশ্যই আমি তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে একটা নির্দিষ্ট অংশকে আমার দলে টেনে নিব। আমি অবশ্যই তাদের পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দিব, তাদেরকে আদেশ দিব যেন তারা পশুর কর্ণ ছেদন করে এবং তাদেরকে আদেশ করব যেন তারা আল্লাহ্র সৃষ্টি পরিবর্তন করে। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়' *(নিসা ৪/১১৭-১১৯)*।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হ'ল, আজকাল কৃত্রিম রূপচর্চা মুসলিম মহিলা অঙ্গনে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। পার্লার ব্যবসার নামে এই মহামারী শহরের অলি-গলি পেরিয়ে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ধর্মীয় বিধি-বিধানের প্রতি উদাসীন এমন নারীগণ 'পার্লার সংস্কৃতি'কে হাল ফ্যাশনের প্রতীকরূপে চিহ্নিত করে। অথচ এসব পার্লারগুলো রূপচর্চার আড়ালে শরী'আত লংঘন করছে এবং অশ্লীলতার অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। আলোচ্য নিবন্ধে নিষিদ্ধ সাজসজ্জা সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

সাজসজ্জার প্রকার : ব্যবহারগত দিক থেকে সাজসজ্জা তিন প্রকার। যথা- ক. মুবাহ সাজসজ্জা, খ. মুস্তাহাব সাজসজ্জা, গ. হারাম সাজসজ্জা।

ক. মুবাহ বা বৈধ সাজসজ্জা : এটা এমন সাজসজ্জা যা শরী'আতে বৈধ এবং করার ব্যাপারে শরী'আত নারীকে অনুমতি প্রদান করেছে। এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে যথাযোগ্য স্থানে তথা স্বামী ও মাহরামের নিকটে নারীর সৌন্দর্যের প্রকাশ, রেশমী বস্ত্র ও অলংকার পরিধান, আতর বা সুগন্ধি ব্যবহার ইত্যাদি। এই মুবাহ বা বৈধ সাজসজ্জাকারী ছওয়াব পায় না এবং এটা পরিহার করার কারণে সে গোনাহগারও হয় না।

খ. মুস্তাহাব সাজসজ্জা : এটা এমন সাজসজ্জা যা করতে শরী'আতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। এ পর্যায়ের সাজসজ্জার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত অভ্যাসগত সুন্নাত সমূহ। যেমন গোফ খাটো করা, দাড়ি ছেড়ে দেওয়া, মিসওয়াক করা, (ওযূর সময়) নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়া, নখ ছোট করা, আঙ্গুলের মাঝে খিলাল করা, বগলের লোম উপড়ানো, নাভীর নীচের লোম কাটা, পানি দ্বারা সৌচকার্য সম্পাদন করা ইত্যাদি।[১]

মুস্তাহাব বলতে বুঝায় যা করলে নেকী আছে। কিন্তু তা ত্যাগ করলে শাস্তি হবে না।

গ. হারাম সাজসজ্জা : এটা এমন সাজসজ্জা যা শরী'আতে নিষিদ্ধ, যার ব্যাপারে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। যেমন ভ্রূ উপড়ানো, নকল চুল লাগানো, পুরুষ ও কাফিরদের সাদৃশ্যপূর্ণ পোষাক পরিধান করা ইত্যাদি। হারাম হচ্ছে যা করলে শাস্তি দেওয়া হয় এবং শরী'আতের নির্দেশ পালনার্থে তা ত্যাগ করলে নেকী অর্জিত হয়।

সাজসজ্জা ও অপচয় : ইসলাম মধ্যপন্থী জীবন ব্যবস্থা। জীবনের সর্বক্ষেত্রে মধ্যপন্থী হওয়াকে ইসলাম পসন্দ করে। যুবতীরা সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য বর্ধক কাজ করতে পসন্দ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে মধ্যপন্থী ও মিতব্যয়ী হওয়া যরূরী। যারা অপচয় না করে পানাহার ও পরিচ্ছদ গ্রহণ করে তাদের প্রশংসা করে আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا– 'তারা যখন ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না বা কৃপণতা করে না। বরং তারা এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকে' *(ফুরক্বান ২৫/৬৭)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَالْبَسُوْا وَتَصَدَّقُوْا، فِىْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلاَ مَخِيْلَةٍ 'তোমরা পানাহার করো, পোষাক পরিধান করো এবং দান-খয়রাত করো অপচয় না করে এবং অহংকার মুক্ত হয়ে'।[২] ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ سَرَفٌ أَوْ مَخِيْلَةٌ 'যা ইচ্ছা খাও ও পরিধান কর, তবে যেন দু'টি জিনিস তোমাকে ত্রুটিযুক্ত না করে- অপচয় ও অহংকার'।[৩]

সুতরাং পরিমিত খরচের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বৈধ সাজসজ্জা করা মুসলিম নারীদের জন্য কর্তব্য। কিন্তু এসব সাজসজ্জায় অহংকার যুক্ত হ'লে তা হারাম হয়ে যাবে।

সাজসজ্জার উদ্দেশ্য : মুসলিম নারীদের যাবতীয় সাজসজ্জা ও শোভা-সৌন্দর্য স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্যই হবে। যেমন আল্লাহ বলেন,وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ 'আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের স্বামীর নিকটে ব্যতীত' *(নূর ২৪/৩১)*। রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, أَىُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ. قَالَ الَّتِى تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ 'কোন নারী উত্তম? তিনি উত্তরে বললেন, যে স্বামীকে আনন্দিত করে যখন সে (স্বামী) তার দিকে তাকায়'।[৪] অপর একটি হাদীছে এসেছে, মু'আবিয়া আল-কুশাইরী হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের লজ্জাস্থানের কতখানি ঢেকে রাখবো, আর কতখানি খুলে রাখবো? তিনি বলেন, তোমার লজ্জাস্থান

* এম.এ, ইংরেজী বিভাগ, সরকারী হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সিগঞ্জ।

১. *আবুদাঊদ হা/৫৩, সনদ হাসান।*

২. *বুখারী তা'লীক, 'পোষাক-পরিচ্ছদ' অধ্যায়; নাসাঈ হা/২৫৫৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৬০৫; মিশকাত হা/৪৩৮১, সনদ হাসান।*

৩. *বুখারী, তরজমাতুল বাব, 'পোষাক-পরিচ্ছদ' অধ্যায়।*

৪. *নাসাঈ হা/৩২৩১; মিশকাত হা/৩২২৭; ছহীহাহ হা/১৮৩৮।*

আপন স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্যদের থেকে হেফাযত করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার অভিমত কী যে, লোকেরা যদি একত্রে বসবাস করে? তিনি বলেন, যদি তুমি তা কাউকে না দেখিয়ে পারো, তবে অবশ্যই তা দেখাবে না। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ যদি নির্জনে থাকে? তিনি বললেন, আল্লাহ অধিক অগ্রগণ্য যে, মানুষের চেয়ে তাঁর প্রতি বেশি লজ্জাশীল হবে'।[৫] উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নারীরা স্বামীকে খুশি করার জন্য নিজে সুসজ্জিত হবে এবং নিজের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলবে।

নারীর রূপ-লাবণ্য, শোভা-সৌন্দর্য ও কমনীয়তা নারীর গর্ব। তার এ রূপ-যৌবন দেয়া হয়েছে কেবল তার স্বামীর জন্য। স্বামীকে সে রূপ উপহার না দিতে পারলে নারীজীবনের কোন মূল্যই থাকে না। সুতরাং অঙ্গ যার জন্য নিবেদিত অঙ্গরাগও তার জন্যই নির্দিষ্ট হবে এটাই স্বাভাবিক। স্বামী ব্যতীত অন্য কারো জন্য অঙ্গসজ্জা করা ও তা প্রদর্শন করা বৈধ নয়। কালের পরিক্রমায় নারীদের মেকআপ ও প্রসাধন সামগ্রীর বৈচিত্র্য বেড়েছে। এগুলোর মধ্যে হালাল ও হারামের বিধান হ'ল ঐ প্রসাধনী ব্যবহারে যেন অঙ্গের বা ত্বকের কোন ক্ষতি না হয়। ঐ দ্রব্যে যেন কোন প্রকার অবৈধ বা অপবিত্র বস্তু মিশ্রিত না থাকে এবং তা যেন বিজাতীয় মহিলাদের বৈশিষ্ট্য না হয়। যেমন সিঁদুর, শাখা, টিপ প্রভৃতি এবং তা যেন বেগানার সামনে প্রকাশ না পায়।[৬]

সুতরাং শরী'আতের সীমার মধ্যে থেকে নারী যে কোন প্রসাধনী কেবল স্বামীর মন আকর্ষণের জন্য ব্যবহার করতে পারে। তার সামনে পরিধান করতে পারে যে কোন পোষাক, কেবল তার মনোরঞ্জনের জন্য। এই সাজসজ্জাতেও লুকিয়ে থাকে ভালোবাসার রহস্য। পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি স্বামীর জন্য অঙ্গসজ্জা না করে; বরং বাইরে গেলে বা অন্য কারো জন্য প্রসাধনী ব্যবহার করে, তবে নিশ্চয়ই সে নারী স্বামীর প্রেম-ভালোবাসার বিরোধী। নতুবা সে স্বামীর প্রেম ও দৃষ্টি আকর্ষণকে যরূরী মনে করে না। এমন নারী হতভাগী বৈ কি? সে জানে না যে, তার নিজের দোষে স্বামী অন্য নারীতে আসক্ত হয়ে পড়তে পারে।

সাজসজ্জার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় : সাজসজ্জার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তাতে যেন শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দৃশ্যমান না হয় বরং পূর্ণরূপে সমস্ত দেহ আবৃত থাকে। তদ্রূপ পোষাক যেন আঁটসাঁট ও কাফিরদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হয়। সেই সাথে পোষাকে যাতে বিভিন্ন ধরনের ছবি-মূর্তি অঙ্কিত না থাকে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রসাধনীতে যেন হারাম ও ক্ষতিকর কিছু মিশ্রিত না থাকে।

নিষিদ্ধ সাজসজ্জা : মহিলাদের জন্য যেসব সাজসজ্জা নিষিদ্ধ তন্মধ্যে কতিপয় নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. নগ্ন বা অর্ধনগ্ন হওয়া : নগ্ন-অর্ধনগ্ন হয়ে বাড়ীর বাইরে ঘোরাফিরা করা মুসলিম নারীদের জন্য জায়েয নয়। আল্লাহ বলেন, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى 'আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে। প্রাচীন জাহেলী যুগের ন্যায় সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না' *(আহযাব ৩৩/৩৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ 'আর তুমি মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তবে যেটুকু স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায় সেটুকু ব্যতীত। আর তারা যেন তাদের মাথার কাপড় বক্ষদেশের উপর রাখে' *(নূর ২৪/৩১)*। মহিলাদের জন্য বাড়ীতে অবস্থান করা আবশ্যক। যদি যরূরী কোন কারণে বাইরে যেতে হয়, তাহ'লে শারঈ পর্দা বজায় রেখে যেতে হবে। কিন্তু বর্তমানে নারীরা বাইরে বের হয় নগ্ন বা অর্ধনগ্ন হয়ে। শাড়ী পরলে পেটের অর্ধেক বের হয়ে থাকে। থ্রি-পিচ পরলে ওড়না ভালভাবে পরিধান করে না। কোন মতে বুকের উপরে ফেলে রাখে। কেউবা নেট জাতীয় পোশাক পরিধান করে যাতে তাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দৃশ্যমান হয়। এসব নারীদের পরিণতি সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا.

'দুই শ্রেণীর লোক জাহান্নামী, যাদেরকে এখনও আমি দেখিনি। ১. এমন সম্প্রদায় যাদের হাতে গরু তাড়ানোর লাঠি থাকবে, যা দ্বারা তারা মানুষকে প্রহার করবে। ২. নগ্ন পোষাক পরিধানকারী নারী, যারা পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথা বক্র উঁচু কাঁধ বিশিষ্ট উটের ন্যায় হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি এত এত দূর হ'তে পাওয়া যায়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'এক মাসের পথের দূরত্ব হ'তে পাওয়া যায়'।[৭] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَشَرُّ نِسَائِكُمُ الْمُتَبَرِّجَاتُ الْمُتَخَيِّلاَتُ وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْهُنَّ إِلاَّ مِثْلُ الْغُرَابِ الأَعْصَمِ– 'তোমাদের নারীদের মধ্যে নিকৃষ্ট হ'ল যারা পর্দাহীনা অহংকারিণী। আর তারা হ'ল মুনাফিক নারী। তাদের মধ্য হ'তে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না কেবল সাদা পা বিশিষ্ট কাকের ন্যায় ব্যতীত'।[৮]

---

৫. আবু দাউদ হা/৪০১৭; ইবনু মাজাহ হা/১৯২০।
৬. ফাতাওয়া ইবনে উছায়মীন ২/৭৭১।
৭. মুসলিম হা/২১২৮; মিশকত হা/৩৫২৪।
৮. বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হ/১৩৮৬০; ছহীহাহ হা/১৮৪৯।

২. আঁটসাঁট পোষাক পরা : পোষাক-পরিচ্ছদের উদ্দেশ্য হ'ল আবৃত করা। যা লজ্জাস্থান, সতর ও নারীদের সৌন্দর্যের স্থানগুলি ঢেকে রাখার জন্যই পরিধান করা হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيْشًا– 'হে আদম সন্তান! আমরা তোমাদের উপর পোষাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি বেশভূষার উপকরণ সমূহ' *(আ'রাফ ৭/২৬)*। এই উদ্দেশ্য ঢিলাঢালা ও পুরু পোষাক ব্যতীত পূরণ করা সম্ভব হয় না। কারণ আঁটসাঁট ও পাতলা পোষাকে শরীরের বিভিন্ন আকর্ষণীয় অঙ্গ স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান হয়। তাই এ ধরনের পোষাক পরিধান করা মুসলিম নারীদের জন্য জায়েয নয়। যদিও তা মাহরাম পুরুষ এবং কোন মহিলার সামনেও হয়। কেননা মহিলা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা নিজ স্বামীর কাছে পেশ করবে। মহিলাদের সর্বাঙ্গ ঢেকে চলার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ 'আর তারা যেন তাদের মাথার কাপড় বক্ষদেশের উপর রাখে' *(নূর ২৪/৩১)*। সুতরাং যে পোষাকে সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়, তা পরিহার করতে হবে।

উল্লেখ্য, টাইটফিট পোশাক কেবল স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে বাড়ির অভ্যন্তরে পরিধান করা বৈধ। কিন্তু কোন এগানা ও মহিলার সামনে, পিতা-মাতা বা সন্তানদের সামনেও তা ব্যবহার উচিত নয়।[৯] তদ্রূপ কেবল স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অন্তরবাস ব্যবহার করা বৈধ। অন্যকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করা অবৈধ।[১০]

স্ক্যার্ট-ব্লাউজ বা স্ক্যার্ট-গেঞ্জি মুসলিম মহিলার পোষাক নয়। বাড়িতেও এগানার সামনে এমন পোষাক পরিধান করা উচিত যাতে গলা থেকে পায়ের গিঁট পর্যন্ত আবৃত থাকে।[১১] প্যান্ট-শার্ট মুসলিম নারীদের পোষাক নয়। মহিলারা তা ব্যবহার করতে পারে না, যদিও তা ঢিলেঢালা হয় এবং টাইটফিট না হয়। কারণ এগুলো পুরুষদের পোষাক। আর পুরুষের বেশধারিণী নারী অভিশপ্ত।[১২]

৩. পুরুষ ও কাফিরদের সাদৃশ্যপূর্ণ পোষাক পরা : মুসলিম মহিলারা তাদের জন্য নির্ধারিত পোষাক পরিধান করবে এটাই তাদের জন্য সমীচীন। পুরুষদের সাদৃশ্যপূর্ণ পোষাক পরিধানকারী নারীদের রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অভিসম্পাত করেছেন। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لُبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ– 'রাসূল (ছাঃ) সেই পুরুষের ওপর অভিশাপ করেছেন যে মহিলার পোষাক পরিধান করে এবং সে মহিলার উপর অভিশাপ করেছেন যে পুরুষের পোষাক পরিধান করে'।[১৩] অন্যত্র তিনি বলেন, الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ 'নবী করীম (ছাঃ) ঐসব পুরুষকে লা'নত করেছেন যারা নারীর বেশ ধারণ করে এবং ঐসব নারীকে যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে'।[১৪]

৪. খ্যাতির পোষাক পরা : আল্লাহ তা'আলা সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা পসন্দ করেন। কিন্তু এতে সময় ও অর্থের অপচয় করা বৈধ নয়। কারণ আল্লাহ অপব্যয়কারীকে পসন্দ করেন না। আর অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। পক্ষান্তরে ফুলের সৌরভ ও রূপের গৌরব থাকেও না চিরদিন। এটা সবাইকে স্মরণ রাখতে হবে। বর্তমানে সুনাম-সুখ্যাতি ও প্রসিদ্ধি লাভের জন্য অনেকে বিভিন্ন পোষাক পরিধান করে। এই খ্যাতির পোষাক পরিধান করা নিষিদ্ধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِى الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَلْهَبَ فِيْهِ نَارًا– 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে খ্যাতির পোষাক পরিধান করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে লাঞ্ছনার কাপড় পরিধান করাবেন। অতঃপর তাতে আগুন প্রজ্বলিত করা হবে'।[১৫]

স্মর্তব্য যে, অলঙ্কার ও পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে মহিলামহলে আপোসে গর্ব করা এবং দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ক্ষণে ক্ষণে 'ড্রেস চেঞ্জ' করা বা অলঙ্কার বদল করা বা ডবল সায়া ইত্যাদি পরা আদর্শ নারীর বৈশিষ্ট্য নয়। গর্ব এমন এক কর্ম যাতে মানুষের সম্মান লোকের কাছে খর্ব হয়ে যায়।

৫. পোষাকে ছবি-মূর্তি অঙ্কিত না থাকা : যেসব পোষাকে বা অলঙ্কারে কোন মানুষ বা জীব-জন্তুর ছবি অঙ্কিত থাকে তা ব্যবহার করা বৈধ নয়। যেহেতু ইসলাম ছবি ও মূর্তির ঘোর বিরোধী।[১৬] অনুরূপভাবে যে পোষাকে বা অলঙ্কারে ক্রুশ, শঙ্খ, সর্প বা অন্যান্য কোন বিজাতীয় ধর্মীয় প্রতীক অঙ্কিত বা খোদিত থাকে, মুসলিমের জন্য তাও ব্যবহার করা বৈধ নয়।[১৭]

৬. সুগন্ধি ব্যবহার করা : মহিলাদের সুগন্ধি ব্যবহার করে বাড়ীর বাইরে যাওয়া নিষেধ। কিন্তু বর্তমান সমাজের অধিকাংশ মহিলা বাইরে যাওয়ার প্রাক্কালে বিভিন্ন সুগন্ধি মেখে নিজেকে সুরভিত ও সুবাশিত করে বাইরে বের হয়। আর তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রমকারীরা তাদের সুগন্ধে বিমোহিত হয়। এদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوْا مِنْ رِيْحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ 'যে নারী সুগন্ধি ব্যবহার করল অতঃপর লোকদের পাশ দিয়ে এ

---

৯. উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২/৮২৫।
১০. ফাতাওয়াল মারআতিল মুসলিমাহ, সংকলনে আশরাফ আব্দুল মাকছূদ ১/৪৭০ পৃঃ।
১১. আল-ফাতাওয়াল মুহিম্মাহ লিনিসাইল উম্মাহ, পৃঃ ২১।
১২. আবূদাঊদ হা/৪০৯৮; মিশকাত হা/৪৪৬৯, হাদীছ ছহীহ।
১৩. আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪৪৬৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২০৬৯।
১৪. বুখারী হা/৫৮৮৫; মিশকাত হা/৪৪২৯।
১৫. মুসনাদে আহমাদ হা/৫৭৯৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৬০৭; মিশকাত হা/৪৩৪৬, সনদ হাসান।
১৬. মাজমূ' ফাতাওয়া আব্দুল্লাহ বিন বায ও উছায়মীন, পৃঃ ৪০।
১৭. আল-ফাতাওয়াল মুহিম্মাহ লিনিসাইল উম্মাহ; আল-ফাতাওয়া আল-ইজতিমাইয়্যাহ, পৃঃ ৭।

উদ্দেশ্যে অতিক্রম করল যে, তারা যেন তার সুঘ্রাণ পায়, তাহ'লে সে ব্যভিচারী'।[১৮]

স্বামীর জন্য নিজেকে সর্বদা সুরভিত করে রাখায় নারীত্বের সার্থকতা আছে। ভালোবাসায় যাতে ঘুণ না ধরে; বরং তা যাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় ও গভীরতর হয় সে চেষ্টা স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই করা উচিত। এজন্য নারীদেরকে সুগন্ধি বা সেন্টজাতীয় কিছু স্বামীর জন্য বাড়ীর অভ্যন্তরে ব্যবহার করা বৈধ। কিন্তু তা মেখে বাড়ীর বাইরে ও বেগানার সামনে যাওয়া যাবে না। কারণ সুগন্ধি যেমন স্বামীর হৃদয় আকর্ষণ করে সুপ্ত কামনা জাগ্রত করে, তেমনি পরপুরুষের মন আকৃষ্ট করে ও তার কামনাকে প্রবল করে। এতে ঘটে যেতে পারে বিভিন্ন দুর্ঘটনা। তাই যারা সেন্ট ব্যবহার করে বাইরে বেগানা পুরুষের সামনে যায় তাদেরকে শরী'আতে বারবনিতা আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৭. ভ্রূ প্লাক করা : পার্লারে ভ্রূ প্লাক করতে যাওয়া নারীর সংখ্যা এখন অনেক বেশী। অনেক মহিলাই মনে করেন ভ্রূ প্লাক করলে তাদের অধিক সুন্দর দেখা যায়। কিন্তু সৌন্দর্যের মানসে ভ্রূ উৎপাটন করা যে গোনাহের কাজ, তা অনেকেই জানে না। একদিকে পৃথিবীর সকল মানুষ যদি বলে, ভ্রূ সরু করায় নারীদের বেশী সুন্দর দেখায়, অন্যদিকে আল্লাহ তা'আলা যদি বলেন, একাজে তিনি অসন্তুষ্ট হন, তাহ'লে তারা কি অর্জন করবে? আল্লাহ্র ক্রোধ ও অসন্তোষ ছাড়া অন্য কিছু নয়। ভ্রূ ছেঁটে ফেলা বা উৎপাটন করার মাধ্যমে আল্লাহ্র সৃষ্টিকে পরিবর্তন করা হয়। আর এই কাজে শয়তান মানুষকে প্ররোচিত করে যেমনটা মহান আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়েছেন, وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ 'আমি (শয়তান) তাদেরকে আদেশ করব যেন তারা আল্লাহ্র সৃষ্টি পরিবর্তন করে' *(নিসা ৪/১১৯)*। শয়তান মানুষকে ধোঁকা দিবে- এ ব্যাপারে অহী নাযিল করে আল্লাহ প্রথমে আমাদের সতর্ক করেছেন। এর পরও যে আল্লাহ্র পথ ছেড়ে শয়তানের পথে হাঁটবে, তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। 'তার ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম। সেখান থেকে সে অন্য কোন আশ্রয়স্থল পাবে না' *(নিসা ৪/১২১)*। যারা ভ্রূ প্লাক করে এবং প্লাক করিয়ে নেয় তাদের উভয়কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অভিসম্পাত বা লা'নত করেছেন।[১৯] অভিশপ্ত অর্থ আল্লাহ্র রহমত হ'তে বঞ্চিত হওয়া। বান্দার জন্য সবচেয়ে বড় নে'মত হ'ল আল্লাহ্র রহমত বা অনুগ্রহ লাভ করা। কারণ রাসলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র রহমত ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না'।[২০] যারা ভ্রূ প্লাক করে তাদের উচিত অত্র হাদীছের উপর গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তওবার মাধ্যমে আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করা।

স্বামী চাইলেও ভ্রূ চেঁছে সরু করে সৌন্দর্য আনয়ন করা বৈধ নয়। কারণ এতে আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন করা হয়। যারা এরূপ করে সে নারীদেরকে নবী করীম (ছাঃ) অভিশাপ করেছেন।[২১] অনুরূপভাবে কপাল চেঁছেও সৌন্দর্য আনয়ন করা অবৈধ।[২২]

উল্লেখ্য, যদি কারো ভ্রূ বেশী হয় এবং চোখ পর্যন্ত নেমে আসে, দৃষ্টির উপর প্রভাব ফেলে, তবে যে পরিমাণ তার সমস্যা সৃষ্টি করে সেই পরিমাণ কেটে ফেলাতে কোন দোষ নেই।[২৩] এছাড়া নারীদের মুখমণ্ডলে হরমোন জনিত কারণে পুরুষের ন্যায় দাড়ি-গোঁফ বা অস্বাভাবিক লোম উঠলে, তা তুলে ফেলা বৈধ।[২৪]

উল্লেখ্য, অনেক নারীই স্বামীকে সন্তুষ্ট করার নিমিত্তে ভ্রূ প্লাক করা, চোখের পাতায় কৃত্রিম ল্যাশ লাগানো প্রভৃতিকে জায়েয মনে করে কিন্তু এটা ঠিক নয়। যদি স্বামীকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহ্র অবাধ্য হওয়া যেত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পবিত্র যবানীতে তা অবশ্যই নিঃসৃত হ'ত। বরং তিনি বলেছেন, 'স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির প্রতি কোনরূপ আনুগত্য নেই। নিশ্চয়ই আনুগত্য হ'ল কেবল ন্যায় কাজে'।[২৫] খোলাফায়ে রাশেদার যুগে বনু আসাদ গোত্রের উম্মু ইয়াকূব নাম্নী এক মহিলা শুনতে পেলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) যারা সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে ভ্রূ উপড়ে ফেলে, দাঁত সরু করে আল্লাহ্র সৃষ্টি বদলে দেয় তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করেছেন। এই বক্তব্য শুনে উম্মু ইয়াকূব সোজা ইবনে মাসঊদের বাড়িতে চলে আসেন। এসে জিজ্ঞেস করেন, এ কেমন কথা? ইবনে মাসঊদ বললেন, 'কেন আমি তাদেরকে অভিশাপ দিব না, যাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) অভিশাপ দিয়েছেন এবং কুরআনে নিন্দা করা হয়েছে'? মহিলা বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি পূর্ণ কুরআন পাঠ করেছি, কিন্তু এ কথা কোথাও পাইনি। তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! তুমি যদি তা পড়তে, তবে অবশ্যই পেতে যে, 'রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক' *(হাশর ৫৯/৭)*।[২৬]

৮. পরচুলা লাগানো : বিয়ে উপলক্ষে বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে চুলের গোছা ভারী বা দীর্ঘ দেখানোর জন্য অথবা টাক ঢেকে রাখার জন্য নকল চুল লাগানো হয়। নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য পরচুলা লাগানো হারাম। কেননা তা প্রতারণার শামিল। শরী'আতের একটি অন্যতম মূলনীতি হ'ল, যে ব্যক্তি পাপকাজে সহয়তা করবে সে পাপে লিপ্ত ব্যক্তির ন্যায় সমান পাপী হবে। রাসূলুল্লাহর (ছাঃ) বলেছেন, لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ 'আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেন সেসব নারীদেরকে যারা নিজে পরচুলা লাগায় এবং যারা অন্যদের লাগিয়ে দেয়'।[২৭]

---

১৮. নাসাঈ হা/৫১২৬; ছহীহুল জামে' হা/২৭০১।
১৯. বুখারী হা/৫৯৪৮; ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ১০/৩৭৭।
২০. বুখারী হা/৫৬৭৩, মুসলিম হা/২৮১৬।
২১. ছহীহুল জামে' হা/৫১০৪; ফাতাওয়াল মারআহ, পৃঃ ৭২, ৯৪।
২২. সিলসিলা ছহীহাহ ৬/৬৯২ পৃঃ।
২৩. উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/১৩৩, প্রশ্ন নং ৬২।
২৪. ইমাম নববী, শরহ মুসলিম ১৩/১০৭।
২৫. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৬৫।
২৬. বুখারী হা/৫৯৩৯, মুসলিম হা/৫৪৬৬, ইবনু মাজাহ হা/১৯৮৯, আবু দাউদ হা/৪১৬৯।
২৭. বুখারী হা/৫৯৩৩; মুসলিম হা/২১২২; ইবনু মাজাহ হা/১৯৮৭।

জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার এক মেয়ের বসন্ত রোগ হয়ে মাথার চুল পড়ে গেছে। আমি তাকে বিয়ে দিয়েছি। তার মাথায় কি পরচুলা লাগাব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যে নিজে পরচুলা লাগায় এবং যে তা লাগিয়ে দেয় তাদের উভয়ের প্রতি আল্লাহ্র অভিসম্পাত'।[২৮]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, কোন এক আনছার মহিলা তার মেয়েকে বিয়ে দিলেন। কিন্তু তার মাথার চুলগুলো উঠে যেতে লাগালো। এরপর সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে এ ঘটনা বর্ণনা করে বলল, তার স্বামী আমাকে বলেছে যে, আমি যেন আমার মেয়ের মাথায় কৃত্রিম চুল লাগিয়ে দেই। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'না, তা কর না। কারণ আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের নারীদের উপর লা'নত বর্ষণ করেন, যারা মাথায় কৃত্রিম চুল লাগায়'।[২৯]

হুমাইদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বলেন, আমি যে বছর হজ্জ করেছি, সে বছরই মু'আবিয়া (রাঃ)-কে মিম্বরে ভাষণ দিতে দেখেছি। তিনি তার একজন রক্ষীর হাত থেকে এক গোছা পরচুলা হাতে নিয়ে বললেন, 'হে মদীনাবাসী! তোমাদের আলেমগণ কোথায়? আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এসব জিনিস ব্যবহার করতে নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, বনী ইসরাঈল তখনই ধ্বংস হয়েছে, যখন তাদের নারীরা এ ধরনের জিনিস ব্যবহার করা শুরু করেছে'।[৩০]

কৃত্রিম চুল বা পরচুলা (টেসেল) নিজের চুল বেশী দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হারাম, স্বামী চাইলেও তা লাগানো যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَادَتْ فِيْ رَأْسِهَا شَعْرًا لَيْسَ مِنْهُ، فَإِنَّـــهُ زُوْرٌ– 'যে নারী তার মাথায় এমন চুল বাড়তি লাগায় যা তার মাথার নয়, সে তার মাথায় জালিয়াতি সংযোগ করে।[৩১] যে মেয়েরা মাথায় পরচুলা লাগিয়ে বড় খোঁপা প্রদর্শন করে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাদের উপর অভিসম্পাত করেছেন।[৩২] অবশ্য কোন মহিলার মাথায় যদি আদৌ চুল না থাকে, তবে ঐ ত্রুটি ঢাকার জন্য তার পক্ষে পরচুলা ব্যবহার বৈধ।[৩৩]

সৌন্দর্যের জন্য সামনের কিছু চুল ছাঁটা অবৈধ নয়। তবে কোন অভিনেত্রী বা কাফের মহিলাদের অনুকরণে তাদের মত অথবা পুরুষদের মত করে চুল ছাঁটা হারাম।[৩৪]

৯. বিভিন্ন প্রসাধনী, অঙ্গরাগ ও অলঙ্কার : চোখের পাতায় অতিরিক্ত ল্যাশ বা লোম লাগানো বৈধ নয়। কারণ তা পরচুলার সাদৃশ্য বহন করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী অনুযায়ী এধরনের প্রসাধনী ব্যবহারকারিণী রমণী অভিশপ্ত।[৩৫] স্বামীর দৃষ্টি ও মন আকর্ষণের জন্য ঠোঁট-পালিশ, গাল-পালিশ প্রভৃতি অঙ্গরাগ ব্যবহার বৈধ যদি তাতে কোন প্রকার হারাম বা ক্ষতিকর পদার্থ মিশ্রিত না থাকে।[৩৬]

নখ কেটে ফেলা মানুষের এক প্রকৃতিগত রীতি। প্রতি সপ্তাহে একবার না পারলেও ৪০ দিনের ভিতর কেটে ফেলতে হয়।[৩৭] কিন্তু এই প্রকৃতির বিরোধিতা করে কতক মহিলা নখ লম্বা করে, যাতে সৌন্দর্য আছে বলে তারা মনে করে। নিছক পাশ্চাত্যের নারীদের অনুকরণে লম্বা নখে নেইল পালিশ লাগিয়ে বন্য সুন্দরী সাজে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করে, সে সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত'।[৩৮]

নেইল পালিশ ব্যবহার বৈধ নয়, কারণ এতে ওযূর অঙ্গে পানি প্রবেশ করে না। এরপরও যদি ব্যবহার করে তবে ওযূর পূর্বে তা তুলে ফেলতে হবে। নচেৎ ওযূ হবে না।[৩৯] এজন্য উত্তম সময় হ'ল মাসিকের কয়েক দিন। তবে মাসিক থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য ফরয গোসলের পূর্বে অবশ্যই তা তুলে ফেলতে হবে।

মহিলাদের চুলে, হাতে ও পায়ে মেহেদী ব্যবহার করা বৈধ। বরং মহিলাদের নখ সর্বদা মেহেদী দ্বারা রাঙ্গিয়ে রাখাই উত্তম।[৪০] মেহেদীতে পানি আটকায় না। সুতরাং তা না তুলে ওযূ-গোসল হয়ে যাবে।[৪১]

পায়ে বাজনা বিহীন নুপুর পরা বৈধ। বাজনা থাকলে বাইরে যাওয়া বা বেগানার সামনে শব্দ করে চলা হারাম। শুধু স্বামী বা এগানার সামনে বাজনা ওয়ালা নুপুর ব্যবহার করা যায়।[৪২]

অতিরিক্ত উঁচু সরু হিল জুতা পরা বৈধ নয়। কারণ এতে নারীর চলনে দৃষ্টি আকর্ষক ভঙ্গিমা সৃষ্টি হয়, যাতে পুরুষ প্রলুব্ধ হয়।[৪৩]

১০. উল্কি বা ট্যাটু আঁকা : চামড়ায় ধারালো সরু কাঠি, হাড় বা সূচ ফুটিয়ে দিয়ে তাতে রং ঢেলে স্থায়ীভাবে নক্সা আঁকাকে উল্কি উৎকীর্ণ বলে। জাহেলী যুগে লোকজন এই পদ্ধতিতেই দেহে উল্কি উৎকীর্ণ করত। কালের পরিক্রমায় এখন ইলেক্ট্রিক মেশিনের সাহায্যে ট্যাটু আঁকা হয়। উঠতি বয়সের তরুণ-তরুণীরা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুকরণে নিছক শখের বশে তাদের হাতে, কাঁধে ও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ট্যাটু অংকন করে। অনেক যুবক-যুবতীর নিকট উল্কি হ'ল একটি শিল্পকলা। কেউ কেউ অভিজ্ঞ শিল্পীর সুনিপুণ হাতের ছোঁয়ায় শরীরকে সৌন্দর্যের ক্যানভাসে রূপ দিতে চায়। তাদের জন্যই রয়েছে একটি সতর্কবার্তা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, (সুন্দরতর বস্তুতে) বদনযর লাগা একটি ধ্রুব সত্য বিষয়। তাই তিনি উল্কি অঙ্কণ

---

২৮. বুখারী হা/৫৯৪১; মুসলিম হা/৫৪৫৮।
২৯. বুখারী হা/৫৯৩৪; মুসলিম হা/৫৪৬২।
৩০. বুখারী হা/৫৯৩২, ৫৯৩৮; মুসলিম হা/৫৪৭১, ৫৪৭৩।
৩১. ছহীহুল জামে' হা/২৭০৫।
৩২. ছহীহুল জামে' হা/৫১০৪; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২/৮২৯।
৩৩. উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২/৮৩৬; ফাতাওয়াল মারআহ, পৃঃ ৮৩।
৩৪. উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২/৮২৬-৮৩১; ফাতাওয়াল মারআহ, পৃঃ ১০৭-১১১।
৩৫. মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, ইসলাম কিউ এ, ফৎওয়া নং ৩৯৩০১।
৩৬. উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২/৮২৯।
৩৭. মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ২০৬।
৩৮. আবু দাউদ হা/৪০৩১, আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ২০৫।
৩৯. ইলা রাববাতিল খুদূর, পৃঃ ১০১।
৪০. আবু দাউদ, মিশকাত হা/৪৪৬৭।
৪১. ফাতাওয়াল মারআহ, পৃঃ ২৬।
৪২. ফাতাওয়াল মারআহ, পৃঃ ৮০।
৪৩. ইলা রাববাতিল খুদূর, পৃঃ ৮৬।

করতে নিষেধ করেছেন।[৪৪] তিনি নিষেধ করেছেন রক্ত ও কুকুরের মূল্য নিতে এবং লা'নত করেছেন সূদ গ্রহীতা, সূদ দাতা, উল্কি অঙ্কনকারী, উল্কি গ্রহণকারী নারীদের প্রতি।[৪৫]

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ট্যাটু আঁকা যেমন নিষিদ্ধ, চিকিৎসা বিজ্ঞানেও এটি স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ। চর্মবিজ্ঞানের একজন সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ রবার্ট ট্যামাসিক মন্তব্য করেন, 'আসলে তুমি উল্কি করে চামড়াকে দু'ভাগ করছ এবং সেই জায়গাগুলোতে রঞ্জক পদার্থ প্রবেশ করাচ্ছ। এমনকি যদিও সূচটি চামড়াকে একটুই চিরছে কিন্তু যখনই তুমি চামড়ায় ফুটো করছ, তখনই তোমার ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসজনিত ইনফেকশন হওয়ার ঝুঁকি থাকে'। সূচের বারংবার ব্যবহারে খুব সহজেই হেপাটাইটিস-বি, সি ও এইডসের ভাইরাস একজন থেকে অন্যজনের দেহে ছড়াতে পারে। ইউরোপিয়ান কেমিক্যাল এজেন্সী সম্প্রতি একটি গবেষণা চালিয়েছে। গবেষকগণ জানিয়েছেন, 'ট্যাটু করানোর কালিতে এক ধরনের ক্ষতিকর ক্ষুদ্র কণা থাকে যা খালি চোখে দেখা যায় না। ত্বকে সূচ ফোঁটালে খুব সহজেই এই ক্ষুদ্র কণা প্রথমে রক্তনালীতে এবং পরে সারাদেহে ছড়িয়ে পড়ে যা মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতে ক্ষতি করে। ফলে ত্বকে ঘা, চুলকানি থেকে ক্যান্সার পর্যন্ত হ'তে পারে'।[৪৬]

এখানেই ইসলামের বিশেষত্ব ফুঁটে উঠেছে। আজকের চিকিৎসা বিজ্ঞান আমাদের যে বিষয়ে সতর্কবার্তা দিচ্ছে, সে ব্যাপারে মহান আল্লাহ বহু আগেই কুরআনে সতর্ক করেছেন। আফসোস এই যে, আধুনিকতার দাবীদার এসব প্রবৃত্তি পূজারীরা যদি ডাক্তারের সতর্কবার্তার চেয়ে আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ্র নিষেধাজ্ঞাকে প্রাধান্য দিত, তাহ'লে ইহকালে মরণব্যাধী ক্যান্সার ও পরকালে মর্মন্তুদ শাস্তি হ'তে মুক্তি পেত। উল্লেখ্য যে, নাক-কান ফুড়িয়ে অলঙ্কার ব্যবহার করা বৈধ।[৪৭]

১১. ত্বক ফর্সাকরণ : আজকাল ত্বক ফর্সাকারী ক্রিমে বাজার সয়লাব হয়ে গেছে। বিক্রেতাদের চটকদার কথার ফুলঝুরিতে সরলমতি ভোক্তারা মাসের পর মাস পকেটের টাকা খরচ করছেন, বিনিময়ে ত্বকের ক্ষতি ব্যতীত সত্যিকারার্থে কোন উপকার পাচ্ছেন না। ত্বকের রঙ কালো বা ফর্সা হওয়া মেলালিনের উপর নির্ভর করে, যা মহান আল্লাহ্র সৃষ্টি। যিনি আমাদের রিযিক দিচ্ছেন, লালন-পালন করছেন, বেঁচে থাকার জন্য প্রতিমুহূর্তে অক্সিজেন দিচ্ছেন, যিনি আমাদের প্রতিমুহূর্তে অগণিত নে'মতে ডুবিয়ে রেখেছেন, সে রব প্রদত্ত রং ও আকৃতিতে বান্দা নাখোশ হয় কি করে? আল্লাহ্র সৃষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকাই কৃতজ্ঞ বান্দার পরিচয়। এক্ষণে স্বীয় রবের সৃষ্টিতে অসন্তুষ্ট হয়ে লেজার ট্রিটমেন্ট বা স্কীন ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে ত্বকের রং পরিবর্তন করা অর্থাৎ কালো ত্বককে ফর্সা করা বৈধ নয়। কারণ তা আল্লাহ্র সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে, যেভাবে উল্কি অংকন ও দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করার মাধ্যমে আল্লাহ্র সৃষ্টিকে পরিবর্তন করা হয়।[৪৮] কিন্তু যদি ত্বক মূলত শুভ্র ছিল, পরে অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে নিষ্প্রভ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে মেডিসিনের মাধ্যমে প্রকৃত রং ফিরে পাওয়া দোষণীয় নয়।[৪৯]

১২. কাফিরদের অনুকরণে চুল কাঁটা : দীঘল চুলেই নারীদের প্রকৃত সৌন্দর্য ফুঁটে উঠে। নারীদের জন্য চুল কামানো বা ন্যাড়া করা নিষিদ্ধ। নারীগণ চুল কাটতে পারবে কি-না এ প্রশ্নের উত্তরে শাইখ বিন বায (রহঃ) বলেন, 'স্বামীর পসন্দও রুচিসম্মত হ'লে চুলের দৈর্ঘ্য কমানো দোষণীয় নয়'।[৫০] তবে এক্ষেত্রে শর্ত হ'ল (১) পুরুষদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া যাবে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা পুরুষের সাথে মহিলার এবং মহিলার সাথে পুরুষের সাদৃশ্য পোষণকারীকে অভিসম্পাত করেছেন'।[৫১] (২) অমুসলিমদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া যাবে না। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত'।[৫২] যেমন- 'ডায়েনা' স্টাইলে চুল কাঁটা, খৃষ্টানদের মত ববকাট চুল রাখা ইত্যাদি। আর পশুর আকৃতিতে চুল কর্তন করা নিষিদ্ধ।[৫৩] এছাড়া চুলের কিছু অংশ কেঁটে ফেলতে এবং কিছু অংশ রেখে দিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন।[৫৪]

১৩. কালো কলপ ব্যবহার করা : নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য কালো কলপ ব্যবহার করা নিষেধ। যারা কালো কলপ ব্যবহার করবে তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। কালো কলপ ব্যতীত যেকোন রং ব্যবহার করা যাবে।[৫৫]

পরিশেষে বলব, একজন নারী খুব সহজেই তার চিন্তা, অভিরুচি, মননশীলতা, রুচিশীলতা ও নান্দনিকতা তার পরিবার থেকে ধীরে ধীরে জাতীয় জীবনে ছড়িয়ে দিতে পারে। আজকের নারীসমাজ যদি স্বর্ণযুগের মুসলিম মহিলাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে, তবে দেখতে পাবে তারা সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায় নয় বরং তাক্বওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিলেন। 'কে কার চেয়ে বেশী সুন্দরী' এসব ঠুনকো বিষয়ে মাথা না খাটিয়ে, ইসলামের পথে কিভাবে আত্মনিয়োগ করা যায় তারা সেকথা ভাবতেন। আমরা কি পারি না হকের পথে চলতে? আল্লাহ্র নিকট রং, রূপ, আকৃতি, অর্থ-বিত্ত, বৈভব এসব কোন কিছুই প্রণিধানযোগ্য নয়। তাঁর নিকট ঐ ব্যক্তিই সম্মানিত, যিনি তাক্বওয়ায় সবার চেয়ে অগ্রগামী *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর নির্দেশিত পথে চলার তাওফীক দিন-আমীন!

---

৪৪. বুখারী হা/৫৯৪৪।
৪৫. বুখারী হা/৫৯৪৫।
৪৬. দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৮শে আগষ্ট, ২০১৬।
৪৭. ফাতাওয়াল মারআহ, পৃঃ ৮২।
৪৮. উছায়মীন, ফাতওয়া নূরুন আলাদ দারব।
৪৯. ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, ইসলাম কিউএ, ফৎওয়া নং ১৭৪৩৭১।
৫০. আব্দুল্লাহ বিন বায, ফাতাওয়া আল-মার'আতিল মুসলিমা ২/৫১৫।
৫১. বুখারী, মিশকাত হা/৪৪২৯।
৫২. আহমাদ, আবুদাঊদ, হা/৪৩৪৭।
৫৩. ছালেহ আল-ফাওযান, ফাতাওয়া আল-মার'আতিল মুসলিমা ২/৫১৬, ৫১৭।
৫৪. বুখারী হা/৫৯২০, ৫৯২১; মুসলিম হা/৫৪৫২।
৫৫. মুসলিম হা/৫৪০২; মিশকাত হা/৪৪২৪, ৪৪২৫।

সালাফী বা আহলেহাদীছ নামকরণ

সম্প্রতি একটি বিতর্ক স্বয়ং সালাফী আক্বীদার কিছু অনুসারীর মধ্যে মাথা চাড়া দিয়েছে। তারা মনে করে থাকেন যে, সালাফী বা আহলেহাদীছ নামকরণ করা বিদ'আত। কেননা রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ নামের কোন অস্তিত্ব ছিল না। আর আল্লাহ তা'আলা সূরা হজ্জের ৭৮ নং আয়াতে বলেছেন, 'আর তিনি পূর্বেই তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম'। বিতর্কটি যে একেবারে সর্বসাম্প্রতিক, তা নয়। বরং যুগশ্রেষ্ঠ মুহাক্কিক আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (১৯১৪-১৯৯৯ ইং)-কেও একই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রখ্যাত মিসরীয় বিদ্বান ও 'রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে নারী স্বাধীনতা' গ্রন্থের রচয়িতা আব্দুল হালীম আবু শুক্কাহ (১৯২৪-১৯৯৫ ইং)-এর সাথে তাঁর এ বিষয়ে একটি চিত্তাকর্ষক সংলাপ রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল।-

আলবানী : (হে আবু শুক্কাহ!) তোমাকে যদি বলা হয় যে, তোমার মাযহাব কী? তখন তুমি কি জবাব দিবে?

আবু শুক্কাহ : বলব- আমি মুসলিম।

আলবানী : কিন্তু এটা তো যথেষ্ট নয়!

আবু শুক্কাহ : কেন? আল্লাহ তো আমাদের মুসলিম হিসাবে নামকরণ করেছেন।

আলবানী : এ জবাব সঠিক হ'ত যদি আমরা ইসলামের প্রথম যুগে অবস্থান করতাম। যখন বিভিন্ন মতবাদের প্রসার ঘটেনি। আর যে মতবাদগুলির সাথে আমাদের মৌলিক আক্বীদাগত মতপার্থক্য রয়েছে, যদি আমরা তাদেরকে এই প্রশ্ন করি (তোমার মাযহাব কি?), তাদের জবাবও কিন্তু একই হবে। শী'আ, রাফেযী, খারেজী, দ্রুযী, নুছায়রী, আলাবী সবাই বলবে 'আমি মুসলিম'। অতএব আজকের দিনে কেবল মুসলিম বলাই যথেষ্ট নয়।

আবু শুক্কাহ : ঠিক আছে। তাহ'লে আমি বলব- আমি কিতাব ও সুন্নাহ্র উপর প্রতিষ্ঠিত মুসলিম।

আলবানী : এটাও তো যথেষ্ট নয়!

আবু শুক্কাহ : কেন?

আলবানী : শী'আ, রাফেযী সহ যাদের কথা আমরা উদাহরণ স্বরূপ বললাম তাদের কেউ কি বলে যে, আমি মুসলিম, তবে কিতাব ও সুন্নাহ্র উপর প্রতিষ্ঠিত নই? কেউ কি বলে যে, আমি কিতাব ও সুন্নাহ অনুযায়ী চলি না?

(অতঃপর তিনি 'সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী কিতাব ও সুন্নাহ্র অনুসরণ'-এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করলেন)

আবু শুক্কাহ : ঠিক আছে। আমি সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী কিতাব ও সুন্নাহ্র অনুসারী মুসলিম।

আলবানী : কেউ তোমার মাযহাব সম্পর্কে জানতে চাইলে তুমি কি তাকে একথাই বলবে?

আবু শুক্কাহ : হ্যাঁ।

আলবানী : আচ্ছা আমরা যদি এর ভাষাগত সংক্ষেপায়ন করে 'সালাফী' বলি। সেক্ষেত্রে তোমার মতামত কী? কেননা সর্বোত্তম বাক্য তো সেটাই, যেটা সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ।

আবু শুক্কাহ : আমি আপনার প্রতি ভদ্রতা প্রদর্শনের খাতিরে 'হ্যাঁ' বলছি। কিন্তু আমার বিশ্বাস পূর্বের মতই। কারণ যখনই কোন মানুষ শুনবে যে আপনি সালাফী, তখনই তাঁর চিন্তাধারা ঘুরে যাবে কঠোরতার প্রান্তসীমায় পৌঁছে যাওয়া এমন অনেক অনুসৃত বিষয়ের দিকে, যার মধ্যে সালাফীগণ ডুবে আছেন।

আলবানী : ধরে নিলাম তোমার কথাই সঠিক। কিন্তু যদি তুমি নিজেকে মুসলিমও বল, তবে কি সেটা শী'আ রাফেযী, দ্রুযী বা ইসমাঈলীর দিকেও প্রত্যাবর্তিত হবে না?

আবু শুক্কাহ : হ'তে পারে। তবে আমি কুরআনের ঐ আয়াতেরই অনুসরণ করতে চাই- 'আর তিনি পূর্বেই তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম' *(হজ্জ ২২/৭৮)*।

আলবানী : না হে ভাই! তুমি এই আয়াতের অনুসরণ করনি। কেননা আয়াতটি দ্বারা সঠিক ও বিশুদ্ধ ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। তাছাড়া মানুষকে সম্বোধন করা উচিত তার জ্ঞানের পরিমাপ বুঝে। অথচ তোমার এই 'মুসলিম' পরিচয় দানের মাধ্যমে তুমি আয়াতটিতে উদ্দেশ্যকৃত মুসলিম কি-না তা কি কেউ বুঝবে?

ইতিপূর্বে সালাফী বলার ক্ষেত্রে তুমি যে ভীতিসমূহের কথা উল্লেখ করলে, সেটা সঠিক হ'তে পারে বা অন্য কিছুও হতে পারে। কেননা সালাফীদের কঠোরতার ব্যাপারে তোমার যে বক্তব্য, তা কোন কোন সালাফীর মধ্যে থাকতে পারে। কিন্তু সেটা সালাফীদের আক্বীদা ও জ্ঞানগত মানহাজ নয়। তুমি ব্যক্তির কথা ছেড়ে দাও। আমরা এখন কথা বলব মানহাজ নিয়ে। কেননা আমরা যদি শী'আ, দ্রুযী, খারেজী, ছূফী বা মু'তাযেলীদের কথা বলি, তাহলে সেখানেও কিন্তু তুমি যে ভীতির কথা বলছ, তা ফিরে আসবে।

অতএব এটা আমাদের বিষয় নয়। বরং আমরা এমন একটি নাম খুঁজব, যা আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যশীল মাযহাবের দিকে নির্দেশ করে।

অতঃপর আলবানী বলেন, আচ্ছা ছাহাবায়ে কেরামের সবাই কি মুসলিম ছিলেন না?

আবু শুক্কাহ : অবশ্যই।

আলবানী : কিন্তু তাদের মধ্যেও এমন কেউ ছিলেন যিনি চুরি করেছেন, যেনা করেছেন। তবু তাদের কেউ কিন্তু একথা বলার অনুমতি দেননি যে, আমি মুসলিম ছিলাম না। বরং সে মানহাজ বা নীতিগতভাবে মুসলিম এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী। কিন্তু সে কখনো স্বীয় নীতির বিপরীত

করে ফেলেছে। কেননা সে তো নিষ্পাপ নয়।

এজন্যই আমরা এমন একটি শব্দ সম্পর্কে কথা বলছি, যা আমাদের আক্বীদা, চিন্তাধারা এবং যার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্র ইবাদত করি এরূপ দ্বীন সংশ্লিষ্ট জীবনের সকল বিষয়কে নির্দেশ করবে। তবে যারা চরমপন্থী বা শৈথিল্যবাদী, তাদের বিষয়টি আলাদা।

অতঃপর আলবানী বলেন, আমি চাই যে তুমি 'সালাফী' নামক সংক্ষিপ্ত এই শব্দটি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা কর, যাতে তোমার মধ্যে 'মুসলিম' শব্দ নিয়ে আর যিদ না থাকে। কেননা তুমি জান যে, মুসলিম শব্দ দ্বারা তুমি যা বুঝাতে চাচ্ছ, তা বোঝার মত কখনই কাউকে পাওয়া যাবে না। সুতরাং মানুষের সাথে তাদের জ্ঞান মোতাবেক কথা বল। আল্লাহ তোমাকে বিষয়টি মেনে নেওয়ার জন্য (তোমার চিন্তায়) বরকত দিন *[গৃহীত : সালীম বিন ঈদ আল-হেলালী, লিমাযা ইখতারতুল মানহাজাস সালাফী? (জর্দান : দারু আহলিল হাদীছ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৯/১৪১৯), পৃঃ ৩৬-৩৮)]*।

শিক্ষা : আমাদের প্রথম পরিচয় আমরা 'মানুষ'। তাই অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে নিজের পরিচয় প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের মানুষই বলতে হবে। অতঃপর ধর্মীয় ক্ষেত্রে আমাদের পরিচয় হ'ল আমরা 'মুসলিম'। তাই কাফির তথা অমুসলিমদের মাঝে পরিচয় দানের ক্ষেত্রে আমাদের 'মুসলিম' বলতে হবে।

অর্থাৎ বিভিন্ন জাতের পশু আছে বলেই আমরা মানুষ। জড়বস্তু আছে বলেই আমরা জীব, অমুসলিম আছে বলেই আমরা মুসলিম। অতঃপর মুসলমানদের মধ্যে বাতিল মতবাদের প্রসার ঘটায় আমাদের বৈশিষ্ট্যগত পরিচয় হবে 'আহলেহাদীছ' বা 'সালাফী'। কেননা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রকৃত অনুসরণ, শিরক ও বিদ'আত মুক্ত জীবন-যাপন এবং রাসূল (ছাঃ)-কে একমাত্র অনুসরণীয় হিসাবে পরিগ্রহণকারী ব্যক্তির নাম হিসাবে সালাফে ছালেহীনের যুগ থেকে অদ্যাবধি এই দু'টি নামই বিশ্বময় পরিচিত ও অনুশীলিত। অতএব বৈশিষ্ট্যগত এই নামে পরিচয়দানে আপত্তির কোন সুযোগ নেই।

যেদিন দুনিয়ায় শী'আ, রাফেযী, খারেজী, দ্রুযী, ছূফী, ব্রেলভীদের ন্যায় ফেরক্বাগুলি থাকবে না। সকলেই কুরআন ও ছহীহ সুন্নার অনুসারী প্রকৃত মুসলিম হয়ে যাবে, সেদিন কাউকে আর আলাদা করে আহলেহাদীছ বলার প্রয়োজন থাকবে না। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

সংকলনে : আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব
পিএইচ.ডি. গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)।*

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় চারশত দুস্থ ও ইয়াতীম (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে দুস্থ ও ইয়াতীম প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	১৫০০/=	১৮,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

হিসাব নং পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

বিকাশ নং ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩০,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

Contents

কবিতা

রামাযানের শিক্ষা

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

আসলো ছিয়াম মোদের দ্বারে
শিক্ষা দিতে রামাযানের,
ছিয়াম সাধনায় দীক্ষা নিতে
পারবে কি ভাই সবজনে?
আল্লাহভীতি দিবা-রাতি
সর্ব কাজে যার হৃদে,
সেই তো পারে শিক্ষা নিতে
বসতে ছাওমের মসনদে।
ছিয়াম সাধনার পরেও যাদের
আল্লাহভীতি জাগলো না,
শয়তানী আর বদ খাছলত
মন থেকে মোটেও ভাগলো না।
সবটা জীবন থাকলো যেজন
আযাযীলের পার্শ্বেতে,
রামাযানের ঐ ছিয়াম সাধনা
লাগবে তাহার কোন খাতে?
শয়তানের ঐ আদেশ পেলে
কাটলো যাদের সবটা কাল,
কেমনে হবে তাদের বলো
ছিয়াম সাধনা পাপের ঢাল?
পায় পাতকী শিক্ষা কেহ
ছিয়াম পালনে রামাযানে,
তবেই হবে পূর্ণ সে জন
আল্লাহ খুশী সবখানে।
পায় যদি কেউ শিক্ষা তারা
তওবা করে ফিরতে চায়,
রামাযানের ঐ শিক্ষা তারা
সাক্ষ্য করে বসে নেই।
শিরক, বিদ'আত, দু'পায়ে দলে
চলবো এবার দল বেঁধে,
পড়বো না আর আযাযীলের
বিশ্বে পাতা ঐ ফাঁদে।

এইতো রামাযান মাস

আবুল কাসেম
গোভীপুর, মেহেরপুর।

রামাযান মাস এসেছে রহমত নিয়ে,
প্রস্তুত থেকো ছিয়ামকারী রহমত নিবে কুড়িয়ে।
একটি বছর পর আল্লাহ দিলেন নেকীর মাস,
অকৃতজ্ঞ বান্দা যারা তারাই হবে নিরাশ।
দিনের শেষে বসে পড় ইফতার হাতে নিয়ে,
সময় পানে চেয়ে থাক মহান আল্লাহর ভয়ে।
ইফতারেতে তৃপ্তি আনে নানান রকম ইফতারী,
এই রূযীতে বরকত আনে মহান আল্লাহর কুদরতি।
হাযার মাসের চেয়ে উত্তম কদরের রাত আসছে,
মাফ করে নিতে পার গোনাহ যত আছে।
মনের মত তওবা কর আল্লাহ খুশি হবেন,
জগৎ ভর্তি গোনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন।
এসো ভাই সবাই মিলে ছিয়াম পালন করি,
ইহকালে পরকালে সুখের রাস্তা ধরি।

কর্মই জীবন

মাকছূদ আলী মুহাম্মাদী
ইটাগাছা-পশ্চিম, সাতক্ষীরা।

অলির কর্মচক্র দর্শনে
জাগে কর্ম উদ্দীপনা,
অলস জীবন করে না যাপন
পিঁপিলিকা হ'তে পক্ষীছানা।
সৃষ্টি মাঝে শ্রেষ্ঠ ইনসান
দায়িত্বে ভরা এ জীবন,
দায়িত্বহীন অলস জনের
লাঞ্ছনাটাই চির ভূষণ।
সময়কে যে দেয় না মূল্য
ইনসানকুলে কুলাংগার,
সুস্থ-সবল সতেজ মনে
দায়িত্বহীনতাই বিষাদগার।
অলস মস্তিষ্কে শয়তানের বাস
পরিণাম তার ভয়ংকর,
পরবর্তীতে হয় চোর-দুস্য
কিংবা ভিক্ষার ঝুলি সার।
এমনি করে সন্ত্রাসীদের
জন্ম হ'ল বিশ্বময়,
সুবিধাবাদীরা তাদের নিয়ে
জঘন্যতম কর্ম ঘটায়।
এসো হে যুবক! জীবন গড়ো
অহি-র বিধানের নির্দেশনায়,
যোগ্য নেতার নেতৃত্বে চলো
পরকালে মুক্তির প্রত্যাশায়।
বজ্রকণ্ঠে শপথ নিয়ে
মুজাহিদ বেশে হও আগুয়ান,
তেজদীপ্ত কর্মী হয়ে
হও ফিরদাউসের মেহমান।

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (জান্নাত)-এর সঠিক উত্তর

১. মহান আল্লাহ মুমিনদের সামনে হাসিমুখে প্রকাশ পাবেন।
২. রেশমের তৈরী।
৩. চিরকিশোররা।
৪. হাজারে আসওয়াদ, মেহেদী, ছাগল, বুত্বহান উপত্যকা প্রভৃতি।
৫. মাছের কলিজার অতিরিক্ত অংশ।
৬. ঢেকুর ও মেশকের ন্যায় সুগন্ধি ঘামের দ্বারা।
৭. জান্নাতী ফলে বাহাত্তর প্রকার খাদ্যের স্বাদ পাওয়া যাবে।
৮. জান্নাতী রিযিক স্থায়ী, যা কখনও শেষ হবে না।
৯. বালাম ও নূন তথা ষাড় ও মাছ।
১০. ষাড় ও মাছ এত বড় যে, তাদের কলিজা ও গুরদা হ'তে ৭০ হাযার লোক খেতে পারবে।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (জান্নাত)

১. কিয়ামতের পূর্বে জান্নাতে প্রবেশকারী কারা?
২. জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ছাহাবীগণের নাম কি?
৩. পরকালে সর্বপ্রথম কে জান্নাতে প্রবেশ করবে?
৪. প্রথমে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশকারী দলের আকৃতি কেমন হবে?
৫. বিনা হিসাবে কত লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে?
৬. দরিদ্ররা ধনীদের কত পূর্বে জান্নাতে যাবে?
৭. সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারীকে কতটুকু জায়গা দেওয়া হবে?
৮. জান্নাতের শীর্ষস্থান কাদের জন্য?
৯. জান্নাতে নারী জাতির সংখ্যা কেমন হবে?
১০. মুমিনদের মৃত শিশুদের অবস্থা কি হবে?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (উদ্ভিদ জগৎ)

১. কোন গাছ একবার ফল দিয়ে মারা যায়?
২. কোন গাছে ফুল-ফল হয় না?
৩. অধিক বীচি বিশিষ্ট পাঁচটি ফল কি কি?
৪. একটি মাত্র বীচি বিশিষ্ট ৫টি ফল কি কি?
৫. বৃহত্তম বীচি কোনটি?
৬. মাত্র ৫টি পাপড়ি বিশিষ্ট ১টি ফুল কি?
৭. সুন্দরবন নামকরণের কারণ কি?
৮. কোন গাছ নিউজপ্রিন্ট কাগজ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়?
৯. গোড়া রোপণে বংশ বৃদ্ধি করে কোন গাছ?
১০. এক গাছের ডাল অন্য গাছে জোড়া দিয়ে কোন কোন গাছ করা হয়?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

সোনামণি সংবাদ

সিংহমারা, মোহনপুর, রাজশাহী ১৩ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর রাজশাহীর মোহনপুর থানাধীন সিংহমারা দক্ষিণপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মোহনপুর উপযেলার সভাপতি মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি সোনালী খাতুন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সুমাইয়া খাতুন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ আতাউর রহমান।

কাযী হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা!
আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, ডি.বি.এইচ ট্রাভেলস এ্যান্ড টুরস-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে (লাইসেন্স নং ১৩০৩) পরিচালিত 'কাযী হজ্জ কাফেলা' এ বছরও হজ্জ ও ওমরাহ কাফেলা নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে হজ্জ ও ওমরাহ করতে চাইলে আজই নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- ছহীহ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করার ব্যবস্থা।
- হকপন্থী আলেম-ওলামার মাধ্যমে হজ্জ চলাকালীন বিশেষ প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনার ব্যবস্থা।
- মক্কায় অবস্থানকালে 'বায়তুল্লাহ'র নিকটবর্তী স্থানে এবং মদীনায় মসজিদে নববীর নিকটবর্তী স্থানে আবাসন ব্যবস্থা, যাতে মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীতে পায়ে হেঁটে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায় করা যায়।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা মানসম্পন্ন খাবারের ব্যবস্থা।

পরিচালক : কাযী হারূণুর রশীদ

৫১, আরামবাগ (৩য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৬১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১০-৭৭৭১৩৭।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : বিভিন্ন প্যাকেজে হজ্জ ও ওমরাহ্র বুকিং চলছে

Contents

স্বদেশ

সংখ্যালঘুরা বাংলাদেশে সম্মানিত, ভারতে অধিকার বঞ্চিত

-ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশে কোন সংখ্যালঘু অধিকার বঞ্চিত নয়; অথচ ভারতে বঞ্চিত। বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায় সংখ্যার দিক থেকে ৮ শতাংশ, কিন্তু বাংলাদেশের একশ' সচিব পর্যায়ের আমলার মধ্যে ৩২ জনই হিন্দু। তারা যোগ্যতার মাধ্যমে হয়েছে। কিন্তু যোগ্যতা থাকলেও ভারতের মুসলমানরা তাদের অধিকার পায় না। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ৩০ শতাংশ সংখ্যালঘু মুসলমান। কিন্তু একজনও সচিব নেই। উত্তর প্রদেশে ২০ শতাংশ মুসলমান, কিন্তু একজনও সংসদ সদস্য নেই। গত ১৭ই এপ্রিল জাতীয় প্রেসক্লাবে 'আদর্শ নাগরিক আন্দোলন' নামে একটি সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিমদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ আছে। সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা আছে। কিন্তু ভারতে মুসলিম সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা এবং অধিকার নেই। আমাদের দেশে মানুষের মাঝে পরস্পর ধর্মীয় বিরোধ নেই। তারা ভ্রাতৃত্ববোধে ঐক্যবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু ভারত চায় না বাংলাদেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ থাকুক।

ভারত আমাদের শত্রু বুঝতে পারাই প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের বড় অর্জন

-নূরুল কবীর

প্রখ্যাত সাংবাদিক ইংরেজী দৈনিক নিউ এইজ সম্পাদক নূরুল কবীর বলেছেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর দিল্লী সফরে বাংলাদেশের অর্জন নেই বলা যাবে না। বড় অর্জন হ'ল ভারতকে চিনতে পারা। এটা একটা ভীষণ রাজনৈতিক সাফল্য। ভারত যে আমাদের শত্রু এটার প্রমাণ হয়ে গেছে শেখ হাসিনার দিল্লী সফরে।

ভারত চাণক্যনীতিতে অভ্যস্ত। তাই ভারত কখনোই প্রতিবেশী দেশের বন্ধু হ'তে পারে না। গত ২৫শে এপ্রিল চ্যানেল আই-এর টকশো তৃতীয় মাত্রায় তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, তিস্তা নদীসহ ৫৪টি অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের পাওয়ার কথা, তার কোনটিই হয়নি। তিস্তা চুক্তি হয় হয় করেও শেষ পর্যন্ত হয়নি। সবাই বলতে চাচ্ছেন যে, মমতা ব্যানার্জি নাকি এটা করতে দিচ্ছে না। অথচ আমরা সবাই জানি, ভারতের সংবিধান অনুযায়ী পররাষ্ট্রবিষয়ক ব্যাপার কেন্দ্রীয় সরকারের জুরিসডিকশনই একমাত্র জুরিসডিকশন। সেখানে রাজ্যগুলোর কিছুই করার থাকে না। এখানে খুব স্পষ্ট করে বুঝা যায়, পশ্চিমবঙ্গকে আসলে কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজনীতিক ও কূটনীকিতকরা একটা উপলক্ষ হিসাবে ধরে নিয়ে বাংলাদেশকে পানি থেকে বঞ্চিত করতে চায়। বছরের পর বছর যে রাষ্ট্র তার নিকটতম প্রতিবেশীকে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ন্যায্য পাওনা দেয় না, তাকে বন্ধু মনে করার যুক্তিসঙ্গত কারণ বাংলাদেশের মানুষ দেখে বলে আমার মনে হয় না।

[নূরুল কবীর বুঝেছেন, প্রধানমন্ত্রী বুঝেছেন কি? (স.স.)]

দেড় ঘণ্টায় ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম!

ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে ট্রেন যাবে দেড় ঘণ্টায়। এজন্য চীন থেকে আনা হবে দ্রুতগতির এক্সপ্রেস ট্রেন। নতুন করে তৈরী করা হবে স্ট্যান্ডার্ড গেজের ডাবল রেল লাইন। ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা দিয়ে কুমিল্লার লাকসাম হয়ে সরাসরি এই রেললাইন যাবে চট্টগ্রামে। তাতে দূরত্ব কমবে প্রায় একশ' কিলোমিটার। তখন অনায়াসে দেড় থেকে দুই ঘণ্টায় ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাওয়া যাবে। রেলওয়ে সূত্র জানায়, সম্ভাব্য সময়ের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ শেষ করতে চায়না রেলওয়ের সঙ্গে ইতিমধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, আনুমানিক ৩০ হাযার ৯৫৫ কোটি ৭ লাখ টাকার এই প্রস্তাবিত বিশাল প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে রেল ভবন। প্রকল্প সহায়তা হিসাবে চীন থেকে আসবে ২৪ হাযার ৭৬৪ কোটি ৬ লাখ টাকা। আর নতুন লাইন নির্মিত হ'লে এই রুটে মোট দূরত্ব দাঁড়াবে ২৩০ কিলোমিটার। আর স্ট্যান্ডার্ড গেজে একটি ট্রেন ঘণ্টায় সর্বোচ্চ তিনশ' কিলোমিটার বেগে চলতে সক্ষম।

একটি পুলিশী বার্তায় মাদক ছেড়ে সুপথে হাযারো মাদক ব্যবসায়ী

'হয় মাদক ব্যবসা ছাড়তে হবে, নয় জেলে যেতে হবে' বার্তাটি দিনাজপুর পুলিশের। এই বার্তার সাথে ১ হাযার ৬৩২ জন মাদক ব্যবসায়ীর নাম-ঠিকানা ও ফোন নম্বর সংবলিত একটি তালিকা ছড়িয়ে দেওয়া হয় গোটা যেলার বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে। ফলে বদলে যেতে থাকে যেলার মাদক পরিস্থিতি। পুলিশ ও সামাজিক চাপে পড়ে মাদক ব্যবসায়ীরা একে একে আত্মসমর্পণ করতে থাকে।

তাদের অনেকেই এখন ফিরছে সুস্থ জীবনে। কেউ ভ্যান চালায়, কেউ গরুর খামার দিয়েছে, কেউ চালায় মাইক্রোবাস। পুলিশ বলছে, এই প্রক্রিয়ায় গত ছয় মাসে আড়াই শতাধিক তালিকাভুক্ত মাদক ব্যবসায়ী আত্মসমর্পণ করেছে। পুনর্বাসন করতে পুলিশই তাঁদের হাতে তুলে দিচ্ছে ভ্যান ও সেলাই মেশিন। তালিকা করে, পুলিশি ভয় দেখিয়ে ও সামাজিক চাপে ফেলে মাদক ব্যবসায়ীদের সুপথে আনার এমন চিত্র দেশের উত্তরের সীমান্ত যেলা দিনাজপুরের।

এই যেলার সঙ্গে ভারতের প্রায় দেড়'শ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। এই সীমান্ত দিয়ে মাদকের চালান আসছে অহরহ, যা বন্ধ করা খুবই কঠিন বলে মন্তব্য করেছেন যেলার দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা। দিনাজপুর কোতওয়ালী থানার ওসি রেযওয়ানুর রহীম বলেন, আগে দিনাজপুরে মাদকের যে রমরমা অবস্থা ছিল, এখন তা নেই।

শুধু তালিকা করেই ক্ষান্ত হয়নি দিনাজপুর যেলা পুলিশ। ৫৬ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করেছে, নাম আলোকচ্ছটা। গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী পুলিশের মহাপরিদর্শক এ কে এম শহীদুল হকের দিনাজপুর আগমন উপলক্ষে পুস্তিকাটি প্রকাশ করা হয়। এতে যেলার ১৩টি উপযেলার মাদক ব্যবসায়ী ও সেবনকারীর নাম-ঠিকানা ও মুঠোফোন নম্বর রয়েছে। গত মার্চের শেষের দিকে দিনাজপুর কোতওয়ালী থানার ২১ জন, বীরগঞ্জ থানার ৫ জন ও বিরল থানার ১০ জন সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে, তাদের সবাই মাদক ব্যবসা ছেড়ে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। এই ৩৬ জনই তখন পর্যন্ত সুস্থ, স্বাভাবিক জীবন যাপন করছেন বলে জানা গেছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, দিনাজপুরের সহকারী পরিচালক শহীদুল মান্নাফ কবীর বলেন, আগের চেয়ে দিনাজপুরের মাদক পরিস্থিতি এখন অনেক ভালো। পুলিশের উদ্যোগের কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। খুচরা ব্যবসায়ীরা ব্যবসা গুটিয়েছে।

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী কোতওয়ালী থানা-পুলিশের কাছে এসে আত্মসমর্পণকারী মাহবুব দম্পতি বললেন, ওইলাত তোবা (তওবা) দিছি ভাই। এলা গরুর খামার দিছি। হামার তানে দোয়া করেন'।

দিনাজপুরের এসপি হামীদুল আলমের ভাষ্য, 'মাদক ব্যবসায়ীদের

কাছে আমরা কেবল এ বার্তাটা পৌঁছে দিতে পেরেছি যে, এই ব্যবসা করলে কোন ছাড় নয়। এরপর থেকেই আত্মসমর্পণের সংখ্যা বেড়ে গেছে। যারা আত্মসমর্পণ করছে, তাদের আমরা পুনর্বাসনের চেষ্টা করছি। তাদের ভ্যান ও সেলাই মেশিনের পাশাপাশি বিভিন্ন কাজের প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। দিনাজপুরের মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক বলেন, পুলিশ যে তালিকা নাম-ঠিকানাসহ প্রকাশ করেছে, তাতেই অনেক কাজ হয়েছে। সংকোচে অনেক মাদক ব্যবসায়ী অন্য পেশায় যাচ্ছেন।

[ধন্যবাদ জানাই দিনাজপুরের পুলিশ প্রশাসনকে। দেশের অন্যান্য যেলায় এটি অনুসৃত হৌক এটাই কামনা করি (স.স.)]

ঝুঁকিতে থাকা নবজাতককে সুস্থ করতে ক্যাঙারু অভিজ্ঞতা

স্কুলশিক্ষিকা সায়েদা মেহেরুন্নেসা নবজাতককে সুস্থ করে তোলার জন্য সম্প্রতি কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপযেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হন। তিন দিন পর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায়, মেহেরুন্নেসার বুকের সঙ্গে একটি শিশু একেবারে ল্যাপটানো রয়েছে। মেহেরুন্নেসা বললেন, ক্যাঙারু এভাবে নিজের শাবককে বড় করে তোলে নিজের শরীরের তাপ দিয়ে। এই তিন দিনে তার শিশুর ওযন বেড়েছে, আগের চেয়ে বেশী করে বুকের দুধও খাচ্ছে। হাসপাতালের একটি কক্ষকে ক্যাঙারু মাদার কেয়ার সেন্টার' নাম দেওয়া হয়েছে। কর্তব্যরত নার্স জানালেন, এই কেন্দ্রে সময়ের আগে জন্ম নেওয়া ও কম ওযনের শিশুদের বিশেষ সেবা দেওয়া হয়। ক্যাঙারু কেয়ার পদ্ধতিতে নবজাতককে মায়ের বুকের ওপর এমনভাবে রাখা হয় যেন দু'জনের ত্বক স্পর্শ করে থাকে। এতে মায়ের শরীরের তাপে শিশু উষ্ণ হয়। বুকের ওপরে থেকেই শিশু দুধ খায়। আন্তর্জাতিক শিশুকল্যাণ বিষয়ক সংস্থা 'সেভ দ্য চিলড্রেন' এই সেবায় কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে। সংস্থাটির এই কর্মসূচীর পরিচালক সাইদ রুবায়েত জানান, ২০১৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত কুষ্টিয়ার ৬টি হাসপাতালে মোট ২৬২টি শিশু এই সেবা পেয়েছে। এদের মধ্যে মারা গেছে ৩টি। তিনি বলেন, ইনকিউবেটরের তুলনায় এই পদ্ধতি বেশি কার্যকর।

আফ্রিকার প্রায় সব দেশে এবং ফিলিপাইন ও মালয়েশিয়ায় সরকারী কর্মসূচীতে ক্যাঙারু মাদার কেয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই পদ্ধতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুমোদিত। এর জন্য বিশেষ নির্দেশিকাও আছে সংস্থাটির। ২০০৭ সালে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণাকেন্দ্র বাংলাদেশের (আইসিডিডিআরবি) চাঁদপুরের মতলব হাসপাতালে প্রথম এই পদ্ধতি চালু করা হয়। গত সাত বছরে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে ৮৯০টি অপরিণত নবজাতককে সুস্থ করা হয়েছে। বিশ্বে এটা চালু হয় সত্তরের দশকে। বাংলাদেশে প্রথম আসে ১৯৯০-এর দশকে দিনাজপুরের ল্যাম্ব হাসপাতালে। আইসিডিডিআরবির মতলব হাসপাতাল ছাড়াও এ পর্যন্ত ১১টি হাসপাতালে প্রায় ১ হাযার ১০০ জন নবজাতককে ক্যাঙারু মাদার কেয়ার সেবা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে মারা গেছে ৩১ জন। এ বিষয়ে জানতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের শৈশবকালীন অসুস্থতার সমন্বিত ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর (আইএমসিআই) ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলতাফ হোসাইন বলেন, আগে এ ধরনের শিশুর ইনকিউবেটরে রেখে সুস্থ করে তোলা হ'ত। ইনকিউবেটরে খরচ অনেক বেশী, বিশেষ করে বেসরকারি হাসপাতালে। অনেক সরকারী হাসপাতালে একটি ইনকিউবেটরে একাধিক শিশু রাখা হয়, এতে সংক্রমণ অনেক বেশী হয়। পরবর্তী স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাত কর্মসূচীতে ক্যাঙারু মাদার কেয়ার পদ্ধতিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রথমে সব সরকারী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও যেলা হাসপাতালে এটা চালু করা হবে। এরপর সব উপযেলা হাসপাতালেই চালু করা হবে।

বিদেশ

সকল মহিলার প্রতি হিজাব পরার জন্য অস্ট্রিয়ার প্রেসিডেন্টের আহ্বান

অস্ট্রিয়ার প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার ভ্যান ডার বেলেন প্রচণ্ড ইসলামোফোবিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুসলমানদের সাথে সংহতি প্রকাশ করতে সকল মহিলার প্রতি হিজাব পরার আহ্বান জানিয়েছেন। বামপন্থী সাবেক গ্রিন পার্টির এই নেতা গত জানুয়ারী মাসে স্বল্প ভোটের ব্যবধানে এক চরম ডানপন্থী নেতাকে পরাজিত করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি বলেন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা হচ্ছে মৌলিক অধিকার। মুসলিম মহিলাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা সমর্থনের জন্য সবার হিজাব পরা উচিত।

স্কুল শিক্ষার্থীদের এক সমাবেশে তিনি বলেন, ইচ্ছামত পোষাক পরা একজন মহিলার অধিকার। এ ব্যাপারে এটাই হচ্ছে আমার মত। তিনি বলেন, শুধু মুসলিম মহিলারাই নয়, সকল মহিলাই হিজাব পরতে পারেন। এই প্রচণ্ড ইসলামোফোবিয়া যদি অব্যাহত থাকে তাহ'লে একদিন আসবে, যখন আমরা সবাইকে অবশ্যই হিজাব পরতে বলব- আর তা তাদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করার জন্য যারা ধর্মীয় কারণে তা পরে।

[আমরা সর্বপ্রথম আল্লাহ্র শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি এজন্য যে, তিনি একজন বামপন্থী প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে ইসলামী হিজাব চালু করলেন। সেই সাথে প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানাই এবং মুসলিম নামধারী নেতাদেরকে আমরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানাই (স.স.)]

ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ বাড়ছে যুক্তরাষ্ট্রে

ধর্মে বিশ্বাসীদের সংখ্যা বাড়ছে যুক্তরাষ্ট্রে। পিউ রিচার্স সেন্টারের তথ্য মতে, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ৭৮ শতাংশ নাগরিক কোন না কোন ধর্মে বা বিধাতায় বিশ্বাসী। চার বছর আগে যা ছিল ৭২ শতাংশে। এ সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রে সফররত বাংলাদেশের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদলকে এ তথ্য জানিয়েছে পিউ রিসার্চ সেন্টার। পিউ রিচার্স সেন্টার আরো জানায়, ৪৯ শতাংশ নাগরিক মনে করেন, ধর্মকে রাজনীতির বাইরে রাখতে হবে। কিন্তু ৪৮ শতাংশ এ মতের বিপক্ষে।

তারা জানান, ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে প্রশ্ন উঠেছিল প্রেসিডেন্টের ধর্মবিশ্বাস থাকা উচিত কি-না। পরে তাদের এক জরিপে উঠে আসে, নির্বাচনে জয়ী রিপাবলিকান প্রার্থী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ধর্মে বিশ্বাসীদের প্রায় ৭২ ভাগ ভোট পান। একই সঙ্গে দেশটির নাগরিকদের ৭২ শতাংশ মনে করেন, ধর্মে অবিশ্বাসী প্রেসিডেন্টের হাতে যুক্তরাষ্ট্র নিরাপদ নয়।

সংশ্লিষ্টরা জানান, শতকরা ৭২ শতাংশ খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত যুক্তরাষ্ট্রে কোন ধর্মকেই রাষ্ট্রীয়ভাবে আনুকূল্য দেওয়া হয় না। সেখানকার কোন সরকারী স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয় না। ধর্মকে সরকার থেকে আলাদা রাখতে ধর্মীয় শিক্ষাকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং বেসরকারি পর্যায়ে রাখা হয়েছে।

নিউইয়র্কের এক এলাকায় আটশ' ভাষার প্রচলন!

আমেরিকার নিউইয়র্ক সিটির ছোট্ট কুইন্স এলাকায় পৃথিবীর সর্বাধিক অর্থাৎ প্রায় ৮০০ ভাষার প্রচলন রয়েছে। এত ভাষা পৃথিবীর আর কোন এলাকায় একসাথে বলা হয় না। ৪৬০ বর্গ কিলোমিটার অধ্যুষিত এ এলাকায় ২৩ লাখ ৪০ হাযার মানুষ বসবাস করে। মজার ব্যাপার হ'ল, প্রচলিত ভাষাগুলির মধ্যে ইংরেজী ও চীনা-এর সাথে উর্দূও রয়েছে। গ্রীক, ফিলিপিনো, ইন্দোনেশীয়, ইতালীয় এবং জাপানী প্রভৃতি পুরাতন ভাষাগুলির পাশাপাশি এমন ভাষাও সেখানে প্রচলিত রয়েছে, যে সম্পর্কে কমসংখ্যক মানুষই অবগত আছে। যেমন জাভা কানু, নেজারিয়ান প্রভৃতি। *(মাসিক মা'আরিফ, আযমগড়, ইউ.পি, ভারত, এপ্রিল'১৭, পৃঃ ৩০২)*।

Contents

মুসলিম জাহান

তুরস্কে ছালাতে উৎসাহিত করার অভিনব পন্থা

মুসলিম যুবক ও তরুণদেরকে ছালাতের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য তুরস্কের সির্ত প্রদেশের স্থানীয় 'দারুল ইফতা' (ফৎওয়া বোর্ড) এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছে। বোর্ড ঘোষণা করেছে, যে বাচ্চা ধারাবাহিকভাবে ৪০ দিন জামা'আতের সাথে মসজিদে ছালাত আদায় করবে তাকে উপহার হিসাবে একটি সাইকেল দেওয়া হবে। এ ঘোষণার প্রেক্ষিতে ৭-১৭ বছর বয়সী সর্বমোট ১২০ জন শিশু ও তরুণ এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ৮০ জন সাইকেল লাভ করে। একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়। এতে জাস্টিস পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট, স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বগণ অংশগ্রহণ করেন। দারুল ইফতার এ ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজনের উদ্দেশ্য হ'ল, মসজিদের সাথে বাচ্চাদের সম্পৃক্ততা বাড়ানো। যাতে তারা অনর্থক ও বাজে কথা বলা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা লাভ করে এবং পাক্কা ছালাতী হয়ে যায় *(মাসিক মা'আরিফ, আযমগড়, ইউ.পি, ভারত, এপ্রিল'১৭, পৃঃ ৩০৩)*।

হালালের খোঁজ শুধু খাবারে, টাকার বেলায় নয়

-মালয়েশিয়ার ইসলামবিষয়ক উপমন্ত্রী

খাদ্য হালাল কি-না তা নিয়ে মুসলিমদের যতটা উদ্বেগ আছে, উপার্জনের বৈধতা নিয়ে ততটা নেই বলে খেদ প্রকাশ করেছেন মালয়েশিয়ার ইসলামবিষয়ক উপমন্ত্রী দাতুক ড. আসিরাফ ওয়াজদি দাসুকি। সম্প্রতি রাজধানী কুয়ালালামপুরে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও অনুদান নিয়ে এক সেমিনারের উপস্থাপনায় তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, হালাল খাদ্য ও হালাল লেবেল নিয়ে উদ্বেগ ব্যাপক। কিন্তু ঐ হালাল খাদ্য যে টাকা দিয়ে কেনা হচ্ছে, তা কোথা থেকে এলো সে বিষয়ে একই ধরনের উদ্বেগ দেখা যায় না। মানুষ ইসলামকে যেমন শুধু উপাসনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেখে, তেমনি শুধু ভোগের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের বিচার করে।

তিনি বলেন, যখন গোশত খাওয়ার বিষয় সামনে আসে, তখন পশু শরী'আ মোতাবেক যবেহ করা হয়েছে কি-না তা নিয়ে খুব উদ্বেগ দেখা যায়। কিন্তু গোশত ক্রয়ের অর্থ কোথা থেকে এলো তা নিয়ে মানুষ ততটা উদ্বিগ্ন হয় না। উক্ত অর্থ যদি কোন লগ্নি, সূদ, দুর্নীতি থেকেও আসে, তাতে তাদের কোন যায় আসে না। এটাই আমাদের আজকের সমাজের চরম বাস্তব চিত্র।

[ধন্যবাদ মন্ত্রীকে। দেশে ইসলামী অর্থনীতি চালু করুন। সূদ-ঘুষ-মদ বন্ধ করুন। দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ইসলামী দণ্ডবিধি কার্যকর করুন এবং হারামের উৎসগুলি বন্ধ করুন। দেখবেন হালাল উপার্জনের হাযারো পথ বেরিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ (স.স.)]

আফগানিস্তানে সন্ত্রাসীদের ব্যবহার করছে ভারত

চরমপন্থী সংগঠন তেহরীক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) ও জামাত-উল-আহরার (জেইউএ)-এর সাবেক এক মুখপাত্র ও জ্যেষ্ঠ নেতা এহসানুল্লাহ এহসান দাবী করেছেন, এই দুই সংগঠনকে ব্যবহার করছে ভারত ও আফগানিস্তান। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী সম্প্রতি এই স্বীকারোক্তিমূলক ভিডিও বক্তব্য প্রকাশ করেছে। সম্প্রতি তিনি স্বেচ্ছায় পাক সেনাবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পনের পর এসব কথা বলেন। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে টিপিপি ভাগ হয়ে গিয়ে তাদের দলছুট অংশকে নিয়ে জামা'আতুল আহরার গঠিত হ'লে তিনি এর মুখপাত্রের দায়িত্বে ছিলেন এবং বহু বড় বড় হামলার দায়িত্ব স্বীকার করে বিবৃতি দিয়েছেন।

তিনি দাবী করেন, আফগানিস্তানে নির্বিঘ্নে চলাফেরায় ঐ সংগঠন দু'টিকে সাহায্য করছে আফগানিস্তান ও ভারতের নিরাপত্তা সংস্থাগুলো। পাশাপাশি আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তানে অনুপ্রবেশে দিকনির্দেশনা দিচ্ছে ভারতের প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা 'র'।

বক্তব্যে তিনি সংগঠন দু'টির নেতাদের ধান্দাবাজ বলে উল্লেখ করে বলেন, সংগঠন দু'টি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইসলামকে বিকৃত করছে। তারা তরুণ-তরুণীদের অন্তর্ভুক্ত করতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইসলামের অপব্যাখ্যা দিয়ে প্রচারণা চালাতে তৎপর রয়েছে।

তিনি বলেন, আমি ২০০৮ সালে কলেজছাত্র থাকাকালে টিটিপিতে যোগ দিই। আমি টিটিপি ও জামাতুল আহরারের মুখপাত্র ছিলাম। গত নয় বছরে আমি সংগঠন দুটির অনেক কিছু দেখেছি। এরা নিজেদের স্বার্থে মানুষকে ইসলামের নামে বিভ্রান্ত করছে, বিশেষ করে তরুণদের। ঐ সংগঠন দু'টির মধ্যকার স্বতন্ত্র একটি গ্রুপ অপহরণ করে টাকা আদায় করছে ও নিরপরাধ লোকদের হত্যা করছে। এরা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা করছে এবং জনবহুল স্থলে বোমা হামলা চালাচ্ছে। ইসলাম আমাদের এ শিক্ষা দেয় না। ওয়াজিরিস্তানে অভিযান শুরু হ'লে এই সংগঠন দু'টির নেতারা নেতৃত্ব ও ক্ষমতার জন্য নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু করে। সবাই ক্ষমতা চায়। সবাই পৃথকভাবে প্রচার অভিযান শুরু করেন। ফলে মজলিসে শূরা লটারীর মাধ্যমে মোল্লা ফাযলুল্লাহকে নেতা নির্বাচিত করে। আর লটারীর মাধ্যমে নির্বাচিত কোন নেতার কাছ থেকে আপনি কি আশা করতে পারেন?

এহসান বলেন, প্রতিটি কর্মকাণ্ডের জন্য তারা ভারত থেকে অর্থ পান। টিটিপির নেতারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সংগঠনের সেনাদের সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে নিজেরা পালিয়ে থাকে।

ভারত ও 'র'-এর কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া শুরু করার পর আমি বলেছিলাম যে, আমরা কাফেরদের সহায়তা করছি এবং আমরা তাদেরকে আমাদের নিজেদের দেশের লোকজনকে হত্যা করতে সহায়তা করছি। তখন বলা হয়েছিল যে, পাকিস্তানকে অস্থিতিশীল করতে ইসরাঈলও যদি টাকা দেয়, তবে নির্দ্বিধায় আমরা তাদের সহায়তা নেব। এই পর্যায়ে আমার কাছে পরিষ্কার হয় যে টিটিপির নেতারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সংগঠনটিকে ব্যবহার করছে।

এহসান বলেন, আফগানিস্তানে নির্বিঘ্নে চলাফেরায় সহায়তা করতে ভারত তাদের কাছে কিছু কাগজপত্র সরবরাহ করে। যেগুলি আইডি কার্ডের মতো কাজ করত। কারণ আফগানিস্তানের নিরাপত্তা পরিস্থিতির বিবেচনায় ঐ কাগজপত্র ছাড়া সন্ত্রাসীদের নির্বিঘ্নে চলাফেরা করা কঠিন ছিল। কোথাও যাওয়ার আগে তারা আফগানিস্তান ও ভারতের নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করত। এরপর তারা অনুমোদন দিত এবং পাকিস্তানে অনুপ্রবেশের পথ বাৎলে দিত।

ইয়ামনে চলছে বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়

৭৫ শতাংশ ইয়ামনীর যরূরী সহায়তা প্রয়োজন

ইয়ামনে বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় চলছে। খাদের কিনারে পৌঁছে গেছে গৃহযুদ্ধকবলিত দেশটি। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে প্রয়োজন ব্যাপক মানবিক সাহায্য এবং ত্রাণ তৎপরতা।

দুই বছর আগে যখন ইয়ামন সরকারের সঙ্গে শী'আ হাওছী বিদ্রোহীদের লড়াই শুরু হয়, তখনই মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে দরিদ্র

দেশ ছিল ইয়ামেন। এই দুই বছরের গৃহযুদ্ধে পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়েছে।

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) জানিয়েছে, দুর্ভিক্ষের কিনারে পৌঁছে গেছে ইয়ামণ। দেশটির আড়াই কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ১ কোটি ৯০ লাখ লোকেরই যরূরী সাহায্য প্রয়োজন। ২০ লাখ শিশু মারাত্মক পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। জাতিসংঘ পরিস্থিতির উন্নয়নে ২০০ কোটি ডলারের বেশি অর্থ সাহায্য চেয়েছে। যদিও তা প্রয়োজনের মাত্র ১৫ শতাংশ। সেভ দ্য চিলড্রেনের ক্যারোলিন অ্যানিং বলেন, ইয়ামনের সংঘাত সবাই যেন ভুলে গেছে। ইরাক এবং সিরিয়া নিয়ে মাতামাতির কারণে কেউ দেশটির দুরবস্থার দিকে তাকাচ্ছে না।

তুরস্কে গণভোটে এরদোগানের ঐতিহাসিক বিজয়

জনপ্রিয়তার আরও একটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়েব এরদোগান। সংবিধান সংশোধন বিষয়ক গণভোটে তার পক্ষে 'হ্যাঁ' ভোট দিয়েছে দেশটির ৫১ শতাংশ মানুষ। ফলে বিজয়ী হয়েছে প্রেসিডেন্ট এরদোগানের সংবিধান সংশোধন প্রস্তাব।

এই বিজয়ের ফলে তুরস্কের প্রায় একশ' বছরের ইতিহাসে নতুন একটি অধ্যায়ের সূচনা হ'ল। দেশটি এবার পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা থেকে প্রেসিডেন্সিয়াল শাসন ব্যবস্থায় প্রবেশ করবে। এর ফলে নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হবেন প্রেসিডেন্ট। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এড়াতে ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতেই এমন পন্থা অবলম্বন করছে দেশটি। তবে গণভোটে এরদোগানের বিরোধিতাও ছিলো প্রায় সমান হারে। ৪৯ শতাংশ ভোট পড়েছে 'না' ব্যালটে। তবে শেষ পর্যন্ত এরদোগানের প্রতিই আস্থা রেখেছে বেশির ভাগ মানুষ।

এর ফলে প্রেসিডেন্ট এরদোগানের ক্ষমতা ব্যাপক বৃদ্ধি পাবে। তিনি মন্ত্রীদের নিয়োগ দেবেন, বাজেট তৈরি করবেন, সিনিয়র বিচারপতিদের বেশির ভাগকে নিয়োগও দেবেন তিনিই এবং ডিক্রি জারী করে কিছু বিষয়ে আইনও করতে পারবেন।

তিনি একাই যরূরী অবস্থা জারী করতে এবং পার্লামেন্ট ভেঙে দিতে পারবেন। প্রেসিডেন্টের বিচারের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ এমপির সমর্থন লাগবে। আর প্রেসিডেন্ট দুই মেয়াদের বেশি ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না। এরদোগান বলেছেন, সরকার পদ্ধতির এ পরিবর্তন সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া দ্রুততর করবে।

২০৫০ সালের পর ইসলাম হবে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ধর্ম

-পিউ রিসার্চ সেন্টার

আগামী ২০৫০ সালের কিছু সময় পর ইসলাম দুনিয়ার সর্ববৃহৎ ধর্মে পরিণত হবে। ইউরোপ ও আমেরিকায় আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে এই ধর্ম। একটি সমীক্ষা রিপোর্টে উঠে এসেছে এমনই তথ্য। খ্রিস্টধর্ম নেমে যাবে দুই নম্বর স্থানে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গবেষণা সংস্থা পিউ রিসার্চ সেন্টার এ তথ্য প্রকাশ করেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে ইউরোপে চলে আসা শরণার্থীদের বেশির ভাগ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। তাদের কারণেই ইউরোপে ইসলামের প্রভাব বাড়বে। সংস্থাটি জানাচ্ছে, মুসলিমদের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশী। তাই পাঁচ দশকেই বিশ্বের সবচেয়ে বৃহত্তম ধর্ম হিসাবে চিহ্নিত হবে ইসলাম। সমীক্ষায় বলা হয়, ২০১০ সালে বিশ্বে মুসলিম সংখ্যা ছিল ১.৬ বিলিয়ন, তথা মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৩ ভাগ। আর খ্রিস্টান সংখ্যা ছিল ২.২ বিলিয়ন, প্রায় ৩১ ভাগ।

[সংখ্যা বৃদ্ধির চেয়ে ঈমান বৃদ্ধির প্রয়োজন বেশী (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

কাটা-ছেঁড়া ছাড়াই হৃদরোগের চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার

কোনরকম কাটা-ছেঁড়া ছাড়াই হৃদরোগের চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন ভারতের চেন্নাইয়ের হৃদরোগ চিকিৎসক ডা. বিমল ছাজেড় ও ডা. আইয়ায আকবর। গত ২২শে মার্চ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়। সম্মেলনে জানানো হয়, এক সময় জটিল হৃদরোগ নিরাময়ে 'বাইপাস' ও 'এনজিওপ্লাস্টি' ছিল একমাত্র চিকিৎসা। তবে ডা. বিমল ও ডা. আইয়ায গবেষণা করে হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের কোনরকম কাটা-ছেঁড়া ছাড়াই চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন।

ডা. আইয়ায বলেন, তাদের আবিষ্কৃত চিকিৎসা পদ্ধতিতে খরচ হবে সার্জারী চিকিৎসার খরচের চার ভাগের এক ভাগ। এ পদ্ধতিতে মাত্র দেড় লাখ টাকাতেই হৃদরোগের চিকিৎসা পাওয়া যাবে। তিনি জানান, ভবিষ্যতে বাংলাদেশেও শাখা খুলে হৃদরোগের চিকিৎসা করা হবে।

[দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বিদেশীদের হাতে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র থেকে দেশের স্বাস্থ্য বিভাগ সাবধান থাকুন (স.স.)]

মরুর বুকে পানি দেবে সৌরযন্ত্র

মরুভূমিতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেললেও এখন আর ভয় নেই। কারণ হালকা বাতাস থেকে পানি বানানোর একটি যন্ত্র মানুষকে বাঁচাতে পারবে। এটি শুধু সৌরশক্তি এবং একটি বিশেষ উপাদান ব্যবহার করে ১২ ঘণ্টায় প্রায় তিন লিটার পানি উৎপাদন করতে পারে।

শুধু তা-ই নয়, সৌরযন্ত্রটি এমন পরিবেশেও সক্রিয় থাকে, যেখানে বাতাসের আর্দ্রতা ২০ শতাংশের কম। পানি উৎপাদনকারী যন্ত্রটি তৈরির গবেষণায় যুক্ত মার্কিন অধ্যাপক ওমর ইয়াগাহি বলেন, 'আপনি মরুভূমির গভীরে গিয়ে বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও এই একটি যন্ত্রের সাহায্যে টিকে থাকতে পারবেন'। একজন মানুষের প্রতিদিন প্রায় ৩৩০ মিলিলিটার পানি প্রয়োজন। নতুন যন্ত্রটি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সেই পরিমাণ পানি সরবরাহ করতে পারে। কম আর্দ্রতার বাতাস থেকে পানি উৎপাদনের দীর্ঘদিনের চেষ্টায় এই সাফল্য মিলেছে।

পানি উৎপাদনের ঐ যন্ত্রে বিজ্ঞানীরা এক ধরনের জৈব ধাতব পদার্থ ব্যবহার করেন। যন্ত্রটি জিরকোনিয়াম এবং অ্যাডিপিক অ্যাসিডের সাহায্যে জলীয় বাষ্পকে বেঁধে ফেলে।

সাইকেল চালনায় ক্যান্সার ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমে

সাইকেল চালালে ক্যান্সার ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমে প্রায় অর্ধেক। এক গবেষণায় এসব কথা বলেছেন বিজ্ঞানীরা। ৫ বছর ধরে এ বিষয়ে গবেষণা করেছেন আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অব গ্লাসগো'র বিশেষজ্ঞরা। গবেষকরা বলেছেন, যেসব মানুষ নিয়মিত তার কর্মক্ষেত্রে সাইকেল চালিয়ে যান তাদের ক্যান্সার ও হার্টের অসুখের ঝুঁকি কমে যায় অর্ধেক। গবেষকরা প্রায় আড়াই লাখ মানুষের ওপর তাদের গবেষণা করেছেন। তাতে দেখা গেছে যারা তাদের বিভিন্ন কাজে সাইকেল চালিয়ে যাওয়া আসা করেন তাদের হৃদরোগের ঝুঁকি কমে যায় শতকরা ৪৬ ভাগ। এতে আরো দেখা গেছে, সাইকেল চালানো মানুষের যেকোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে অসময়ে মৃত্যুর ঝুঁকিও কমে যায় শতকরা ৪১ ভাগ। এছাড়া যেসব মানুষ হেঁটে যাতায়াত করেন তাদেরও হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমে। তবে সাইকেল চালালে যে পরিমাণ সুবিধা পাওয়া যায় ততটা হাঁটায় নয়।

এর কারণ হ'ল সাইক্লিস্টদের চেয়ে পায়ে হাঁটা মানুষ কম পথ হাঁটেন। তারা স্বল্পতম দূরত্ব বেছে নেন। এক্ষেত্রে একজন মানুষ সপ্তাহে ৬ মাইলের মতো হাঁটেন। কিন্তু সাইকেল চালক সপ্তাহে ৩০

মাইলের মতো দূরত্ব অতিক্রম করেন।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

উপযেলা ও এলাকা সম্মেলন

জামদই, মান্দা, নওগাঁ ৪ঠা এপ্রিল মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নওগাঁ যেলার মান্দা থানাধীন জামদই ও বৈলশিং এলাকার যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় বৈদ্যপুর ফুটবল ময়দানে এলাকা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার ও ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক এহসান এলাহী যহীর। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ঢাকার মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম ও প্রচার সম্পাদক আফযাল হোসাইন প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন মুহাম্মাদ এনামুল হক।

আত্রাই, নওগাঁ ১২ই এপ্রিল বুধবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' আত্রাই উপযেলার উদ্যোগে স্থানীয় মোল্লা আযাদ মেমোরিয়াল কলেজ ময়দানে উপযেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আত্রাই উপযেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক মুহাম্মাদ জাবেদ আলী মাষ্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক মাওলানা আফযাল হোসাইন, দফতর সম্পাদক তোফাযযল হোসাইন, 'যুবসংঘ' বড় কালিকাপুর শাখার সভাপতি রশীদুল ইসলাম, আত্রাই রেলওয়ে ষ্টেশন মাষ্টার ও 'আন্দোলন'-এর সুধী জনাব মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম ও মুস্তাফীযুর রহমান প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন মুহাম্মাদ এনামুল হক।

মাসিক তাবলীগী ইজতেমা

ভাদড়া, হরিণাকুণ্ডু, ঝিনাইদহ ৬ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব ভাদড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ভাদড়া এলাকার উদ্যোগে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক ডা. বযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা আব্দুল আলীম ও কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়াহ ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ছাত্র মুফীযুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন ভাদড়া এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আবু ওবায়দাহ।

কেন্দ্রীয় দাঈর সফর

সোনাখালী, বাগেরহাট ১৫ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ যোহর বাগেরহাট যেলার মোড়েলগঞ্জ থানাধীন সোনাখালী কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সোনাখালী এলাকার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা আব্বাসুদ্দীন ইলিয়াসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ ও শূরা সদস্য অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ মামূনুর রশীদ, সোনাখালী আযীযিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা তাজুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কর্মী মুহাম্মাদ হারূণুর রশীদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মাওলানা মোশাররফ হোসাইনকে সভাপতি ও মাওলানা তাজুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে 'আন্দোলন'-এর সোনাখালী এলাকা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

বহরবুনিয়া, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট ১৭ই এপ্রিল সোমবার : অদ্য বাদ ফজর বাগেরহাট যেলার মোড়েলগঞ্জ থানাধীন বহরবুনিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বশুরবুনিয়া শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি শাহাদত হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সরদার আশরাফ হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা যোবায়ের ঢালী ও মাওলানা আব্দুল মুত্তালিব প্রমুখ।

কালদিয়া, বাগেরহাট ১৭ই এপ্রিল সোমবার : অদ্য বাদ মাগরিব বাগেরহাট সদর থানাধীন আল-মারকাযুল ইসলামী কালদিয়া জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাগেরহাট যেলার কালদিয়া মারকায শাখার উদ্যোগে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা যোবায়ের ঢালীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ।

চিতলমারী, বাগেরহাট ১৮ই এপ্রিল মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর বাগেরহাট যেলার চিতলমারী বাজার কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চিতলমারী এলাকার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলী রহমানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ।

আড়ুয়াবর্ণী, চিতলমারী, বাগেরহাট ১৮ই এপ্রিল মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব বাগেরহাট যেলার চিতলমারী থানাধীন আড়ুয়াবর্ণী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' আড়ুয়াবর্ণী শাখার উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ।

মোল্লাহাট, বাগেরহাট ১৯ই এপ্রিল বুধবার : অদ্য বাদ যোহর বাগেরহাট যেলার মোল্লাহাট থানাধীন সারুলিয়া-রাজপাট আকবরিয়া দাখিল মাদ্রাসা সংলগ্ন জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সারুলিয়া-রাজপাট এলাকার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা এরশাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ। সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন, হাফেয শেখ দাউদ, মাওলানা আবেদ আলী ও মুহাম্মাদ

আমীনুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে হাফেয শেখ দাঊদকে আহবায়ক করে সারুলিয়া- রাজপাট এলাকা 'আন্দোলন'-এর আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

দুর্গাপুর, বোয়ালমারী, ফরিদপুর ২০শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর (ক) ফরিদপুর যেলার বোয়ালমারী থানাধীন দুর্গাপুর শিকদার বাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা আসাদুয্যামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ।

(খ) একই দিন বাদ মাগরিব বাগবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা ইসমাঈলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান ছিলেন অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন স্থানীয় মুহাম্মাদ সানোয়ার রহমান।

চরশেখর, বোয়ালমারী, ফরিদপুর ২১শে এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব চরশেখর পঞ্চগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দুর্গাপুর-শেখর এলাকার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম হাফেয মুহাম্মাদ হারূণুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন স্থানীয় সুধী মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান ও মুহাম্মাদ ইলিয়াছ আলী খান প্রমুখ।

আলফাডাংগা, ফরিদপুর ২২শে এপ্রিল শনিবার : অদ্য বেলা ১১-টায় ফরিদপুর যেলার (ক) আলফাডাংগা থানাধীন বারাংকোলা গ্রামের আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ আব্দুল হকের বাসভবনে এক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তা'লীমী বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ। তা'লীমী বৈঠক শেষে মুহাম্মাদ আব্দুল হককে আহ্বায়ক করে ৩ সদস্য বিশিষ্ট 'আন্দোলন'-এর বারাংকোলা শাখা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

(খ) একই দিন বেলা ১-টায় ফরিদপুর যেলার বোয়ালমারী থানাধীন গঙ্গানন্দাপুর নিবাসী বিশিষ্ট আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্ব ডাঃ সালমান শরীফ কর্তৃক নব প্রতিষ্ঠিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান বক্তব্য পেশ করেন। এ সময়ে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মাদ আব্দুল হক, আব্দুল বারি ও মুহাম্মাদ আল-আমীন প্রমুখ।

প্রশিক্ষণ

তাহেরপুর, রাজশাহী ৮ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বাগমারা থানাধীন তাহেরপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' তাহেরপুর এলাকার উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি চান মুহাম্মাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাজী আইয়ুব আলী ও বাগমারা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম। উক্ত প্রশিক্ষণে এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

শাসনগাছা, কুমিল্লা ৩০শে এপ্রিল রবিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় কুমিল্লা শহরের শাসনগাছা আল-মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্সে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলার উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অনুষ্ঠানে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দাত্বিশীলগণ উপস্থিত ছিলেন।

পাঁচদোনা, নরসিংদী ১লা মে সোমবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নরসিংদী যেলার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক এহসান এলাহী যহীর, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল ও নরসিংদী যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ইকবাল কবীর ও সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলসহ বিপুল সংখ্যক কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা

মাদারটেক, ঢাকা ২৯শে এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ আছর রাজধানীর মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত বিষয় ভিত্তিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাদারটেক এলাকা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ ফরীদুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আহসান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম ও মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার।

দায়িত্বশীল বৈঠক

কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ ১লা মে সোমবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার কাঞ্চনস্থ যেলা কার্যালয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নারায়ণগঞ্জ যেলার দায়িত্বশীলগণকে নিয়ে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলামের

Contents

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন এবং ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার। অনুষ্ঠানে যেলার সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করা হয়।

যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রশিক্ষণ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১২-১৪ই এপ্রিল বুধবার-শুক্রবার : অদ্য বাদ ফজর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনে ৩ দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম প্রমুখ। প্রশিক্ষণে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম।

মারকায সংবাদ

দাখিল পরীক্ষার ফলাফল

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী : বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ২০১৭ সালের দাখিল পরীক্ষায় এ বছর ৫৫ জন ছাত্র ও ১৬ জন ছাত্রী সহ মোট ৭১ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ১ জন গোল্ডেন জিপিএ ৫ (A+), ৪৭ জন A ও ১০ জন A- এবং ৮ জন B গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। জিপিএ ৫ পেয়েছে আহমাদ মুছতফা (ভাড়ালীপাড়া, রাজশাহী)।

ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় মারকাযের ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি লাভ : বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০১৬ সালে ৫ম শ্রেণীর ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ৪ জন ছাত্রী 'ট্যালেন্টপুলে' এবং ৩ জন ছাত্র ও ২ জন ছাত্রী 'সাধারণ গ্রেডে' বৃত্তি পেয়েছে।

দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা : এ বছর দাখিল পরীক্ষায় ২৪ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ২ জন গোল্ডেন জিপিএ ৫ (A+), ১৬ জন A, ৩ জন A- এবং ১ জন B গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। গোল্ডেন জিপিএ ৫ প্রাপ্ত দু'জন হচ্ছে আব্দুস সালাম (মাহমূদপুর, সাতক্ষীরা) ও মাসঊদ বিন ইউসুফ (মাহমূদপুর, সাতক্ষীরা)।

মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন

বিশ্বনাথপুর, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১৮ই এপ্রিল মঙ্গল বার : অদ্য সকাল সাড়ে ৯-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ-এর পাকা ভবনের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাদরাসার দাতা জনাব ছাদেকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাদরাসার পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা আন্দোলন-এর সভাপতি ইসমাঈল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা যুবসংঘ-এর সহ-সভাপতি ইয়াসীন আলী ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলা যুবসংঘ-এর সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আনোয়ারুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে যেলা আন্দোলন ও যুবসংঘ-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, গত জানুয়ারী মাসে ২৬ জন শিক্ষার্থী ও ১জন শিক্ষক নিয়ে টিনশেড ভবনে মাদরাসার ক্লাস শুরু হয়।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঝিনাইদহ যেলার সাবেক অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ মফীযুদ্দীন (৭৫) যেলার সদর থানাধীন ডাকবাংলা মাগুরা পাড়াস্থ নিজ বাড়ীতে গত ৬ই মার্চ'১৭ সোমবার দিবাগত রাত ২-টায় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি শুধুমাত্র স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। পর দিন বেলা ১১-টায় ডাকাবাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম। অতঃপর ডাকবাংলা মাগুরা পাড়াস্থ সামাজিক কবরস্থানে তাকে দফন করা হয়। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর মৃত্যুতে গভীরভাবে মর্মাহত হন এবং তাঁর রূহের মাগফেরাতের জন্য প্রাণখোলা দো'আ করেন।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক

সদ্য প্রকাশিত বই

যুবকদের কিছু সমস্যা

মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন

অনুবাদ
আহমাদুল্লাহ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০২৪৭) ৮৬০৮৬১, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

Contents

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

মাহে রামাযানে কর্মীদের প্রতি

আমীরে জামা'আতের আহ্বান

আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

প্রাণপ্রিয় সাথীগণ!

মাহে রামাযান আমাদের দুয়ারে সমাগত। রহমত, বরকত, মাগফিরাতের সুসংবাদ নিয়ে রামাযানের রাত্রিগুলিতে আল্লাহ আমাদেরকে ডাকেন হে কল্যাণের অভিযাত্রী! এগিয়ে চল। হে অকল্যাণের অভিসারী! থেমে যাও। এ মাসে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে অগণিত মুমিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)*। আমরা প্রার্থনা করি আল্লাহ যেন আমাদের সকল সাথী ভাই-বোনকে জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেন- আমীন!

প্রিয় সাথী!

জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে গেলে নিম্নের উপদেশগুলি মেনে চলুন, যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে উৎসারিত।-

১. সর্বদা ফিরকা নাজিয়াহ্র সাথে জামা'আতবদ্ধ থাকুন। কেননা জামা'আতের উপর আল্লাহ্র হাত থাকে। আর শয়তান তার সঙ্গে থাকে, যে জামা'আত থেকে পৃথক হয়ে যায় *(নাসাঈ)*। আর যে মুমিন একাকী থাকে, শয়তান তার সাথী হয় *(তিরমিযী)*।

২. যাবতীয় সৎকর্ম স্রেফ আল্লাহ্র জন্য করুন। যেসব কথায় ও কাজে নেকী নেই, তা বর্জন করুন। সত্যিকারের আল্লাহভীরু ভাই-বোনকে সংগঠনের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করুন। আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত করবেন।

৩. অন্তরজগতকে রিয়া, হিংসা ও অহংকার থেকে পরিশুদ্ধ করুন। কেননা কলুষিত অন্তরে আল্লাহ্র নূর প্রবেশ করে না। ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্র গায়েবী মদদও পায় না। নিজের গৃহকে ছবি-মূর্তি ও যাবতীয় শয়তানী ক্রিয়া-কর্ম হ'তে মুক্ত রাখুন। যাতে সর্বদা রহমতের ফেরেশতা আপনার বাড়ীটিকে ঘিরে রাখে।

৪. সর্বদা মৃত্যুকে সামনে রেখে আখেরাতের চেতনায় দাওয়াতের কাজ করুন। যেন এই অবস্থায় মৃত্যু হ'লে আল্লাহ আমাকে জান্নাত দান করেন।

৫. সংগঠনকে একটি পরিবার হিসাবে গণ্য করুন। পরস্পরকে ক্ষমা করুন। ভাই-ভাইয়ে মহব্বত দৃঢ় করুন। আল্লাহ্র রাস্তায় নিজেদেরকে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় মযবুত রাখুন। আল্লাহ অবশ্যই আমাদেরকে ভালবাসবেন *(ছফ ৪)*।

৯. আল্লাহভীরুতা হ'ল মূল পুঁজি। এই পুঁজি হারালে ইলম ও আমল সবকিছুই নিস্ফল হবে। একথা মনে রেখে ইলম বৃদ্ধির জন্য রামাযানে নিম্নোক্ত বইগুলি পাঠ করুন।- (ক) তাফসীরুল কুরআন ৩০ তম পারা (খ) আহলেহাদীছ আন্দোলন (থিসিস) (গ) ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) (ঘ) সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) (ঙ) ফিরক্বা নাজিয়াহ (চ) 'ইহতিসাব' বইটি নিয়মিত অনুশীলন করুন।

১০. প্রত্যেকে মাসিক আত-তাহরীকের নতুন বা পুরাতন কমপক্ষে ৩ কপি এবং সংগঠনের ছোট বইগুলি অধিকহারে ক্রয় করে বিতরণ করুন বা মৃত পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের জন্য ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ করুন।

১১. দানের সর্বোত্তম ক্ষেত্র হিসাবে সংগঠনকে বেছে নিন এবং এর বায়তুল মাল ফাণ্ডকে সমৃদ্ধ করুন। দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্পে দাতাসদস্য হউন।

আল্লাহ আমাদেরকে রামাযান মাসে অধিকহারে ইবাদত ও ছাদাক্বা করার তাওফীক দান করুন এবং আমাদের ও আমাদের পিতা-মাতাকে ক্ষমা করুন।- আমীন!

প্রচারে : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

Contents

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন (১/৩৪১) : শরী'আতে আপন দু'বোনকে একত্রে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। কিন্তু তারা পরস্পর দুধবোন হ'লে বিবাহে কোন বাধা আছে কি?

-এমদাদ, ঝিকরগাছা, যশোর।

উত্তর : দুই দুধবোনকে একত্রে বিবাহ করা হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের জন্য হারাম করা হ'ল-তোমাদের দুধ মাতা ও দুধ বোন' *(নিসা ৪/২৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বংশগত কারণে যা হারাম হয়, দুধ পানের সম্পর্কের কারণেও তা হারাম হয়' *(বুখারী হা/২৬৪৫; মুসলিম হা/১৪৪৫)*।

প্রশ্ন (২/৩৪২) : নাবালেগ ও পাগলের সম্পদ নিছাব পরিমাণ হ'লে যাকাত দিতে হবে কি?

-লতীফুল ইসলাম, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : নাবালেগ ও পাগলের মাল নিছাব পরিমাণ হ'লে যাকাত দিতে হবে। অভিভাবক তাদের সম্পদ থেকে যাকাত বের করবেন। কারণ যাকাত আদায়ের মূল শর্ত হ'ল সম্পদ থাকা। আল্লাহ বলেন, 'তুমি তাদের মাল-সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ কর। যা দ্বারা তুমি তাদের পবিত্র করবে ও পরিশুদ্ধ করবে' *(তওবা ৯/১০৩)*। রাসূল (ছাঃ) মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামনে পাঠানোর সময় বলেন, তুমি তাদের জানিয়ে দিয়ো যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পদের উপর যাকাত ওয়াজিব করেছেন, যা তাদের ধনীদের থেকে গৃহীত হবে এবং গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হবে' *(বুখারী হা/১৩৯৫)*। ওমর (রাঃ) বলেন, ইয়াতীমদের মাল দ্বারা ব্যবসা কর। অন্যথায় যাকাত দিতে দিতে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে *(দারাকুৎনী হা/১৯৯৬; ইরওয়া ৩/২৫৯, সনদ মুরসাল ছহীহ)*। অতএব শরী'আতে যাকাত আদায়ের যে নির্দেশ এসেছে তা সবার জন্য প্রযোজ্য *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৯/৪১০; উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৬/১৪; নববী, আল-মাজমূ' ৫/৩৩০)*।

প্রশ্ন (৩/৩৪৩) : কেউ কাউকে দাওয়াত দিল। কিন্তু সে যাওয়ার সময় আরেকজনকে সাথে নিয়ে গেল। তার জন্য উক্ত দাওয়াত খাওয়া জায়েয হবে কি?

-হাফীযুল ইসলাম, পলাশবাড়ী, নীলফামারী।

উত্তর : এমতাবস্থায় দাওয়াত দাতার অনুমতি নিতে হবে। অন্যথায় ফিরে যাবে। আবু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু শু'আইব নামক জনৈক আনছারী রাসূল (ছাঃ)-কে দাওয়াত দিলে তিনি তাঁর সাথে অতিরিক্ত একজন নিয়ে আসলেন। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'এ আমাদের সঙ্গে এসেছে। তুমি ইচ্ছা করলে একে অনুমতি দিতে পার। আর তুমি যদি চাও সে ফিরে যাক, তবে সে ফিরে যাবে। ছাহাবী বললেন, না, আমি তাকে অনুমতি দিলাম' *(বুখারী হা/২০৮১; মুসলিম হা/২০৩৬; মিশকাত হা/৩২১৯)*।

প্রশ্ন (৪/৩৪৪) : ব্যাংকে মোটা অংকের অর্থ জমা থাকায় প্রতিবছর যাকাত দিতাম। কিন্তু কয়েক বছর পূর্বে একজনকে তা ঋণ দিয়েছি। এক্ষণে উক্ত সম্পদের যাকাত আমাকে না ঋণ গ্রহীতাকে পরিশোধ করতে হবে?

-বযলুল করীম, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : যাকাত প্রদানের জন্য নিছাব পরিমাণ সঞ্চিত সম্পদ থাকা আবশ্যক *(বুখারী হা/১৪৫৯; মুসলিম হা/৯৮০; মিশকাত হা/১৭৯৪)* এবং তা এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত *(আবুদাঊদ হা/১৫৭৩)*। ঋণদাতা ঋণ প্রদানের পর উক্ত সম্পদের মালিক থাকেন না। অতএব তাকে এর যাকাত দিতে হবে না। তবে যদি ঋণ প্রদান থেকে এক বছরের মধ্যে তা ফেরত পাওয়া যায়, তাহ'লে সে বছরের হিসাবে যাকাত দিতে হবে। অন্যদিকে ঋণগ্রহীতা পরিশোধ করার আগ পর্যন্ত উক্ত সম্পদের মালিক থাকেন। যদি তিনি উক্ত টাকা সঞ্চিত রাখেন এবং তা এক বছর অতিক্রান্ত হয়, তাহ'লে তার যাকাত তিনি দিবেন। আর যদি খরচ করে ফেলেন, তাহ'লে দিবেন না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, প্রদত্ত ঋণে কোন যাকাত নেই। যতক্ষণ না সেটি ফেরত পাওয়া যায়' *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/১০৩৫৯, ১০৩৬৪; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৭১১৫, সনদ হাসান; ইরওয়া হা/৭৮৪)*। হযরত আলী (রাঃ)ও অনুরূপ বলেছেন *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/১০৩৪৭, সনদ ছহীহ; ইরওয়া হা/৭৮৫)*।

প্রশ্ন (৫/৩৪৫) : আমাদের মসজিদের পুকুরে মাছ চাষ করে পরবর্তীতে ডাকে বিক্রি করা হয়। এরূপ করা শরী'আতসম্মত কি?

-মাযহারুল ইসলাম, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তর : এরূপ করাতে শরী'আতে কোন বাধা নেই। ডাকের মাধ্যমে দরাদরি করে দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করা শরী'আত সম্মত। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে এসেছে, 'জনৈক অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি তার মুদাববার গোলামকে মুক্ত করলে রাসূল (ছাঃ) উক্ত গোলামটিকে নিয়ে ডাক দিলেন যে, আমার নিকট হ'তে কে এই গোলামটিকে ক্রয় করবে? অতঃপর নু'আইম বিন আব্দুল্লাহ আটশত দিরহাম দিয়ে গোলামটিকে ক্রয় করলেন। তারপর উক্ত গোলাম বিক্রয়ের টাকা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে দিলেন *(বুখারী হা/২১৪১; মুসলিম হা/৯৯৭)*। এক্ষেত্রে ক্রেতারই ছওয়াব বেশী হবে। যেহেতু ক্রেতা অতিরিক্ত মূল্য দ্বারা সহযোগিতা করেছে।

প্রশ্ন (৬/৩৪৬) : একটি মসজিদের আযানের মাইকে জুম'আর খুৎবা ও ক্বিরাআত করা হয়। ফলে ২০০ গজের মধ্যে বাজারের ব্যবসায়ীরা স্ব স্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে খুৎবা শ্রবণ ও ছালাত আদায় করে। এক্ষণে মসজিদেরই মাইক ইচ্ছামত সম্প্রসারণ করে খুৎবা ও ছালাত শোনানো জায়েয হবে কি? আর নিজ নিজ দোকানে বসে ছালাত আদায় করলে জুম'আর ছালাতে অংশগ্রহণের নেকী পাওয়া যাবে কি?

-ডা. মুহসিন, হাটগাঙ্গোপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : মাইকে খুৎবা প্রদান জায়েয। তবে সাউন্ড বক্স এমনভাবে সেট করতে হবে যেন তা কেবল মসজিদে আগত শ্রোতারাই শ্রবণ করে। মসজিদে বা বাসায় অবস্থানকারী মুছল্লীদের মনোযোগে বিঘ্ন না ঘটে। ই'তিকাফে থাকাকালীন সময়ে এক ব্যক্তি সরবে ক্বিরাআত করলে রাসূল (ছাঃ)

বলেন, 'তোমাদের প্রত্যেকে তার রবের সাথে গোপনে কথা (মুনাজাত) বলে থাকে। অতএব তোমাদের কেউ যেন কাউকে সরবে ক্বিরাআত পাঠ করে কষ্ট না দেয়' *(আবুদাঊদ হা/১৩৩২; ছহীহাহ হা/১৬০৩; উছায়মীন, মাজমূ ফাতাওয়া ১৩/৫৪)*।

আর দোকানে বসে খুৎবা শ্রবণ বা দোকানে জুম'আর ছালাত আদায় শরী'আত সম্মত নয়। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! যখন জুম'আর দিনে ছালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণের দিকে দ্রুত ধাবিত হও' *(জুম'আ ৬২/৯)*। আব্দুর রহমান সা'দী বলেন, অত্র আয়াতে আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাদের জুম'আর ছালাতের জন্য যে স্থান থেকে আহ্বান করা হয়েছে, সেখানে দ্রুত উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন *(তাফসীরে সা'দী ১/৮৬৩, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)*।

এছাড়া মসজিদের বাহির থেকে জামা'আতে শরীক হওয়ার জন্য তাকবীর শ্রবণ এবং কাতারের ধারাবাহিকতা থাকা আবশ্যক। বাড়িতে বা দোকান থেকে শোনা গেলেও কাতারের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। ফলে এভাবে জামা'আত শুদ্ধ হবে না *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৩/৪১০; ওছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৪/২৯৯-৩০০)*।

প্রশ্ন (৭/৩৪৭) : নামের শেষে ভুইয়া, চৌধুরী, পণ্ডিত, হাওলাদার, মজুমদার ইত্যাদি যোগ করা কি জাহেলিয়াতের অন্তর্ভুক্ত?

-হাবীব, দিনাজপুর।

উত্তর : এগুলি উপমহাদেশে সুলতানী আমল, মোগল ও বৃটিশ ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন পরিচিতি মূলক পদবী মাত্র। এরূপ পদবী নামের শেষে যোগ করায় কোন বাধা নেই। তবে সর্বদা নিম্নোক্ত হাদীছটি স্মরণ রাখতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'লোকেরা যেন তাদের বাপ-দাদার নামে গর্ব করা হ'তে বিরত থাকে...। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের অহমিকা ও বাপ-দাদার অহংকার দূরীভূত করে দিয়েছেন। এক্ষণে সে আল্লাহভীরু মুমিন অথবা হতভাগ্য পাপী মাত্র। মানবজাতি সবাই আদমের সন্তান। আর আদম হ'ল মাটির তৈরী' (অতএব অহংকার করার মত কিছুই নেই) *(তিরমিযী হা/৩৯৫৫; মিশকাত হা/৪৮৯৯; ছহীহুল জামে' হা/৪৫৬৮)*।

প্রশ্ন (৮/৩৪৮) : আমার এক চোখ নষ্ট হ'লেও তা জন্মগত নয়। বরং ছোটবেলা খেলা করার সময় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে এরূপ হয়েছে। এক্ষণে প্রতিবন্ধী সনদ নিয়ে কোথাও চাকুরী করা বা কোন সুবিধা ভোগ করা আমার জন্য জায়েয হবে কি?

-সুজন, ঝিনাইদহ।

উত্তর : জায়েয হবে। কেননা সরকারী বিধি অনুযায়ী জন্মগতভাবে, রোগাক্রান্ত হয়ে বা দুর্ঘটনায় আহত হয়ে অথবা অপচিকিৎসা বা অন্য কোন কারণে একটি বা উভয় চোখের দৃষ্টিশক্তি হারানো ব্যক্তি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী *(সমাজকল্যাণ অধিদফতর প্রতিবন্ধী ভাতা বাস্তবায়ন নীতিমালা, পৃঃ ৪)*। অতএব সনদ নিয়ে বৈধ যেকোন সুবিধা গ্রহণে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (৯/৩৪৯) : আমি একটি এফ.এম রেডিওতে একটি বিভাগের সিনিয়র নির্বাহী হিসাবে কর্মরত আছি। এখানে সারাদিনে ১০ ঘন্টা গান, ৬ ঘন্টা বিজ্ঞাপন, অন্যান্য সময় খবর ও অন্যান্য কনটেন্ট প্রচার করা হয়। এক্ষণে এরূপ কোম্পানীতে চাকুরী করা বৈধ হবে কি?

-এস এম রুম্মান ওয়াহিদ, ঢাকা।

উত্তর : এসব চাকুরী হ'তে দূরে থাকতে হবে। কারণ গান-বাজনা শরী'আতে হারাম *(লোকমান ৩১/৬)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর। গোনাহ ও অন্যায় কাজে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (১০/৩৫০) : ছালাতরত অবস্থায় ছেলে শিশু গায়ে পেশাব করে দিলে সেক্ষেত্রে করণীয় কি?

-আযাদ শেখ, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : ছালাত ছেড়ে দিয়ে তা পরিষ্কার করে পুনরায় ছালাতে যোগদান করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মেয়েদের পেশাব ধুয়ে ফেলতে হবে এবং ছেলেদের পেশাবে পানি ছিটাতে হবে' *(আহমাদ হা/৫৬৩; মিশকাত হা/৫০১; ছহীহুল জামে' হা/২৮৪২)*। উম্মু কায়েস বিনতে মিহছান (রাঃ) বলেন, দুধপানকারী একটি ছেলে শিশু রাসূল (ছাঃ)-এর কোলে পেশাব করে দিলে তিনি কেবল কাপড়ের উপর পানি ছিটিয়ে দিলেন *(বুখারী হা/২২৩; মিশকাত হা/৪৯৭)*।

প্রশ্ন (১১/৩৫১) : মানুষকে পানি পান করানোর ফযীলত সম্পর্কে ছহীহ হাদীছে কিছু বর্ণিত হয়েছে কি?

-আছিফ আলী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : মানুষকে পানি পান করানোর ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন একদা সা'দ বিন ওবাদাহ (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, আপনার নিকট কোন ছাদাক্বা সর্বাধিক পসন্দনীয়? তিনি বললেন, পানি পান করানো' *(আবুদাঊদ হা/১৬৭৯; হাকেম হা/১৫১১)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, পানি পান করানো অপেক্ষা অধিক ছওয়াবপূর্ণ ছাদাক্বা আর নেই' *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৩৩৭৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/৯৬০)*। সা'দ বিন ওবাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! উম্মু সা'দ মৃত্যুবরণ করেছেন, (তার পক্ষ হ'তে) কোন ছাদাক্বা সর্বোত্তম হবে? তিনি বললেন, পানি পান করানো। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি একটি কূপ খনন করে বললেন, এটা উম্মু সা'দের (কল্যাণের) জন্য ওয়াকফ করা হ'ল *(আবুদাঊদ হা/১৬৮১; মিশকাত হা/১৯১২)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, যে ব্যক্তি পানির কূপ খনন করল, আর সে কূপ থেকে মানুষ, জিন বা কোন পাখি পানি পান করল। এর বিনিময়ে আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন ছওয়াব প্রদান করবেন *(ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১২৯২; ছহীহ আত-তারগীব হা/৯৬৩)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আদম সন্তানের দেহে তিনশত ষাটটি হাড় বা জোড় বা গ্রন্থি রয়েছে। এগুলোর প্রতিটির জন্য প্রত্যেক দিন ছাদাক্বা রয়েছে। প্রতিটি উত্তম কথাই ছাদাক্বা। এক ভাইয়ের পক্ষ হ'তে অন্য ভাইকে সাহায্য করা ছাদাক্বা। এক ঢোক পানি পান করানো ছাদাক্বা। পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়াও ছাদাক্বা' *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪২২; ছহীহাহ হা/৫৭৬)*। এছাড়া জনৈকা বেশ্যা নারী একটি পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করালে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন *(বুখারী হা/৩৪৬৭; মুসলিম হা/২২৪৫; মিশকাত হা/১৯০২)*।

Contents

প্রশ্ন (১২/৩৫২) : আমার ভাড়ায় চালিত কয়েকটি গাড়ি ও ট্রাক আছে, যা মাঝে মাঝে নিজস্ব কাজেও ব্যবহৃত হয়। এর যাকাত দিতে হবে কি? দিতে হ'লে কিভাবে দিতে হবে?

-হাবীবুর রহমান, মহাখালী, ঢাকা।

উত্তর : এরূপ গাড়ির মূল্যের উপর যাকাত দিতে হবে না *(বুখারী হা/১৪৬৩; মুসলিম হা/৯৮২; মিশকাত হা/১৭৯৫)*। বরং তা থেকে উপার্জিত অর্থের যাকাত দিতে হবে *(আব্দুল্লাহ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/১৮১)*।

প্রশ্ন (১৩/৩৫৩) : অনেক পিতা-মাতা বাল্য অবস্থাতে শিশুদের ছিয়াম পালনের ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করেন। এভাবে ছিয়াম পালন করানো যাবে কি?

-আমীন, সোনাবাড়িয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : উৎসাহ দিয়ে নাবালেগ শিশুদের ছিয়াম পালন করানোতে কোন বাধা নেই। রুবায়ি' বিনতে মু'আওবিয (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আশূরার দিন সকালে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আনছারদের সকল পল্লীতে এ নির্দেশ জারী করলেন যে, যে ব্যক্তি ছওম পালন করেনি সে যেন দিনের বাকী অংশ না খেয়ে থাকে। আর যার ছওম অবস্থায় সকাল হয়েছে, সে যেন ছওম পূর্ণ করে। তিনি বলেন, পরবর্তীতে আমরা ঐ দিন ছিয়াম পালন করতাম এবং আমাদের শিশুদেরও ছিয়াম পালন করাতাম। আমরা তাদের জন্য পশমের খেলনা তৈরী করে দিতাম। তাদের কেউ খাবারের জন্য কাঁদলে তাকে ঐ খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম। আর এভাবেই ইফতারের সময় হয়ে যেত' *(বুখারী হা/১৯৬০; মুসলিম হা/১১৩৬)*।

প্রশ্ন (১৪/৩৫৪) : ছেলে নেশাখোর এবং এর মাধ্যমে বহু অর্থ তছরুফকারী। এক্ষণে বিবাহিত মেয়ের আর্থিক টানাপোড়েনের কারণে পিতার সম্পত্তি থেকে ১০ কাঠা জমি ছেলের অগোচরে মেয়েকে দেওয়া যাবে কি?

-আমজাদ হোসাইন, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : বিদ্বেষবশতঃ কমবেশী না করে, সন্তানদের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গি রেখে জীবদ্দশায় প্রয়োজনমত খরচে কমবেশী করায় কোন বাধা নেই। বরং এটাই ইনছাফ। কিন্তু কারো প্রতি অবজ্ঞা, কাউকে অধিক ভালোবাসা, কাউকে শাস্তি দেওয়া ইত্যাদি দৃষ্টিভঙ্গিতে কমবেশী করলে অবশ্যই গুনাহগার হ'তে হবে *(বুখারী হা/২৫৮৬; মুসলিম হা/১৬২৩; মিশকাত হা/৩০১৯)*।

উল্লেখ্য যে, সন্তানদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু দান করা এবং সন্তানের প্রয়োজনীয় খরচ বহন করার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। প্রয়োজনের বাইরে সাধারণভাবে কাউকে কিছু প্রদানের ব্যাপারে সমতা বিধান করা ওয়াজিব। কিন্তু প্রয়োজনীয় খরচ যেমন পড়াশুনা, খাদ্য সংস্থান, পোষাকাদি ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রত্যেকের প্রয়োজন মত খরচ করাই যরূরী। এছাড়া কোন সন্তান যদি দরিদ্র এবং পরিবার পরিচালনার মত প্রয়োজনীয় উপার্জনে অক্ষম হয়, তাহ'লে স্বচ্ছল পিতার জন্য সন্তানকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা যরূরী *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩৪/১০৫)*।

ইবনু কুদামা বলেন, পিতা সন্তানদের মধ্যে যার কোন বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে, কেউ অন্ধ, কারু পরিবারের সদস্য বেশী, কেউ জ্ঞানার্জনে রত রয়েছে ইত্যাদি কারণে কারো জন্য অধিক খরচ করেন। অথবা কোন সন্তানের পাপাচার, অবাধ্যতা, তাকে প্রদত্ত অর্থ সে আল্লাহ বিরোধী কাজে ব্যয় করবে ইত্যাদি কারণে কারু জন্য খরচ থেকে বিরত থাকেন তবে ইমাম আহমাদের বর্ণনা অনুযায়ী তা জায়েয। তিনি বলেন, এতে কোন বাধা নেই। যদি তা প্রয়োজন সাপেক্ষে হয়। তবে যদি তা পক্ষপাতিত্ব মূলক হয়ে থাকে তবে আমি তা অপসন্দ করি *(ইবনু কুদামা, মুগনী ৬/৫৩)*।

ইবনু হাযম বলেন, কোন সন্তানকে নির্দিষ্টভাবে কিছু হেবা বা দান করা পিতার জন্য জায়েয নয়। বরং এরূপ ক্ষেত্রে সকলকে সমানভাবে দিতে হবে।... কিন্তু আবশ্যক ব্যয়ের ক্ষেত্রে নয়। যেমন আবশ্যকীয় পোষাকাদি ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রত্যেকের প্রয়োজন মত ব্যয় করবে। ধনী সন্তানদের ব্যতিরেকে দরিদ্র সন্তানদের জন্য খরচ করতে পারবে *(মুহাল্লা ৮/৯৫)*।

প্রশ্ন (১৫/৩৫৫) : আমাদের এখানে পীরের মাজারের পক্ষ থেকে প্রতিবছর ঐতিহ্যবাহী ওরস হয়। এ উপলক্ষে মেলা এবং বিরানী খাওয়ানো হয়। উক্ত মেলা থেকে কিছু কেনাকাটা বা তাদের বিতরণকৃত বিরানী খাওয়া যাবে কি?

-আতীকুর রহমান, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।

উত্তর : যাবে না। এসব স্পষ্টভাবে বিদ'আতী অনুষ্ঠান। এছাড়া এসব স্থানে বহু শিরকী কর্মকাণ্ড হয়ে থাকে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু নতুন আবিষ্কার করবে যা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০)*। তাদের যেকোন কাজে সহযোগিতা করা বা তাদের খাবার খাওয়া যাবে না *(মায়েদা ৫/২; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৬/১৭৬, ২/২৫৭-২৬৪)*।

প্রশ্ন (১৬/৩৫৬) : ফরয ছালাতের কোন রাক'আতে মুছল্লী সূরা ফাতিহা পাঠ করতে ভুলে গেলে তার জন্য করণীয় কি? উক্ত রাক'আত পুনরায় আদায় বা সাহু সিজদা দিলে হবে কি?

-ইমরোজ হাসান, খলিশাগাড়ি, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : মুছল্লী কোন রাক'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে ভুলে গেলে ইমামের সালাম ফিরানোর পর উঠে এক রাক'আত ছালাত পৃথকভাবে আদায় করবে এবং সহো সিজদা দিবে। কারণ সূরা ফাতিহা ব্যতীত ছালাত হয় না *(বুখারী হা/৭৫৬; মুসলিম হা/৩৯৪; মিশকাত হা/৮২২; ছহীহ ইবনু খুযায়মা, 'ছালাত' অধ্যায়, ১/২৪৬-৪৭ পৃঃ; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৯৬-৯৮ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৭/৩৫৭) : যাকাতের সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দেওয়ার নিয়ত করে আমার নিকট থেকে ঋণগ্রহীতাকে কিছু ঋণ মাফ করে দেওয়া যাবে কি?

-আহমাদ, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : সাধারণভাবে এরূপ করা জায়েয নয়। তবে ঋণগ্রহীতা যদি হতদরিদ্র হয় তথা যাকাত গ্রহণের প্রকৃত হকদার হয়, সেক্ষেত্রে তাকে যাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে *(মাজমূ' ফাতাওয়া ২৫/৮৪; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/২৪৬, ৩৩৭)*।

প্রশ্ন (১৮/৩৫৮) : আমাদের সরকারী অফিসে অনেক কর্মকর্তা আছেন, যারা দ্বীনী কাজের অজুহাতে মাসের অর্ধেক দিন অফিস ফাঁকি দেন। যদিও তারা ধর্মীয় কার্যাবলী সুচারুরূপে করেন।

Contents

কিছু বলা হ'লে তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি রয়েছে বলে জানান। অথচ সরকারী চাকুরী বিধি সবার উপর সমভাবে প্রযোজ্য। এরূপ অন্যায়ের জন্য তাকে গুনাহগার হ'তে হবে কি?

-আব্দুন নূর, কোনাবাড়ী, গাযীপুর।

উত্তর : সরকারী-বেসরকারী যেকোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তি অফিস ফাঁকি দিলে গুনাহগার হবে। কারণ চাকুরীরত ব্যক্তি নিয়োগকারীর সাথে নির্দিষ্ট শর্তাধীনে চুক্তিবদ্ধ হয়ে কর্মরত হয়েছেন। যা একটি আমানত। এর খেয়ানত করলে কাবীরা গুনাহ হবে। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা (অবাধ্যতার মাধ্যমে) আল্লাহ ও রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না এবং (এর অনিষ্টকারিতা) জেনে-শুনে তোমাদের পরস্পরের আমানত সমূহে খেয়ানত করো না' *(আনফাল ৮/২৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যার আমানতদারী নেই তার দ্বীন নেই *(আহমাদ হা/১২৪০৬; মিশকাত হা/৩৫; ছহীহুল জামে' হা/৭১৭৯)*। তিনি বলেন, 'সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমরা প্রত্যেকেই ক্বিয়ামতের দিন স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫)*। তবে নিজ দায়িত্ব পালনের পর ইনছাফ ও দায়বদ্ধতা বজায় রেখে পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতার সাথে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে প্রয়োজনীয় ছুটি ভোগ করা যাবে *(বিস্তারিত দ্রঃ শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৫/৩৯, ১৯/৩৫৩-৩৫৪)*।

প্রশ্ন (১৯/৩৫৯) : নাভীর নীচে কাপড় পরা কি হারাম? আমি যদি প্যান্ট বা লুঙ্গী নাভীর নীচে পরি এবং পাঞ্জাবী দিয়ে দেহ ঢাকি, তাহ'লে কি সতর ঢাকা হবে?

-কাওছার হাবীব, ভাঙ্গুড়া, পাবনা।

উত্তর : পুরুষের সতর হচ্ছে নাভী হ'তে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত *(ছহীহ জামে'উছ ছাগীর হা/৫৫৮৩; ইরওয়াউল গালীল হা/২৭১)*। তাই নাভী ও হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং নাভীর নিচ থেকে হাঁটুর উপর সতর *(আল-মুগনী ১/৪১৪; নববী, আল-মাজমূ' ৩/১৭৩)*। এ অংশ সর্বদা ঢেকে রাখা ওয়াজিব। আর নাভীর নীচে কাপড় পরে অন্য কাপড় দ্বারা ঢেকে দিলেও তা সতর ঢাকা হিসাবেই গণ্য হবে।

প্রশ্ন (২০/৩৬০) : সরকারী আবহাওয়া অধিদফতর ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রদত্ত সময়সূচীর মাঝে সূর্যাস্তের ক্ষেত্রে রামাযান মাসে ৩ মিনিট পার্থক্য দেখা যায়। এর কারণ কি?

-মকবুল সরদার, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : সরকারী আবহাওয়া অধিদফতরের সময়সূচীতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের যে সময় নির্ধারণ করা হয়, তা বৈজ্ঞানিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে সূর্যাস্তের প্রকৃত সময় দেওয়া হয়। কিন্তু ইসলামিক ফাউণ্ডেশন মূল সময়ের সাথে ৩ মিনিট যোগ করে ইফতারীর সময় নির্ধারণ করে। তাদের দাবী মতে সতর্কতার জন্য তারা এরূপ করে থাকেন। অথচ এটা নিতান্ত ই অন্যায়। কারণ রাসূল (ছাঃ)-এর স্পষ্ট নির্দেশ, সূর্যাস্তের সাথে সাথে ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪; মুসলিম হা/১১০০; মিশকাত হা/১৯৮৫)*। তিনি বলেন, 'মানুষ ততদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে যতদিন তারা তাড়াতাড়ি ইফতার করবে। কেননা ইহূদী ও নাছারারা দেরীতে ইফতার করে' *(বুখারী হা/১৯৫৭; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৮৪, ৯৫)*। একবার আয়েশা (রাঃ)-কে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) দ্রুত ইফতার ও মাগরিবের ছালাত আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরূপই করতেন *(মুসলিম হা/১০৯৯)*।

অতএব সূর্যাস্তের পর ৩ মিনিট দেরী করা রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশনার প্রতি অবহেলার শামিল। তাই তা পরিত্যাগ করে সূর্যাস্তের প্রকৃত সময় অনুযায়ী সূর্য ডোবার সাথে সাথে ইফতার করা কর্তব্য।

প্রশ্ন (২১/৩৬১) : আমি ছালাত, ছিয়াম সহ নিয়মিত সৎআমলে অভ্যস্ত। কিন্তু কিছুদিন থেকে হস্তমৈথুনে জড়িয়ে পড়েছি। কোনভাবেই এথেকে বিরত থাকতে পারছি না। এর বিধান কি এবং এথেকে বাঁচার জন্য কোন আমল বা দো'আ আছে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ফুলবাড়ী, ময়মনসিংহ।

উত্তর : হস্তমৈথুন বা অবৈধ পন্থায় বীর্য স্খলন করা নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, যারা নিজ স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত অন্যকে কামনা করে, তারা সীমালংঘনকারী *(মুমিনূন ২৩/৬-৭; মা'আরিজ ৭০/৩০-৩১)*। এটি হারাম এবং কবীরা গোনাহ, যা মানুষের জীবন-যৌবন ধ্বংস করে। ক্বিয়ামতের দিন মানুষের মুখ বন্ধ হবে এবং হাত-পা, চোখ-কান ও দেহচর্ম সাক্ষ্য দিবে' *(ইয়াসীন ৩৬/৬৫; হা-মীম সাজদাহ ২০)*। অতএব যে ব্যক্তি শয়তানের ধোঁকায় পড়ে এরূপ কাজে জড়িয়ে পড়েছে তাকে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে একনিষ্ঠভাবে তওবা করতে হবে *(আবুদাঊদ হা/১৫২১; ছহীহুল জামে' হা/৫৭৩৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬২১)*।

আর এথেকে বাঁচার জন্য যখনই বাজে চিন্তা মাথায় আসবে, তখনই বাম দিকে তিনবার থুক মেরে 'আঊযুবিল্লাহ' পড়বে *(মুসলিম হা/২২০৩; মিশকাত হা/৭৭)*। অতঃপর অন্য কাজে মন দিবে অথবা স্থান পরিবর্তন করবে। এছাড়া *'আল্লা-হুম্মাগফির যানবী ওয়া তাহহির ক্বালবী ওয়া হাছছিন ফারজী* (হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহ ক্ষমা কর, আমার হৃদয়কে পবিত্র কর এবং আমার লজ্জাস্থানকে হেফাযত কর) দো'আটি পাঠ করা যায়। রাসূল (ছাঃ))-এর নিকটে এক যুবক যেনা করার অনুমতি চাইলে তিনি তার জন্য এই দো'আ করেন *(আহমাদ, ছহীহাহ হা/৩৭০)*। অথবা *'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযুবিকা মিন শার্রি সামঈ ওয়ামিন শার্রি বাছারী ওয়া শার্রি লিসানী ওয়া শার্রি ক্বালবী ওয়া শার্রি মানিইঈ* (হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই আমাদের কর্ণ, চক্ষু, জিহ্বা ও আমাদের অন্তরের অনিষ্ট হ'তে এবং আমার শুক্র অবৈধ স্থানে পতিত হওয়া থেকে) দো'আটিও পাঠ করা যায় *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৭২)*।

আর এথেকে স্থায়ীভাবে বাঁচার পথ হ'ল, বিবাহ করা অথবা নিয়মিত নফল ছিয়াম রাখা *(বুখারী হা/১৯০৫; মুসলিম; মিশকাত হা/৩০৮০)*। এছাড়া নিয়মিত জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা, দ্বীনী পরিবেশে থাকা, মোবাইল-কম্পিউটার-ইন্টারনেট-টিভির যাবতীয় অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকা, ধর্মীয় বই-পুস্তক পড়াশুনায় অভ্যস্ত হওয়া, নির্জনতা বর্জন করে পারিবারিক ও সামাজিক কার্যক্রমে অধিকহারে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি কার্যাবলীর মাধ্যমে এথেকে দূরে থাকা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (২২/৩৬২) : সন্তান প্রসবের সময় মা মৃত্যুবরণ করলে তিনি কি শাহাদতের মর্যাদা লাভ করবেন?

-রোজী, লক্ষ্মীপুর, ফরিদপুর।

উত্তর : সন্তান পেটে থাকা অবস্থায় বা প্রসবের সময় এমনকি নিফাস চলাকালীন অবস্থায় মুমিন নারী মারা গেলে তিনি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত ব্যক্তি ছাড়া আরও সাত জন 'শহীদ' রয়েছে। তারা হ'ল : (১) মহামারীতে মৃত (মুমিন) ব্যক্তি (২) পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি (৩) 'যাতুল জাম্ব' নামক কঠিন রোগে মৃত ব্যক্তি (যেসব গর্ভবতী মেয়েদের পেটে বাচ্চা মারা যায় এবং প্রসূতি মাও মারা যায়, ঐ নারীকে যাতুল জাম্ব-এর রোগিনী বলা হয়। ইবনু হাজার বলেন, এটিই প্রসিদ্ধ *(ফৎহুল বারী হা/২৮২৯-এর ব্যাখ্যা, ৬/৫১ পৃঃ)*। (৪) (কলেরা বা অনুরূপ) পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি (৫) আগুনে পুড়ে মৃত ব্যক্তি (৬) ধ্বসে চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি ও (৭) গর্ভাবস্থায় মৃত মহিলা' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৫৬১; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৩৯৮)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, নিফাসী নারী যার সন্তান নাড়ীসহ তাকে জান্নাতে টেনে নিয়ে যায়' *(আহমাদ হা/১৬০৪১, সনদ ছহীহ লেগায়রিহী)*।

প্রশ্ন (২৩/৩৬৩) : ঈদের ছালাত আদায় করতে এসে অর্ধশতাধিক মানুষ পেলাম যারা ছালাত পায়নি এবং ইমাম খুৎবা দিচ্ছেন। এক্ষণে তারা পুনরায় জামা'আত করতে পারবে কি?

-মুস্তাফীযুর রহমান, বড়াইগ্রাম, নাটোর।

উত্তর : এমতাবস্থায় পুনরায় জামা'আত করবে। অর্থাৎ ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর সহ দু'রাক'আত ছালাত জামা'আতে আদায় করবে। তবে ইমামের খুৎবা শ্রবণের পর এটি আদায় করা উত্তম হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৮/৩০৬)*। ইমাম বুখারী (রহঃ) অধ্যায় রচনা করেছেন, যার ঈদের ছালাত ছুটে যাবে, সে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নিবে'। ঈদের জামা'আত ছুটে গেলে আনাস (রাঃ) তার গোলামকে পরিবার-পরিজন ও অন্যদের নিয়ে জামা'আত করে বাড়ীতে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দেন। ইকরিমা ও আতা' এমন ফৎওয়াই প্রদান করেছেন *(বুখারী 'ঈদায়েন' অধ্যায় ২৫ অনুচ্ছেদের তা'লীক্ব, ৪/১৫৪ পৃ.)*। এছাড়া ক্বাতাদা, নাখঈ, হাসান বছরীসহ বহু তাবেঈ এমন ফৎওয়া দিয়েছেন *(মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা/৫৭১৬; ইবনু আবী শায়বাহ হা/৫৮৫৭, ৫৮৫৮; আল-মুগনী ২/২৯০)*।

প্রশ্ন (২৪/৩৬৪) : ছালাতে উচ্চৈঃস্বরে 'রব্বানা লাকাল হামদ' বলা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ হারিছ, নওগাঁ।

উত্তর : রুকূ থেকে উঠে যে দো'আটা পড়তে হয় তা নীরবে পড়াই উত্তম। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের প্রভুকে ডাক, বিনীতভাবে ও চুপে চুপে' *(আ'রাফ ৭/৫৫)*। মক্কা ও মদীনার হারামে মুকাব্বির এটি মাইকে জোরে পড়েন সম্ভবতঃ ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত হাদীছটির উপর ভিত্তি করে। যেখানে বলা হয়েছে, নবী করীম (ছাঃ) রুকূ থেকে উঠে 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বললে, জনৈক ছাহাবী সশব্দে 'রব্বানা লাকাল হাম্দ হামদান...' দো'আটি পাঠ করেন। অতঃপর সালাম ফিরিয়ে রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, আমি ত্রিশের অধিক ফেরেশতাকে ব্যস্ত হ'তে দেখলাম, কে ঐ কথাটি আগে লিখবে' *(বুখারী হা/৭৯৯; মিশকাত হা/৮৭৭ 'রুকূ' অনুচ্ছেদ-১৩)*। তবে যেহেতু উক্ত দো'আটি অন্য কেউ সরবে পড়েননি, সেহেতু সাধারণ নির্দেশের আলোকে নিম্নস্বরে পড়াই উত্তম।

প্রশ্ন (২৫/৩৬৫) : আমার ১৪ বছর বয়সী বোনের নিকটে একটি জিন রয়েছে, যে তার গলায় তাবীয না থাকলে নানা উৎপাত করে। ইতিপূর্বে জিনটি আমার মায়ের কাছে ছিল, তখনও মাঝে মাঝে ভয় দেখাত। এক্ষণে তাবীয দেহে রাখবো না খুলে ফেলব?

-আব্দুর রাকীব, রাণীনগর, নওগাঁ।

উত্তর : তাবীয খুলে ফেলতে হবে। কারণ তাবীয ঝুলানো শিরক *(আহমাদ, ছহীহুল জামে' হা/৬৩৯৪; ছহীহাহ হা/৪৯২)*। জিনের কুপ্রভাব থেকে বাঁচার জন্য কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত বিশুদ্ধ দো'আসমূহ পাঠ করবে। বিশেষ করে নিয়মিত সকাল-সন্ধ্যায় সূরা নাস, ফালাক্ব, ইখলাছ ও আয়াতুল কুরসী *(আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/২১৬৩)* এবং সূরা বাক্বারাহ্র কিছু অংশ, বিশেষ করে শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে *(বুখারী হা/৫০০৯; মুসলিম হা/৭৮০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে গৃহে সূরা বাক্বারাহ্র শেষ দু'আয়াত পর পর তিন রাত পাঠ করা হয়, শয়তান তার নিকটবর্তী হয় না' *(তিরমিযী হা/২৮৮২)*। এর মাধ্যমে জিন সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিপদ প্রতিবিধানে যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (২৬/৩৬৬) : গ্রামাঞ্চলে অনেককে গলার সমস্যা, কাশি ইত্যাদি কারণে তেজপাতা পুড়িয়ে তার ধোঁয়া গ্রহণ করতে দেখা যায়। এটা শরী'আতসম্মত কি?

-খন্দকার নাছীফ, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : তেজপাতার ধোঁয়ায় কোন ক্ষতিকর প্রভাব নেই বলে নিশ্চিত হ'লে সেটা করা যাবে। নইলে নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্ষতি করো না, ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না' *(ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০; ছহীহাহ হা/২৫০)*।

প্রশ্ন (২৭/৩৬৭) : বিদায়কালে কাউকে 'তুমি তোমার প্রার্থনায় আমাকে শরীক করতে ভুলে যেয়ো না' বলা যাবে কি?

-আশরাফ আলী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আহমাদ হা/১৯৫; তিরমিযী হা/৬৫৬২; মিশকাত হা/২২৪৮; যঈফুল জামে' হা/৬২৭৮)*। তবে সাধারণভাবে মুমিনগণ একে অপরের নিকটে দো'আ চাইবে। যেমন ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইয়েরা পিতা ইয়াকূব (আঃ)-এর নিকটে ক্ষমা চেয়ে বলেছিলেন, 'আপনি আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন *(ইউসুফ ১২/৯৭)*। ওমর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী উয়াইস ক্বারনীর নিকটে দো'আ চেয়ে বলেছিলেন, আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন *(মুসলিম হা/২৫৪২; মিশকাত হা/৬২৫৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন মুসলিম তার ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দো'আ করলে তা অবশ্যই কবুল হয়। তার মাথার নিকটে একজন ফিরিশতা নিযুক্ত থাকে। যখনই সে তার ভাইয়ের জন্য কল্যাণের দো'আ করে, তখনই ঐ ফিরিশতা বলে, 'আমীন'!

তোমার জন্যও অনুরূপ' *(মুসলিম হা/২৭৩৩; মিশকাত হা/২২২৮)*।

প্রশ্ন (২৮/৩৬৮) : ছিয়াম অবস্থায় অসুখের কারণে ড্রপস ব্যবহার করা যাবে কি? এছাড়া চোখ, কান ও নাকের ঔষধ ব্যবহার করা যাবে কি?

-আব্দুল গফূর, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : যাবে। ড্রপস বা সাপোজিটরি যেহেতু খাদ্য নয়, খাদ্যের বিকল্পও নয় এবং তা পাকস্থলীতেও প্রবেশ করে না; বরং তা একপ্রকার ওষুধ, যা মলম বা ক্রীমের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এর দ্বারা খাদ্যের কোন চাহিদা পূরণ হয় না। তাই এর দ্বারা ছিয়াম ভঙ্গ হবে না *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/১৫০, ফৎওয়া নং ৩৫১)*। এছাড়া চোখে ও কানে ড্রপস ব্যবহার করায় কোন বাধা নেই। কারণ তা কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না। তবে নাকের ড্রপস-এর ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যাতে তা কণ্ঠনালী অতিক্রম না করে *(আবুদাঊদ হা/২৩৬৬, মিশকাত হা/৪০৫)*। ভুলবশতঃ চলে গেলে গলধঃকরণ না করে বাইরে ফেলে দিবে।

প্রশ্ন (২৯/৩৬৯) : সফর অবস্থায় কোন ছালাত ক্বাযা হ'লে বাড়িতে এসে তা আদায় করার সময় পুরো আদায় করতে হবে, না ক্বছর করলেই যথেষ্ট হবে? এমনিভাবে এর উল্টো অবস্থায় করণীয় কি?

-শামসুল হক, কোরপাই, কুমিল্লা।

উত্তর : শরী'আতে প্রত্যেক ছালাতের যে রাক'আত সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে, সেটা আদায় করাই প্রকৃত বিধান। আর সফর অবস্থায় ছালাতে 'ক্বছর' করা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বান্দাদের প্রতি একটি উপহার স্বরূপ। এটা বাধ্যগত বিষয় নয়। আল্লাহ বলেন, 'যখন তোমরা সফর কর, তখন ছালাতে ক্বছর করায় তোমাদের কোন দোষ নেই' *(নিসা ৪/১০১)*। রাসূল (ছাঃ) ক্বছরকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ছাদাক্বা বলে আখ্যায়িত করেছেন *(মুসলিম হা/৬৮৬, মিশকাত হা/১৩৩৫)*।

অতএব সফরের ক্বাযা ছালাত বাড়িতে আদায় করলে বা সফরে থাকা অবস্থায় মুকীম অবস্থার ক্বাযা ছালাতের কথা স্মরণ আসলে উভয়ক্ষেত্রে পূর্ণভাবেই তা আদায় করবে *(আব্দুল্লাহ বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব অডিও নং ৭৪০৮)*।

প্রশ্ন (৩০/৩৭০) : 'সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্য দিয়ে উদিত হয়' মর্মে বর্ণিত হাদীছটির ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-তা'লীমুল হক, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : হাদীছটিতে বলা হয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ফজরের ছালাত পড়বে, অতঃপর সূর্যোদয়কালে ছালাত আদায় করবে না, যতক্ষণ না তা কিছুটা উপরে উঠে। কেননা, যখন তা উদিত হয়, তখন শয়তানের দুই শিং-এর মধ্য দিয়ে উদিত হয় এবং এসময় কাফেররা তাকে সিজদা করে। ...অতঃপর ছালাত থেকে বিরত থাকবে, যতক্ষণ না সূর্য ডুবে যায়। কেননা তা শয়তানের দুই শিং-এর মধ্য দিয়ে অস্তমিত হয় এবং এসময় কাফেররা তাকে সিজদা করে *(বুখারী হা/৩২৭৩; মুসলিম হা/৮৩২; মিশকাত হা/১০৪২)*।

কাফের-মুশরিকরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্যের পূজা করে। এসময় শয়তান সূর্যের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সে চায় যে, কাফেররা যেন তারই পূজা করে। এসময় শয়তান এমনভাবে দাঁড়ায়, যেন সূর্য তার মাথার মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে সামনে অগ্রসর হয়। সেকারণ হাদীছে বলা হয়েছে যে, 'সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্য দিয়ে উদিত হয়'। এ সময় ছালাত আদায় করা নিষিদ্ধ হওয়ার এটাই মূল কারণ *(ফাৎহুল বারী ২/৬০)*। হাদীছে শয়তানের শিং বলতে তার মাথার উভয় পার্শ্বকে বুঝানো হয়েছে *(নববী, শরহ মুসলিম ৬/১১২)*।

উল্লেখ্য যে, কারণবশতঃ ছালাত সমূহ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন ক্বাযা ছালাত, তাহিইয়াতুল মসজিদ, তাহিইয়াতুল ওযূ ও জুম'আর সুন্নাত। কারণ এগুলির ব্যাপারে নির্দিষ্ট দলীল রয়েছে।

প্রশ্ন (৩১/৩৭১) : ছিয়াম অবস্থায় ডায়াবেটিস রোগীদের ইনসুলিন গ্রহণের বিধান কি? বিশেষতঃ যাদের দিনে একাধিকবার গ্রহণের প্রয়োজন হয়।

-আব্দুল কাবীর, নওহাটা, রাজশাহী।

উত্তর : ইফতারের পর ও সাহারীর পূর্বে ইনসুলিন নেওয়াই উত্তম। যদি এরপরেও প্রয়োজন হয়, সেটা দিনের বেলায় ছিয়াম অবস্থায় নিতে পারে। কেননা ইনসুলিন গ্রহণ করা ছিয়াম ভঙ্গের কারণ নয়। আর এটি কোন খাদ্য নয়। অনুরূপ হাঁপানী রোগের জন্য ছিয়াম অবস্থায় 'ইনহেলার' নেওয়া যায়।

প্রশ্ন (৩২/৩৭২) : হজ্জব্রত পালনকালে মুহরিম অবস্থায় কাউকে বিবাহ করা বা প্রস্তাব দেওয়া যাবে কি? এ ব্যাপারে ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত বিপরীতমুখী হাদীছের ক্ষেত্রে সমাধান কি?

-ইশতিয়াক আহমাদ, মতিঝিল, ঢাকা।

উত্তর : ইহ্রাম অবস্থায় বিবাহ করা বা বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া উভয়টি নিষিদ্ধ। এ অবস্থায় কেউ বিবাহ করলে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ইহরাম অবস্থায় কোন ব্যক্তি নিজে বিবাহ করবে না, অন্যকেও বিবাহ করাবে না এবং বিবাহের প্রস্তাবও দিবে না' *(মুসলিম হা/১৪০৯; মিশকাত হা/২৬৮১)*।

কিন্তু বুখারী ও মুসলিমে ইবনু আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে আছে যে, রাসূল (ছাঃ) ইহরাম অবস্থায় মায়মূনা (রাঃ)-কে বিবাহ করেছিলেন *(বুখারী হা/১৮৩৭; মুসলিম হা/১৪১০)*।

এর জবাব এই যে, রাসূল (ছাঃ) মায়মূনা (রাঃ)-কে ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করেননি। যেমন মায়মূনা (রাঃ) নিজে বলেন যে, রাসূল (ছাঃ) তাকে বিবাহ করেন এমন অবস্থায় যে, তিনি হালাল ছিলেন *(মুসলিম হা/১৪১১, মিশকাত হা/২৬৮৩)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'রাসূল (ছাঃ) আমাকে 'সারিফ' নামক স্থানে বিয়ে করেছেন। তখন আমরা উভয়ে হালাল অবস্থায় ছিলাম' *(আবুদাউদ হা/১৮৪৩, সনদ ছহীহ)*। রাসূল (ছাঃ)-এর খাদেম আবু রাফে' বলেন, রাসূল (ছাঃ) মায়মূনা (রাঃ)-কে হালাল অবস্থায় বিবাহ করেছেন এবং হালাল অবস্থায় বাসর করেছেন। আমিই ছিলাম তাদের বিবাহের ঘটক *(আহমাদ হা/২৭২৪১; দারেমী হা/১৮২৫, সনদ হাসান)*। এসকল হাদীছ

থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, রাসূল (ছাঃ) ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করেননি।

এক্ষণে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা সম্পর্কে ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, আবু রাফে' বর্ণিত হাদীছটি কয়েকটি কারণে অগ্রগণ্য। (১) হাদীছটি বর্ণনার সময় ইবনু আব্বাস (রাঃ) দশ বছরের বালক ছিলেন। যখন আব্বাস (রাঃ)-এর গোলাম আবু রাফে' পূর্ণ যুবক ছিলেন। সঙ্গত কারণে আবু রাফে' তার অপেক্ষা নিরাপদ। (২) আবু রাফে' যেহেতু বিয়ের ঘটক ছিলেন, সেহেতু ইবনু আব্বাস অপেক্ষা তার বেশী জানাটাই যুক্তিসম্মত...। (৩) তাছাড়া ওমরাহ পালনের সময় ইবনু আব্বাস (রাঃ) আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলেন না। তখন তিনি মক্কায় দুর্বল ছাহাবীগণের মাঝে অবস্থান করছিলেন। উক্ত হাদীছটি তিনি পরে শুনে বর্ণনা করেছেন। (৪) আর ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি 'ইহরাম অবস্থায় বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বর্ণিত কওলী হাদীছে'র বিপরীত হওয়ায় তা গ্রহণীয় হবে না' *(যাদুল মা'আদ ৫/১০২-১০৫)*।

সবচেয়ে বড় কথা এই যে, বিবাহিতা মায়মূনা (রাঃ) যেখানে বলছেন, আমরা উভয়ে হালাল ছিলাম, সেখানে অন্যের সাক্ষ্য অগ্রাধিকার যোগ্য নয়।

উক্ত বিষয়ে শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও হাদীছটি যঈফ অর্থে গরীব। তবে এর অর্থ এই নয় যে, এর বর্ণনাকারীগণ দুর্বল বা মিথ্যাবাদী। বরং ঘটনার সাথে সরাসরি যুক্ত মায়মূনা (রাঃ) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত হাদীছ বুখারীর অত্র হাদীছটির বিপরীত হওয়ায় রাবীর বক্তব্যে ভুল হওয়াটা প্রমাণিত হয়' *(আলবানী, সিলসিলাতুল হূদা ওয়ান নূর, অডিও রেকর্ড নং ০৭১)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩৭৩) : ফরয ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আসমূহ সুন্নাত ছালাতের পর বা যেকোন সময় পাঠ করা যাবে কি?

-মশীউর রহমান, কুষ্টিয়া।

উত্তর : পড়া যাবে। হাদীছে সকল ছালাতের জন্য আমভাবে প্রথমে আল্লাহু আকবর একবার সরবে, অতঃপর তিনবার *'আসতাগফিরুল্লা-হ'* এবং একবার *'আল্লা-হুম্মা আনতাস সালা-মু ওয়া মিনকাস সালা-মু তাবা-রাকতা ইয়া-যাল জালা-লি ওয়াল ইকরা-ম'* পাঠের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী হা/৮৪২; মুসলিম হা/৫৮৩, ৫৯১, ৫৯২; মিশকাত হা/৯৫৯-৬১)*। সুতরাং এটি সকল ছালাতের জন্য প্রযোজ্য। আর ফরয ছালাতের পর পঠিতব্য সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবর, আয়াতুল কুরসী প্রভৃতি দো'আ ফরয ছালাতের পরে পাঠের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। অতএব সেগুলি সেখানে পাঠ করাই উত্তম হবে *(আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০২-এর আলোচনা)*। তবে সাধারণভাবে এগুলি যেকোন ছালাতের পর পড়া যায় *(ফাৎহুল বারী ১১/১৩৪; তুহফাতুল আহওয়াযী ২/১৬৯)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৭৪) : আমি ২ বছর আগে স্ত্রীকে ১ তালাক দিলে উভয় পক্ষের মীমাংসায় আবার একত্রে বসবাস করতে থাকি। ঘটনার ২ বছর পর আবার তালাক দেই। তারপর নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে ফেলি। এর ২ মাস পর আবার তালাক দেই। প্রত্যেকবারই আমি প্রচণ্ড রাগের মাথায় এরূপ কাজ করি। তবে রাগের অবস্থা এমন ছিল না যে আমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়েছিলাম। এমতাবস্থায় স্ত্রী ফিরিয়ে নেওয়ার কোন সুযোগ আছে কি?

-মুহাম্মাদ মিরাজ, মেহেরপুর।

উত্তর : তিন বারে তিন তালাক দেওয়ার কারণে আপনার স্ত্রী পূর্ণ তালাকপ্রাপ্তা হয়েছেন। অতএব তাকে আর ফিরিয়ে নেওয়ার কোন সুযোগ নেই *(বাক্বারাহ ২/২২৮-২৯)*। যতক্ষণ না তিনি অন্যত্র বিবাহিতা হন এবং সেখান থেকে স্বাভাবিকভাবে তালাকপ্রাপ্তা হন *(বাক্বারাহ ২/২৩০)*।

উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তালাক ও দাসমুক্তি নেই 'ইগলাক্ব' অবস্থায়' *(আবুদাঊদ হা/১৯১৯, মিশকাত হা/৩২৮৫)*। ইমাম আবু দাঊদ (রহঃ) বলেন, ক্রোধান্ধ, পাগল ও যবরদস্তির অবস্থায় মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি লোপ পায়। তাই এ অবস্থাকে 'ইগলাক্ব' বলা হয় *(ঐ, হাশিয়া ২/৪১৩ পৃঃ)*।

বর্ণনা মতে প্রশ্নকারী 'হিতাহিতজ্ঞানশূন্য' হননি। অতএব এটি তালাক বায়েন হিসাবেই গণ্য হবে।

প্রশ্ন (৩৫/৩৭৫) : আমার পিতা ও এক ভাই মারা গেছেন। আমরা দুই ভাই, বোন ও আমাদের মা জীবিত আছি। মৃত ভাইটি এক ছেলে, এক মেয়ে ও স্ত্রী রেখে গেছেন। আমাদের পিতার কোন সম্পত্তি নেই। কিন্তু আমাদের মা প্রায় ২০ লক্ষাধিক টাকার মালিক। তিনি তা ছেলে-মেয়েদের মধ্যে শরী'আত মোতাবেক এখনই বণ্টন করে দিতে চান। এ অবস্থায় কে কতটুকু অংশ পাবে?

-কামরুন নাহার, ঢাকা।

উত্তর : মাতার জীবদ্দশায় তার ছেলে মৃত্যুবরণ করায় ঐ ছেলের সন্তানেরা তাদের দাদীর সম্পত্তির ওয়ারিছ হবে না *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ, ফৎওয়া নং ১৯১৪৯, ১৬/৪৮৯ পৃঃ)*। এমতাবস্থায় দাদী সর্বাগ্রে তার ঋণ (যদি থাকে) পরিশোধের পর নাতী-নাতনীদের জন্য অনধিক এক-তৃতীয়াংশ হেবা করতে পারেন *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৩০৭১)*। অতঃপর মোট সম্পদ ৫ ভাগে ভাগ করে ১ ভাগ মেয়ে ও ৪ ভাগ জীবিত দুই ছেলেকে প্রদান করবে *(নিসা ৪/১১)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩৭৬) : সুন্নাত বা নফল ছালাতে বাংলায় দো'আ করা যাবে কি? হারামের ইমামদের দেখা যায় তাঁরা রামাযান মাসে বিতর ছালাতে ইচ্ছামত লম্বা দো'আ আরবী ভাষায় পড়েন। এক্ষণে আরবীতে পড়লে জায়েয, কিন্তু বাংলায় পড়লে নাজায়েয হবে কি?

-শো'আইব আহমাদ
ডুইসবার্গ, জার্মানী।

উত্তর : ছালাতের ভাষা আরবী। তাই দো'আও আরবীতেই পাঠ করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমাদের এ ছালাতে

Contents

মানুষের কথাবার্তা সিদ্ধ নয়। এটা হ'ল তাসবীহ, তাকবীর এবং তেলাওয়াতে কুরআন' *(মুসলিম হা/৫৩৭; মিশকাত হা/৯৭৮)*। ছালাতের মধ্যে অন্য ভাষায় দো'আ করা যায় মর্মে কোন দলীল বর্ণিত হয়নি। এর মধ্যে বিশ্ব মুসলিমের ইবাদতের ক্ষেত্রে ঐক্যের সূক্ষ্ম তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। যেমন আযান, সালাম ও দো'আ সমূহ পাঠ ইত্যাদি। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, মানুষের উচিত কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত শারঈ দো'আসমূহই পাঠ করা *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১/৩৪৬)*।

এমতাবস্থায় শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বে অর্থ বুঝে 'রববানা আ-তেনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আ-খিরাতে হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা আযা-বান্নার' পাঠ করবে। আর কুনূতে নাযেলায় পরিস্থিতির চাহিদামত যেকোন দো'আ আরবীতে পাঠ করা যেতে পারে। এই কুনূতের জন্য কোন নির্দিষ্ট দো'আ নেই *(মির'আত ৪/৩০২)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩৭৭) : জনৈক ব্যক্তি একজন বৌদ্ধ ধর্মের লোকের সাথে ব্যবসা করেন। অনেক সময় তাদের নিকটে থাকতে হয় এবং খেতে হয়। এভাবে থাকা-খাওয়া ও সম্পর্ক রাখা যাবে কি?

-ফরীদ, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

উত্তর : নিজ ধর্ম যথাযথভাবে বজায় রেখে বিধর্মী কোন ব্যক্তির সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য ও থাকা-খাওয়া জায়েয। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে না এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি থেকে বিতাড়িত করে না, তাদের সাথে সদাচরণ করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না' *(মুমতাহিনা ৮)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৭৮) : পিতা সরকারী চাকুরীজীবী হিসাবে বিভিন্ন যেলায় ছিলেন। সে সুবাদে সেসব অফিসের পরিত্যক্ত চেয়ার, নষ্ট ফ্যান সহ বিভিন্ন জিনিস ঠিক করে বাসায় ব্যবহার করেন। একাজ ঠিক হচ্ছে কি? ঠিক না হ'লে করণীয় কি?

-আব্দুল আলীম, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : বিধি মতে খরিদ করে নিলে জায়েয হবে, নইলে নয়। বিধি মত খরিদকৃত না হলে সম্পদগুলি সঠিক স্থানে ফেরত দিবে অথবা ইনছাফের সাথে সেগুলির মূল্য নির্ধারণ করে উক্ত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দিবে। তাতে ফিৎনার ভয় থাকলে কোন জনহিতকর কাজে দান করবে। অতঃপর অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

প্রশ্ন (৩৯/৩৭৯) : জনৈক আলেম বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন যে, রামাযান মাসে ইতিকাফকারী দু'টি হজ্জ ও দু'টি ওমরাহ করার সমপরিমাণ নেকী পায়। এর কোন সত্যতা আছে কি?

-মাহমূদ সরদার, পিরোজপুর।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি মাওযূ। এছাড়া ইতিকাফের ফযীলত বর্ণনায় যত হাদীছ এসেছে সবই যঈফ *(ইবনু মাজাহ হা/১৭৮১; যঈফাহ হা/৫৩৪৫; যঈফুল জামে' হা/৫৪৫২)*।

প্রশ্ন (৪০/৩৮০) : জনৈক আলেম বলেন, একজন ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-এর রক্ত পান করেছিলেন। এর কোন সত্যতা আছে কি?

-মুশতাক আহমাদ, আসাম, ভারত।

উত্তর : উক্ত মর্মের বর্ণনাগুলি দুর্বল। (ক) রাসূল (ছাঃ) একবার তাঁর হাজামতের রক্ত গোপন স্থানে ফেলার জন্য আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরকে আদেশ করলে তিনি তা বাইরে নিয়ে গিয়ে নিজেই পান করেন। জানতে পেরে রাসূল (ছাঃ) তাকে বলেন, কে তোমাকে রক্তপানের নির্দেশ দিল? মানুষের পক্ষ থেকে তোমার জন্য আফসোস! মানুষের জন্য তোমার পক্ষ থেকে আফসোস! *(হাকেম হা/৬৩৪৩, যাহাবী চুপ থেকেছেন; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৪০১০)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি আরো বলেন, জাহান্নামের আগুন তোমাকে স্পর্শ করবে না *(দারাকুৎনী হা/৮৯৪, সনদ যঈফ)*। (খ) আবু সাঈদ খুদরীর পিতা মালেক ইবনু সিনান ওহোদের যুদ্ধের দিন রাসূল (ছাঃ)-এর ললাট হ'তে রক্ত চেটে খেয়ে ফেলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমার রক্ত যার রক্তকে স্পর্শ করেছে, তাকে জাহান্নাম স্পর্শ করবে না' *(ইবনু হিশাম ২/৮০, সনদ যঈফ; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩৬৮ পৃ. টীকা-৫০২)*। উল্লেখ্য যে, প্রবাহিত রক্ত পান করা হারাম *(আন'আম ৬/১৪৫; ছহীহাহ হা/৩০০-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

সংশোধনী

(১) আত-তাহরীক মে'১৭ প্রশ্নোত্তর ২৫/৩০৫-এর শেষে বলা হয়েছে, 'চার রাক'আত বিশিষ্ট ফরয ছালাতের শেষ দু'রাক'আতে অন্য সূরা মিলাবেন না'। কিন্তু প্রশ্নের আলোকে উত্তর হবে 'নফল ছালাতে'র শেষ দু'রাক'আতে অন্য সূরা মিলাবেন' *(মুসলিম হা/৩৯৪)*।

(২) ফেব্রুয়ারী'১৭ প্রশ্নোত্তর ৩/১৬৩-এ *'ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালা-হ* ব্যতীত' লেখাটি ভুলবশতঃ যুক্ত করা হয়েছে। অনাকাংখিত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত *(সম্পাদক)*।

ছাদাক্বায়ে জারিয়ায় অংশগ্রহণ করুন

আসন্ন হজ্জ মওসুমে হজ্জ যাত্রী ভাই-বোনদের মাঝে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** রচিত **'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)'** ও **'হজ্জ ও ওমরাহ'** বই ফ্রী বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত মহতী উদ্যোগে অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহী ভাই-বোনদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো যাচ্ছে।

যোগাযোগ : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৯১৫-০১২৩০৭, ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০।

ব্যাংক একাউন্ট নম্বর : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় বিভাগ, হিসাব নং- ০০৭১০২০০১০৪৭৩, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।

বিকাশ নম্বর : ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০।

প্রচারে : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ